উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৫ আশ্বিন ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 3 October 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 137

LUXURY LIVING
লাক্সারি লিভিং
পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ ও জনপ্রিয় ফার্নিচারের রিটেল চেইন
এইবার দুর্গাপুজোয়, শুধু নতুন জামা নয়
নতুন সাজে সাজুক ঘরও!
প্রতিটি কেনাকাটায় এখন নিশ্চিত উপহার
মাইক্রোভেন, টিভি, স্মার্ট ওয়াচ, মিক্সার গ্রাইন্ডার ইত্যাদি
সর্বোচ্চ ₹৫,০০০ পর্যন্ত ক্যাশব্যাক।
0 ডাউনপেমেন্টের সুবিধা
৫ বছরের নিশ্চিন্ত গ্যারান্টি
পুরো পশ্চিমবঙ্গে ডেলিভারি ফ্রি
সমগ্র ভারতে ফাইন্যান্সের সুবিধা
২৪ মাসের সহজ EMI
91477 14413 / 80175 99955
বারুইপুর | পাটুলি | বেহালা | চিনারপার্ক | দুর্গাপুর | শ্রীরামপুর |
কাঁচরাপাড়া | রায়গঞ্জ | নিমতৌড়ি | শিবপুর | পুরুলিয়া

বক্সায় বাঘ

ইতিহাস ও প্রত্যাবর্তন

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

- ১৯৮৩ সালে বক্সাকে ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প হিসেবে ঘোষণা করা হয়
- কয়েক দশকে বক্সার বনাঞ্চলে ভূমিক্ষয়, বনভূমির খণ্ডীকরণ, জমির ব্যবহার বদল এবং শিকারের প্রাণীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় বাঘের স্থায়ী সংখ্যা ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ২০১৮ সাল থেকে বাঘের সংখ্যা পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে
- ২০২১, ২০২৩ এবং ২০২৬ সালে ট্র্যাপ ক্যামেরায় বাঘের ছবি ধরা পড়েছে। ২০২৩ সালে একটি বাঘকে অসমের মানস ব্যাঘ্র প্রকল্পের বাঘ হিসেবে শনাক্ত করা হয়
- উত্তরবঙ্গ, অসম ও ভুটানের বনাঞ্চলের সঙ্গে বক্সার সংযোগ রয়েছে
- বক্সায় বাঘ ছেড়েই প্রকল্পের সাফল্য মাপা হবে না। লক্ষ্য, সময়ের সঙ্গে একটি সুস্থ, বংশবিস্তারক্ষম ও স্বনির্ভর বাঘের সংখ্যা গড়ে তোলা

১৫ আশ্বিন ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 3 October 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 137

সবুজ পতাকা নেড়ে জঙ্গলে আনুষ্ঠানিকভাবে বাঘ ছাড়ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব।

দু'মাসের মধ্যে আরও তিন বাঘ, ঘোষণা শুভেন্দুর

অভিজিৎ ঘোষ ও ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২ অক্টোবর : শুক্রবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ খুলে দেওয়া হল বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ২৫ মাইলে এনক্লোজারের দরজা। ভিতরে থাকা বাঘিনী এখন মুক্ত। সে এনক্লোজারে থাকতে পারে, আবার জঙ্গলেও ঘুরতে পারে। পুরো বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পই উন্মুক্ত বিহারের বাঘিনীর জন্য। এখন বক্সায় তার সংসার পাতার অপেক্ষা। তার পথ সুগম করতে বন দপ্তর আগামী দু'বছরে বক্সায় ধাপে ধাপে পাঁচটি বাঘ ছাড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডের সভা থেকে আরও একধাপ এগিয়ে ঘোষণা করে দিয়েছেন, 'আগামী দুই মাসের মধ্যে আরও তিনটি বাঘিনী ছাড়া হবে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পে।' কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব জানান, একটি বাঘ ও আরেকটি বাঘিনী বাল্মীকি ব্যাঘ্র-প্রকল্প থেকে বক্সায় আনা হবে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের উপস্থিতিতে এদিন এনক্লোজারের দরজা খুলে দেওয়া হয়। সবুজ ঝান্ডা দেখিয়ে সম্মতি দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাঘকে দিয়েই আলিপুরদুয়ার তথা ডুয়ার্সের পর্যটন পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা পেতে পারে।' তাঁর কথায়, 'আলিপুরদুয়ারকে সাজানোর কাজ ডাবল ইঞ্জিন সরকার করবে। প্রকৃতি সাজিয়ে দিয়েছে আলিপুরদুয়ারকে। সেটাকে কাজে লাগিয়ে পর্যটনের

এরপর আটের পাতায়

উত্তরে দক্ষিণরায়

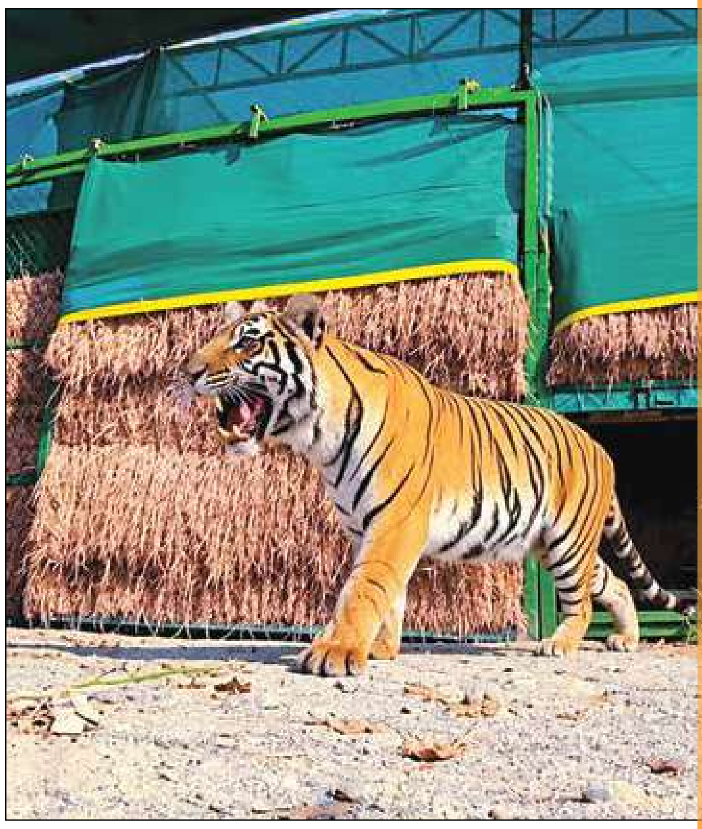

এনক্লোজারের ভেতরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে বাঘিনী। বক্সায় শুক্রবার।

- বক্সা ও মানসকে মিলিয়ে ২০০০ একর জমি চিহ্নিত করে বিশ্বমানের ফরেস্ট ট্যুরিজম ডেস্টিনেশন গড়ে তোলার পরিকল্পনা
- বক্সার ভিতর থেকে ভুটিয়া বস্তি ও গাঙ্গুটিয়া বস্তি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, জয়ন্তীর বাসিন্দাদের সরানোর প্রক্রিয়া চলছে
- এই অবস্থায় ট্যুরিজম ডেস্টিনেশন গড়ে তুললে ব্যাঘ্র-প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়া নিয়ে আশঙ্কায় পরিবেশপ্রেমীরা
- বক্সা দিয়েই আন্তর্জাতিক মানচিত্রে আলিপুরদুয়ারকে তুলে ধরার পরিকল্পনা
- বক্সার ভিতর দিয়ে ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা নিয়ে বিতর্ক এড়ালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী
- সুন্দরবনকে 'মিস্টি' প্রকল্পের আওতায় আনার চিন্তাভাবনা

বক্সা-মানস ঘিরে পর্যটন পরিকল্পনা

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ারের বক্সা এবং অসমের মানস জাতীয় উদ্যান মিলিয়ে প্রায় ২০০০ একর জমি চিহ্নিত করে বিশ্বমানের ফরেস্ট ট্যুরিজম ডেস্টিনেশন গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে— শুক্রবার আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে এমনই ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। দুটি জাতীয় উদ্যানের মধ্যবর্তী এলাকায় পরিকাঠামোগত উন্নয়নও করা হবে। তবে জাতীয় উদ্যান এলাকায় বিশ্বমানের পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার এই পরিকল্পনা নিয়ে বিতর্কও শুরু হয়েছে। সরব হয়েছে একাধিক পরিবেশপ্রেমী সংগঠন। তাদের দাবি, একদিকে বাঘের আবাসস্থল ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের স্বার্থে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের বিভিন্ন এলাকা থেকে বসতি সরানোর উদ্যোগ চলছে। সেক্ষেত্রে দুটি বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা আসে কী করে? এমনটা হলে ব্যাঘ্র পুনর্বাসন প্রকল্প যেমন ধাক্কা খাবে, তেমনই পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হবে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, বক্সা-মানস সংলগ্ন এলাকায় বিশ্বমানের পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রীয় বনমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব ওই এলাকায় প্রায় ২০০০ একর জমি চিহ্নিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেইমতো জমি চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের তরফে একজন আধিকরিককেও পাঠানো হয়েছে।

এরপর আটের পাতায়

দরজা খুললেও এনক্লোজারে ঘুরল বাঘিনী

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২ অক্টোবর : জঙ্গলে বাঘ ছাড়ার জন্য রাজকীয় আয়োজন। উপস্থিত খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। তবে বারবার সিদ্ধান্ত বদল করায় নিজেরাই আটকে গেল বন দপ্তর। পরিকল্পনামতো সাফল্য পেল না বক্সায় বাঘিনী ছাড়ার অনুষ্ঠান। কার্যত অনেকটা ফোটোশুট হয়ে দাঁড়াল ২৫ মাইলের অনুষ্ঠান। বাঘিনীকে জঙ্গলে ছাড়া হল না। শুধু এনক্লোজারের দরজা খুলে দেওয়া হল। বাঘিনীও যেন বন দপ্তরের ওপর গোসা করে দিনভর এনক্লোজার থেকে বের হল না।

বন দপ্তরের পরিকল্পনা ছিল, বাঘিনীকে খাঁচায় তুলে পাশেই জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর খাঁচার দরজা খুলে দেওয়া হবে। রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ এই ঘোষণা করেছিলেন। বুধবার আলিপুরদুয়ার সার্কিট হাউসে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক শেষে বেরিয়ে এমনটাই জানিয়েছিলেন মন্ত্রী। তবে এদিন সেটা করা হয়নি।

বলা ভালো, বন দপ্তর ইচ্ছে থাকলেও করতে পারেনি। কারণ বাঘিনীর স্বাস্থ্য। বাঘিনীকে খাঁচায় ঢোকাতে হলে আগে ঘুমপাড়ানি গুলি করে অজ্ঞান করতে হত। সেটা করার ঝুঁকি নেয়নি বন দপ্তর। কারণ মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবারের মধ্যে ৪৮ ঘণ্টায় দু'বার ঘুমপাড়ানি গুলি করা হয়ে গিয়েছিল।

এরপর আটের পাতায়

ফসল রক্ষায় বন দপ্তরের পদক্ষেপ দাবি

বিদ্যুৎস্পর্শে হাতির মৃত্যু

অমিয়কুমার রায়

বেলাকোবা, ২ অক্টোবর : কয়েক দিন আগেই গজলডোবায় তিস্তায় ভেসে যাওয়া এক হাতির শাবককে উদ্ধার করে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ঘটনা সাড়া ফেলে দিয়েছিল বাংলায়। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও বন্যপ্রাণীটিকে উদ্ধার করায় মৎস্যজীবীদের কুর্নিশ জানিয়েছিল প্রত্যেকেই।

সেই খুশির আবহের মধ্যেই একটি পূর্ণবয়স্ক হাতির মৃত্যু ঘটল বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে। ফসল বাঁচাতে বৈদ্যুতিক তারের বেড়া দেওয়া হয়েছিল। বেলাকোবা রেঞ্জের বাতাসিভিটা বিটের নোধাবাড়ি নাসাপাড়া এলাকার এই ঘটনাও সাড়া ফেলে দিয়েছে, তবে অন্য অর্থে। যথারীতি অভিযুক্তরা পলাতক।

রাজগঞ্জের নোধাবাড়ি এলাকার একটি চা বাগানে শুক্রবার সাতসকালে হাতিটিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর ছড়াতে ঘটনাস্থলে ভিড় জমান স্থানীয়রা, চলে আসেন বেলাকোবা রেঞ্জের বনকর্মী ও আধিকারিকরা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকায় ক'দিন ধরে চারটি হাতির একটি দল ঘোরাফেরা করছিল। অভিযোগ, ধানের জমি বাঁচাতে স্থানীয় কৃষক ও চা বাগান মালিক শকুল রায় বৈদ্যুতিক সংযোগ এবং স্টিলের ব্লেডতার ব্যবহার করেছিলেন। ওই বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে হাতিটি মারা গিয়েছে বলে মনে করছেন বন আধিকারিকরা।

স্থানীয় বাসিন্দা শিবেশ রায় বলেন, 'ধান পাকার সময় এলেই আমরা দুশ্চিন্তায় থাকি, কখন হাতি এসে ফসল নষ্ট করে দিয়ে যায়!'

শ্যামল বর্মন জানান, ফসল বাঁচাতে এ ধরনের পদক্ষেপ করা উচিত হয়নি! মৃত হাতিটি দেখে কষ্ট হচ্ছে। কৃষকদের যাতে ফসল বাঁচে এবং হাতির যাতে ক্ষতি না হয়, তার জন্য বন দপ্তরের আরও সক্রিয় নজরদারি প্রয়োজন বলে মনে করছেন মৃত হাতি দেখতে আসা কমল সূত্রধর।

মৃত হাতিটিকে একটি আর্থমুভারের সাহায্যে ট্র্যাক্টরে তুলে ১৮ নম্বর বিজন ঘাটে নিয়ে গিয়ে সৎকার করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে ছিলেন বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডিএফও মোদি কুমার, এডিএফও রাজীব লামা ও দীপেন তামাং এবং বেলাকোবা রেঞ্জ অফিসার সমীরণ রাজ। তাঁদের উপস্থিতিতে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি করেছেন অনেকেই। তবে ঘটনার পর অভিযুক্তরা গা-ঢাকা দিয়েছে। বন দপ্তর সূত্রে খবর, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

এদিন মৃত হাতিটিকে দেখতে রাজগঞ্জের নোধাবাড়ি এলাকার একটি ওই চা বাগানে প্রচুর সংখ্যক মানুষ ভিড় করেন। বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে হাতিটির মৃত্যুতে প্রত্যেকে শোক প্রকাশ করেছেন। এদিকে হাতির হানা থেকে ফসল বাঁচাতে বৈদ্যুতিক তার দেওয়া প্রয়োজন বলে এলাকার কৃষকরা দাবি করেছেন। ফলে এই হাতিটির মৃত্যু যেন অনেকগুলো প্রশ্ন তুলে দিল।

'ঐরাবত' সংস্থার কর্ণধার ও পরিবেশপ্রেমী অভিযান সাহা বলেন, 'এর আগেও বৈদ্যুতিক শকে এই এলাকায় হাতির মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু কঠোর পদক্ষেপ করা হয়নি। বিচার যদি না হয়, তবে তা বন্যপ্রাণী আইনের ক্ষেত্রে কালো দাগ।' পরিবেশপ্রেমী অঙ্কুর দাস মনে করেন, বন দপ্তরের নজরদারির অভাব রয়েছে! ফসল রক্ষায় কৃষকদের স্বার্থে বন দপ্তরের বিকল্প পদক্ষেপ করা দরকার। এখন পরবর্তী ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা এড়াতে কী পদক্ষেপ করা হয়, সেদিকেই নজর রয়েছে।

রাজগঞ্জের নোধাবাড়ির একটি চা বাগানে হাতির নিথর দেহ। শুক্রবার।

- ফসল বাঁচাতে বৈদ্যুতিক তারের বেড়া দেওয়া হয়েছিল, সেই তারের সংস্পর্শে মৃত্যু হল পূর্ণবয়স্ক হাতির
- মৃত হাতিটিকে আর্থমুভারের সাহায্যে ১৮ নম্বর বিজন ঘাটে নিয়ে গিয়ে সৎকার করা হয়েছে
- অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি উঠেছে, তবে ঘটনার পর অনেকেই গা-ঢাকা দিয়েছেন

> এর আগেও বৈদ্যুতিক শকে এই এলাকায় হাতির মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু কঠোর পদক্ষেপ করা হয়নি। বিচার যদি না হয়, তবে তা বন্যপ্রাণী আইনের ক্ষেত্রে কালো দাগ।
>
> **অভিযান সাহা**
> পরিবেশপ্রেমী

সংশোধনাগারে শখ থেকে মৃৎশিল্পীর জন্ম

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ২ অক্টোবর : একসময় তিনি ছিলেন সংশোধনাগারের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি। তখন অবসর সময় কাটত মাটি দিয়ে নানা মডেল বানিয়ে। সেই মাটির কাজই যে একদিন তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে, সেকথা হয়তো তখনও ভাবেননি বুনিয়াদপুরের খুশিপুরের রাজু সরকার। আজ সেই রাজুই মৃৎশিল্পকে নেশা ও পেশা করে প্রতি বছর একের পর এক দুর্গাপ্রতিমা গড়ে চলেছেন। তাঁর তৈরি প্রতিমাতেই বছরের পর বছর দুর্গাপুজো হয়ে আসছে বালুরঘাট সংশোধনাগারে। এ বছর প্রথমবার রায়গঞ্জ সংশোধনাগারের দুর্গাপ্রতিমা তৈরির বরাতও পেয়েছেন তিনি।

বুনিয়াদপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের খুশিপুর এলাকার ৩১ বছরের রাজু ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার ফাঁকে লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা সহ বিভিন্ন প্রতিমা ও মাটির মডেল তৈরি করতেন। আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যেও পড়াশোনা চালিয়ে বিএ ও ডিএড পাশ করে একসময় টিউশনও পড়িয়েছেন। এরপর ২০১৭ সালে একটি ঘটনায় ৯০ দিনের জন্য বালুরঘাট সংশোধনাগারে থাকতে হয় রাজুকে। আর সেই সংশোধনাগারই হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনাস্থল। অবসর সময়ে মাটি দিয়ে বিভিন্ন মডেল তৈরি করতেন তিনি। দুর্গাপুজোর আগে স্বামী বিবেকানন্দের একটি মাটির মডেল তৈরি করে সংশোধনাগারের জেল সুপারকে উপহার দেন। রাজুর হাতের কাজ দেখে মুগ্ধ হন সুপার। সেই বছরই সংশোধনাগারের দুর্গাপ্রতিমা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁকে।

কর্তৃপক্ষের তরফে প্রতিমা তৈরির সমস্ত সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হয়। নিজের সমস্ত দক্ষতা উজাড় করে কাজে নেমে পড়েন রাজু। ধীরে ধীরে খড়, মাটি আর রঙের ছোঁয়ায় ফুটে উঠতে থাকে দেবী দুর্গার মাতৃরূপ। প্রতিমা তৈরির কাজ যখন মাঝপথে, তখনই জামিনে মুক্তি পান রাজু। কিন্তু অসমাপ্ত প্রতিমার কথা ভুলতে পারেননি। সেদিন রাতে বাড়িতে ফিরে পরদিন সকালেই ফের সংশোধনাগারে যান তিনি। কয়েকদিন সেখানে থেকে সিপাহিদের সহযোগিতায় প্রতিমার বাকি কাজ শেষ করেন। তারপর থেকেই সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে মৃৎশিল্পকেই জীবনের নেশা ও পেশা হিসেবে বেছে নেন রাজু। প্রতি বছর তাঁর তৈরি দুর্গাপ্রতিমায় বালুরঘাট সংশোধনাগারে পুজো হয়ে আসছে। এবার সেই কাজের পরিধি আরও বেড়েছে। বুনিয়াদপুরের খুশিপুরের বাড়িতেই তৈরি হচ্ছে বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ সংশোধনাগারের দুর্গাপ্রতিমা। মহালয়ার আগেই সেগুলি পাড়ি দেবে বালুরঘাট ও রায়গঞ্জের উদ্দেশে। এ বছর সব মিলিয়ে ১৬টি দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করছেন রাজু। স্ত্রী পূজা এবং এলাকার ছ'জন ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করছেন তিনি। পঞ্চমীর আগেই প্রতিটি প্রতিমা পুজো উদ্যোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে চলছে শেষমুহূর্তের ব্যস্ততা। রাজু বলেন, 'মাটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক এখন আর শুধু জীবিকা নয়— এ যেন জীবনেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।'

কাজে মগ্ন রাজু সরকার।

> মাটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক এখন আর শুধু জীবিকা নয়— এ যেন জীবনেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।
>
> রাজু সরকার মৃৎশিল্পী

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Online Tender for Repair & renovation work for conversion Bansraja Sub Center into SSK under Tufanganj-II Block in Coochbehar District vide Tender ref no : DHFWS/CBR/NIeT/CIV/26-27/02 2nd call, are hereby invited by the undersigned. For details please visit the website www.wbtenders.gov.in and www.coochbehar.nic.in and www.wbhealth.gov.in Any corrigendum will published in website only. Sd/- CMOH, Cooch Behar.
ICA-T18626(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Online Tender for Construction of toilet complex & grill fixing at CMOH office in Coochbehar District vide Tender ref no: DHFWS/CBR/NIeT/CIV/26-27/10, are hereby invited by the undersigned. For details please visit the website www.wbtenders.gov.in and www.coochbehar.nic.in and www.wbhealth.gov.in Any corrigendum will published in website only. Sd/- CMOH, Cooch Behar.
ICA-T18625(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Online Tender–CMOH/JPG-03 of 2026-2027, DHFWS/CW- 02 of 2026-27 and DHFWS/CW- 35 of 2025-26 are hereby invited for Supplying of Pulse Fogging Machines, Const. of Tin Roof Shed and for Supply of HBNC Kit for Dept. of H&FW, Jalpaiguri. For details visit at the office of the undersigned and www.tenders.wb.gov.in Sd/- CMOH, Jalpaiguri.
ICA-T18629(3)/2026

The office of undersigned invites Tender for E-NOTICE INVITING TENDER No.:- **WB-BLOCK-01 (2nd Call)/VB G-RAM G/PS/2026-27**, Dated :- 30.09.2026, Last Date of Bid submission is 12-10-2026 within 5:00 P.M. within office hours. For further details please contact the concerned office of the undersigned.
Sd/-
Block Dev. Officer
Maynaguri Dev. Block

কিডনি চাই

O+, A+ কিডনি চাই। বয়স 30-40 কোনও সহৃদয় ব্যক্তি দিতে চাইলে অতিসত্বর অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। M : 6289865515. (C/123994)

কর্মখালি

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থায় পার্ট টাইমে পরামর্শমূলক কাজের জন্য সিরিয়াস পুরুষ/মহিলা চাই। 9733170439. (K)

কোচবিহার স্বরাজ ট্র্যাক্টর শোরুমে সেলসম্যান প্রয়োজন। Location - কোচবিহার ১, সিতাই, শীতলখুচী। Contact No - 8348688968. (C/123715)

Law firm required Marketing officer for Alipurduar, Siliguri, Malda, Chopra,Islampur, Beharampore, Drop CV-uucpl.hr@gmail.com, ph-9230976044. (C/123593)

WALK-IN INTERVIEW

KNS Multi Speciality Hospital, Sheohar (Bihar). We are expanding our team & inviting exp. professionals for Walk-in interviews. Open Positions : Doctors (MBBS/MD/MS), Female Nurses, Lab Technician, OT Technician, Radiology Technician, Orthopaedic Technician, Receptionist, Accountant & Mess Cook. Date : October 5, 2026 Timing : 10:00 AM to 02:00 PM Venue : Royal Sarovar Portico, 3rd Mile, Sevoke Rd., Siliguri, West Bengal 734008 Perks : Free accommodation & fooding provided. Instant offer letters on selection. Call : 7690037822 Email : knsmultispecialityhospital@gmail.com, Website : knsmultispecialityhospital.com (C/123595)

অ্যাফিডেভিট

আমি Chhanda Roy পিতা জয়দেব রায় Chatrarpar, Boul Bari, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি আমার জন্ম Certificate-এ নাম ভুল থাকায় গত 30.9.26 তারিখে জলপাইগুড়ি 1st Class Judicial ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট [নং 28822 (A)] বলে Chhanda Roy ও Keya Ray একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল। (S/C)

আমি Sri Sirajul Islam - আমার কন্যা Salina Pervin-এর আধার কার্ডে Selina Pervin থাকায় গত ইংরাজি 21-7-26 তারিখে জলপাইগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Selina Pervin থেকে Salina Pervin বলে পরিচিত হইল। Salina Pervin ও Selina Pervin উভয়ই এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। পূর্ব মাগুর মারী, ধূপগুড়ি। (A/B)

Azadi Ka Amrit Mahotsav
সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
Central Bank of India
"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
আঞ্চলিক কার্যালয় : কোচবিহার

আরও/ সিওবি/ আরইসিভি/ ২০২৬-২৭/ ২৩৬ তারিখ-০১/১০/২০২৬

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুবিধি ৮(৬) দ্বারা পঠিত সারফাইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়...

সম্পত্তি-২ এর বর্ণনা (স্থাবর)

উপরোক্ত সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষিত অর্থমূল্য নিম্নে উল্লেখ করা হল :-

ই-অকশনের তারিখ ও সময়	সংরক্ষিত অর্থমূল্য	ইএমডি অর্থমূল্য	দর বৃদ্ধির পরিমাপ
০৪.১১.২০২৬, সময়- সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা সঙ্গে ১০ মিনিটের স্বয়ংক্রিয় সময় বৃদ্ধি।	টা: ১,৭১,৪০,৫০০/- (টাকা এক কোটি একাত্তর লক্ষ চল্লিশ হাজার পাঁচশো মাত্র)	টা: ১৭,৪০,০০০/- (টাকা সতেরো লক্ষ চল্লিশ হাজার মাত্র)	টা: ২,০০,০০০/-

অনুমোদিত আধিকারিক
সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
তারিখ : ০১.১০.২০২৬

পুজোয় জঙ্গলে কুনকি, স্নিফার ডগে নজরদারি

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২ অক্টোবর : বন ও বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুজোর সময় জলপাইগুড়ির বিভিন্ন জঙ্গলে ২৪ ঘণ্টা কড়া নজরদারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন দপ্তর। উৎসবের দিনগুলিতে নজরদারিতে যাতে কোনও ফাঁক না থাকে, সেজন্য বনকর্মীদের পাশাপাশি যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নিয়ে ছোট ছোট দল তৈরি করা হয়েছে। গরুমারা, মোরাঘাট, লাটাগুড়ি, ডায়না সহ বিভিন্ন জঙ্গলে এই দলগুলি দিনরাত টহল দেবে। জঙ্গলের দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায় নজরদারির জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে প্রশিক্ষিত কুনকি হাতি ও স্নিফার ডগ। পাশাপাশি ড্রোন ক্যামেরার সাহায্যেও জঙ্গলের বিভিন্ন প্রান্তে নজর রাখা হচ্ছে।

উৎসবের মরশুমে পর্যটকদের ভিড় বাড়ার পাশাপাশি নজরদারি শিথিল হলে দুষ্কৃতীরা সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছে বন দপ্তর। জঙ্গলে বন্যপ্রাণী শিকার থেকে গাছ কাটার মতো অপরাধের আশঙ্কাও থাকে এই সময়ে। কয়েক বছর আগে গরুমারায় গন্ডার শিকারের ঘটনা সামনে আসার পর থেকেই বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ সতর্ক বন দপ্তর। তাই এবার পুজোয় কোনও ধরনের ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে না। জলপাইগুড়ি বন বিভাগের অন্তর্গত আটটি রেঞ্জেই বিশেষ নজরদারি রাখা হচ্ছে। যে কারণে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বনকর্মীদের ছুটিও বাতিল করেছে বন দপ্তর।

জঙ্গল পাহারার পাশাপাশি জঙ্গল লাগোয়া নদীপথগুলিতেও এখন নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। মোরাঘাট, লাটাগুড়ি, ডায়না সহ বিভিন্ন জঙ্গলের পাশে নদী থাকায়, ওই পথ দিয়েও যাতে দুষ্কৃতীরা জঙ্গলে ঢুকতে বা বন্যপ্রাণী পাচার করতে না পারে, সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের সাউথ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার ধ্রুবজ্যোতি দে বলেন, 'বছরের প্রত্যেক দিন রাতে জঙ্গলে নজরদারি চলে। পুজোর মরশুমে সেই নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। দিনেরবেলাতেও বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। প্রত্যন্ত এলাকায় ড্রোন দিয়ে যেমন নজরদারি চালানো হচ্ছে, তেমনই গরুমারার স্নিফার ডগ দিয়েও নজরদারি চালানো হচ্ছে। কালীপুজো পর্যন্ত এই বিশেষ ব্যবস্থা চলবে।'

তবে শুধু জঙ্গলের ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকছে না বন দপ্তরের নজরদারি। জঙ্গল লাগোয়া রিসর্টগুলিতেও কোনও দুষ্কৃতী আশ্রয় নিচ্ছে কি না, তার খোঁজ রাখা হচ্ছে। পর্যটকদের আসা-যাওয়ার তথ্য এবং পরিচয়পত্র যাচাই করা হচ্ছে। রিসর্টগুলিকে ব্যবহার করে কোনও অপরাধী যাতে জঙ্গলে ঢুকতে না পারে, তার জন্যই এই ব্যবস্থা। জলপাইগুড়ি বন বিভাগের এডিএফও জয়ন্ত মণ্ডল বলছেন, 'বন ও বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তায় কোনও খামতি রাখা হবে না। পুজোর সময় পরিস্থিতির দিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।' পরিবেশপ্রেমীদের অবশ্য দাবি, শুধু উৎসবের সময় নয়, সারা বছরই জঙ্গলে এ ধরনের নজরদারি প্রয়োজন। ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায় বলেন, 'শুধু পুজোর সময়ে নয়, সারা বছর বনের নিরাপত্তার জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা প্রয়োজন।'

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে মাল্টি-ফাংশনাল কমপ্লেক্স, এমার্জেন্সি মেডিক্যাল রুম, মেডিক্যাল স্টোর, স্যার্লি পরিষেবা, মোবাইল ও অ্যাক্সেসরিজ কিয়স্ক, রিটেল স্টোর, মিনি মার্ট, বিজ্ঞাপন বোর্ড (ওওএইচ) এবং এটিএম-এর জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন।

... (৩) বিজ্ঞাপন বোর্ড (ওওএইচ) - অকশন ক্যাটালগ নং: এডিভিটি-এমএলডিটি-২৩-৩। অকশন শুরু : ১৪.১০.২০২৬, সকাল ১০.৩০। ... (৪) এটিএম - অকশন ক্যাটালগ নং: এটিএম-এমজেডসি-২৬-১। অকশন শুরু : ১৪.১০.২০২৬, সকাল ১১টা। ... বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(MLD-212/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in -এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

হান্ড্রেড পার্সেন্ট লভ সন্ধে ৭.৫০ জি বাংলা সোনার

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.৩০ অপরাধী, দুপুর ১.১৫ ভালোবাসা ভালোবাসা, বিকেল ৫.০০ নায়ক-দ্য রিয়াল হিরো, রাত ৯.৩০ দুজনে

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.৩০ রক্তবীজ, ১০.৩০ পাগলু-টু, দুপুর ১.৪৫ রাখী পূর্ণিমা, বিকেল ৪.৪৫ লভ এক্সপ্রেস, রাত ৯.৩০ হিরো

জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৫৫ বাবা লোকনাথ, দুপুর ১২.০০ দোলন চাঁপা, ২.২৫ প্রতিশোধ, বিকেল ৫.০০ এক চিলতে সিঁদুর, সন্ধে ৭.৫০ হান্ড্রেড পার্সেন্ট লভ, রাত ১১.০০ দামু

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ফেরারী ফৌজ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জীবন তৃষ্ণা

স্টার গোল্ড : সকাল ৯.৪৪ সন অফ সর্দার, দুপুর ১২.৩৮ স্ত্রী-টু, বিকেল ৩.২৯ কভি খুশি কভি গম, সন্ধে ৭.৫০ চেন্নাই এক্সপ্রেস, রাত ১০.৫৮ রজনী দ্য জেলার

স্টার গোল্ড রোমান্স : সকাল ১০.৪০ পেয়ার তো হোনা হি থানা, দুপুর ১.১০ দিলওয়ালে, বিকেল ৪.৩০ হাউসফুল-টু, সন্ধে ৭.৫৫ ম্যায় হুঁ না, রাত ১১.৩৩ ব্লাডি ইশক

রজনী দ্য জেলার রাত ১০.৫৮ স্টার গোল্ড

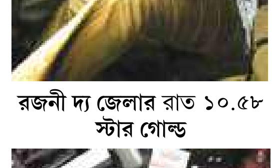

আমার সময় অনুষ্ঠানে 'রেডিও ম্যান'-কে নিয়ে বিশেষ পর্ব সন্ধে ৬.৩০ ডিডি বাংলা

সনস অফ এনকাই রাত ১০.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : স্বাভাবিক ব্যবহার বজায় রাখুন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কমবে। কোমর ও হাঁটুর ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। বৃষ : বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। কাউকে টাকা ধার দিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি। মিথুন : অর্থ নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। কর্কট : আপনার উদারতায় আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে সুস্থ করে মানসিক তৃপ্তি। সিংহ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। দুস্থ কোনও পরিবারকে সাহায্য করতে পেরে মানসিক শান্তি পাবেন। কন্যা : পুরোনো কোনও রোগ নিয়ে অহেতুক চিন্তা ত্যাগ করুন। ব্যবসায় বাড়তি লগ্নিতে সুফল পাবেন। তুলা : প্রায় বিনা কারণেই কর্মক্ষেত্রে অপদস্থ হতে পারেন। ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা কাটবে। দাম্পত্যে শান্তি। বৃশ্চিক : নিজের সৃজনমূলক কাজকে পেশা বানানোর সিদ্ধান্ত। বাড়তি বিনিয়োগে তেমন ফল মিলবে না। ধনু : স্ত্রীর দ্বারা উপকৃত হবেন। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অশান্তি। মকর : পেশার পরিবর্তনের চিন্তা আসবে। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। কুম্ভ : আপনার সিদ্ধান্তের ওপর সাফল্য নির্ভর করছে। প্রেমের সমস্যা কেটে যাবে। মীন : সহকর্মীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুন। দূরের কোনও প্রিয়জনের সুসংবাদে স্বস্তি মিলবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৫ আশ্বিন, ১৪৩৩, ভাঃ ১১ আশ্বিন, ৩ অক্টোবর ২০২৬, ১৫ আহিন, সংবৎ ৭ আশ্বিন বদি, ২১ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩২, অঃ ৫।২১। শনিবার, সপ্তমী দিবা ৯।৫৫। আর্দ্রানক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।৫। বরীয়ানযোগ রাত্রি ৬।৫৩। ববকরণ দিবা ৯।৫৫ গতে বালবকরণ রাত্রি ৮।৪২ গতে কৌলবকরণ। জন্মে-মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, শেষরাত্রি ৪।৫ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, দিবা ৯।৫৫ গতে একপাদদোষ, শেষরাত্রি ৪।৫ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী-বায়ুকোণে, দিবা ৯।৫৫ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৬।৫১ মধ্যে ও ১২।৫৫ গতে ২।২৪ মধ্যে ও ৩।৫৩ গতে ৫।২১ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৫৩ মধ্যে ও ৪।১ গতে ৫।৩৩ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৯।৫৫ গতে মাসদগ্ধা ও প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। দিবা ৯।৫৫ গতে জিতাষ্টমীব্রত। প্রদোষে সন্ধ্যা ৫।২১ গতে রাত্রি ৬।৫৭ মধ্যে শ্রীশ্রীজীমূতবাহন পুজো। শ্রীশ্রী মা মাতঙ্গী দেবীর আবির্ভাব। অমৃতযোগ-দিবা ৬।২৪ মধ্যে ও ৭।৯ গতে ৯।২৭ মধ্যে ও ১১।৪৫ গতে ২।৪৮ মধ্যে ও ৩।৩৪ গতে ৫।২১ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৩৭ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-রাত্রি ২।১৭ গতে ৩।৭ মধ্যে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭১,৯০৯.৭০ (-৫৭০.৫৯)
নিফটি : ২২,৪২১.৯৫ (-১৯৮.৫০)

শিলিগুড়ি ১৫ আশ্বিন ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 3 October 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 137

আপনি প্রকৃত বীর, স্মিতকে বললেন নমো ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩১° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন

‘অসমাপ্ত কাজ’ শেষ করার পরিকল্পনায় গিল ১১

বিনা যুদ্ধে ব্রাজিলকে জমি দিতে নারাজ ভারত

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ অক্টোবর : এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে খালিদ জামিল। মঞ্চ ছেড়ে যাওয়ার সময়ে পরিচয় করাতেই তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন কার্লো আন্সেলোত্তি। হয়তো বা খালিদের কোচিং জীবনের সেরা মুহূর্ত হয়ে থাকল ওই সময়টুকু।

তবে ওটুকুই। খালিদ বাড়তি আবেগ দেখানোর লোক নন। বা সাহেব দেখলে বাড়তি আদিখ্যেতা দেখানোরও অভ্যাস তাঁর নেই। বরং তিনি পারুন বা নাই পারুন, লড়াইটা চালিয়ে যেতে চান সবসময়। তাই এদিনও বলে গেলেন, ‘প্রচণ্ড চাপ আছে আমাদের কিন্তু তবু ছেলেরা যে নিজেদের উজাড় করে দেবে, সেই বিশ্বাসটাও আছে।’ তিনি নিজে হালকা চালে থেকে হয়তো চাপ কমানোর চেষ্টা করছেন আনোয়ার আলিদের মাথার উপর থেকে। তাঁর ছেলেদের ব্রাজিলের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে ঠিকঠাক ঘুম হচ্ছে কি না এমন প্রশ্ন শুনে নিজস্ব ভঙ্গিতে রসিকতা, ‘কি বললেন, ছেলেরা রাতে ঘুমোচ্ছে কি না? ঘুমটা খুব জরুরি ফুটবলারদের জন্য।’ মার্কুইনোস ও কার্লো আন্সেলোত্তির সাংবাদিক সম্মেলন করে যতটা আরাম পেলেন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা, খালিদকে প্রশ্নত্তোর করে চিরকালের মতোই খানিক বিরক্ত, খানিক মজা। দর্শকরা আবার যেমন উদাসীন এই ম্যাচটা সম্পর্কে।

এরপর আটের পাতায়

জয় হো

৪৪ বছর পর।। চিনকে ১-০ গোলে হারিয়ে ৪৪ বছর পর এশিয়ান গেমসে মহিলাদের হকিতে সোনা জিতল ভারত। ১৯৮২ সালের পর প্রথমবার এশিয়াডে সোনার পদক গলায় ঝুলিয়ে ২০২৮ সালের অলিম্পিকে নামারও ছাড়পত্র পেয়ে গেল প্রমীলাবাহিনী। ১০ মিনিটে লালরেমসিয়ামির বিদ্যুৎ গতির রিভার্স হিট ভারতকে ১-০ গোলে এগিয়ে দেয়। তবে ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট ২৩ মিনিটে সবিতা পুনিয়ার চিনের পেনাল্টি স্ট্রোক সেভ।

পুলিশের নিগ্রহে উত্তাল দিল্লি

গান্ধি জয়ন্তীতে হিংসার পথ

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ২ অক্টোবর : গান্ধিজির জন্মদিনে মুম্বই পুলিশ সংযম দেখালেও উলটো পথে হাঁটল দিল্লির পুলিশ। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ এবং অপসারণের দাবিতে আন্দোলনকারীদের টেনেহিঁচড়ে যন্তরমন্তর থেকে নিয়ে যাওয়া হল। বিভিন্ন দল, ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি রেহাই মিলল না দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অতিশীরও। প্রায় পাঁজাকোলা করে পুলিশ তুলে নিয়ে যায় তাঁকে।

এদিনের পর আন্দোলনের তীব্রতা যে আরও বাড়বে, রাতে সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ না করলে সারা ভারতে থেকে আরশোলারা মিছিল করে দিল্লি পৌঁছাবে এবং ১০ অক্টোবর তারা প্রতিবাদে সামিল হবে। পুলিশ যদি আটকে দেওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে যেখানে আটকানো হবে সেখানেই যন্তরমন্তর তৈরি হয়ে যাবে।

আন্দোলন মোকাবিলায় দিল্লি পুলিশ জাতির জনকের জন্মদিনে প্রথম থেকেই ছিল রণংদেহি মূর্তিতে। যন্তরমন্তরে বিক্ষোভের অনুমতি না দেওয়ায় ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তা, ব্যারিকেড উপেক্ষা করেই বিক্ষোভকারীরা এগোতে শুরু করলে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ব্যারিকেড টপকে বিক্ষোভকারীরা এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়, শুরু হয় ধরপাকড়।

তুলনায় মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে ককরোচ জনতা পার্টির জেল ভরো কর্মসূচি ছিল অনেকটা শান্তিপূর্ণ। প্রতিবাদীদের গ্রেপ্তার করার জন্য

এরপর আটের পাতায়

জেন আলফার সঙ্গে খোশমেজাজে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। (নীচে) জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণের দাবিতে আন্দোলনরত জেন জেড-কে সরিয়ে দিচ্ছে পুলিশ। নয়াদিল্লিতে শুক্রবার।

ঠাঁই নেই বিশেষ সংশোধনাগারে

২৯১ বন্দির জায়গায় ৭০০

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : আগের পরিকাঠামোর কিছুটা অদলবদল ঘটিয়ে বর্তমানে ২৯১ জনের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আজকাল অপরাধমূলক কাজকর্ম বেড়ে চলায় অভিযুক্তদের সংখ্যাও অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। আর তার জেরে ২৯১ জনের জায়গায় ৭০০ জনকে রাখা হচ্ছে। সংখ্যাটি হেলাফেলা করার মতো মোটেও নয়। ধারণক্ষমতার প্রায় আড়াইগুণ বেশি লোক থাকায় ‘গাদাগাদি’ শব্দটাও যেন অনায়াসে হার মানতে বসেছে। প্রচণ্ড শারীরিক অস্বস্তি তো আছেই, মানসিক অস্বস্তিও সমানে বেড়ে চলেছে। শিলিগুড়ি বিশেষ সংশোধনাগারের ছবি। কবে এই সমস্যা মিটবে তা এখানে থাকা বিচারাধীন বন্দিদের জানা নেই।

সংখ্যা ৭০০ পার হলে কর্তৃপক্ষ এই বন্দিদের অনেককে বাধ্য হয়ে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও চাঁচল সংশোধনাগারে পাঠাচ্ছে। আর তার জেরে এই বন্দিদের পরিবারের সদস্যরা তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে সমস্যায় পড়ছেন। সমস্যার এখানেই শেষ নয়। প্রায় ৩০০ জনের থাকার উপযোগী এই সংশোধনাগারে যে ক'টি শৌচালয় রয়েছে, ৭০০ জনের শৌচকর্ম সামাল দেওয়ার জন্য সেগুলি মোটেও পর্যাপ্ত নয়। ফলে দিনভর এখানে প্রচণ্ড ভোগান্তির একশেষ। একজন ভিতরে থাকলে, বাইরে ভিড় পড়ে যায়। প্রয়োজনীয় সাফাইয়ের জন্য পর্যাপ্ত সময়ও অনেক সময় মেলে না। এর জেরে সংক্রমণের আশঙ্কাও ছড়িয়েছে।

- শিলিগুড়ি সংশোধনাগারে ধারণক্ষমতার তুলনায় প্রায় আড়াইগুণ বেশি বিচারাধীন বন্দি থাকছেন
- শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি অনেকেরই মানসিক সমস্যা হচ্ছে
- সমস্যার বিষয়ে কর্তৃপক্ষ উদ্বেগে, বিষয়টি স্বরাষ্ট্রসচিবের নজরে আনা হয়েছে

শিলিগুড়ি বিশেষ সংশোধনাগারের এক আধিকারিক বলেন, ‘এখানে যতজনকে রাখার পরিকাঠামো রয়েছে তার প্রায় আড়াইগুণ বেশি বন্দিকে রাখতে হচ্ছে। সেই কারণে যেই সংশোধনাগারে বন্দির সংখ্যা কম,

এরপর আটের পাতায়

শেষবেলায়।। *বালুরঘাটের আত্রেয়ী নদীতে ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ দাস।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

দুর্ঘটনার বলি

খড়িবাড়ি, ২ অক্টোবর : শুক্রবার বাইক ও টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক টোটোচালকের। খড়িবাড়ির চেকরমারিতে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম মংলা মুর্মু (৬০)। তিনি বিহারের চানাবাড়ির বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে খবর, সকালে মংলা টোটো নিয়ে বিহার থেকে খড়িবাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন।

চেকরমারি এলাকায় উলটো দিক থেকে আসা একটি বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষে রাস্তায় পড়ে যান মংলা। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে বলে মৃত ঘোষণা করেন। স্থানীয়দের দাবি, বাইকটিতে তিনজন আরোহী ছিলেন। দুর্ঘটনার পর তাঁরা বাইক নিয়ে বিহারের দিকে পালিয়ে যান। পুলিশ বাইক ও আরোহীদের খোঁজ শুরু করেছে। শনিবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হবে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে খড়িবাড়ি পুলিশ।

ট্র্যাক্টর আটক

খড়িবাড়ি, ২ অক্টোবর : বুন নদী থেকে অবৈধভাবে বিহারে বালি পাচারের আগে আটক ট্র্যাক্টর-ট্রলি। শুক্রবার বিকেলে কেশরডোবা এলাকার ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি ট্র্যাক্টর-ট্রলি আটক করে পুলিশ। বুন নদীতে বালি তোলার লিজ না থাকলেও রমরমিয়ে চলছিল অবৈধভাবে বালি ও চরের মাটি পাচার। এর পেছনে বড় মাফিয়াচক্র জড়িত বলে খবর পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। তবে কাউকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। তাদের খোঁজ করছে পুলিশ।

১০ কোটি টাকা তোলা দাবি

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : এক ব্যবসায়ীর কাছে দশ কোটি টাকা তোলা চাওয়ার অভিযোগ উঠল আরও এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। মাটিগাড়ার একটি উপনগরীর বাসিন্দা গঙ্গাধর আগরওয়াল লিখিত অভিযোগে পুলিশকে জানান, ১৪ সেপ্টেম্বর প্রদীপ বনসল তাঁর কাছে দশ কোটি টাকা তোলা দাবি করে। পরের দিন তিনজন বাউন্সারকে নিয়ে তাঁর আবাসনের সামনে গিয়েও প্রদীপ হুমকি দেয় বলে গঙ্গাধরের অভিযোগ। যা নিয়ে মাটিগাড়ার উত্তরায়ণ ফাঁড়িতে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। তবে প্রদীপের দাবি, 'গোটা বিষয়টি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ফাঁসানোর জন্য করা হয়েছে।' ঘটনার প্রেক্ষিতে শিলিগুড়ি থানাতে তিনি পালটা গঙ্গাধরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

প্রতিবাদ

খড়িবাড়ি, ২ অক্টোবর : তিন দফা দাবিতে শুক্রবার খড়িবাড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে স্মারকলিপি দিল এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা ভারত মোটরভ্যানচালক ইউনিয়ন। এদিন দুপুরে সংগঠনের তরফে একটি মিছিল খড়িবাড়ি বাজার পরিক্রমা করে থানার সামনে এসে বিক্ষোভ দেখায়। পরে প্রতিনিধিদল স্মারকলিপি জমা দেয়।

পুলিশ ও ট্রাফিক দপ্তরের বিরুদ্ধে অকারণে হয়রানির অভিযোগ তোলা হয়েছে সংগঠনের তরফে। রাজ্য সড়কে চলাচলে বাধা দূর করা এবং চালকদের লাইসেন্স সহ সামাজিক সুরক্ষার দাবি জানানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : নাবালিকাকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা বিজয় রায়। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ করেছে নাবালিকার পরিবার। বৃহস্পতিবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালত শুক্রবার ১৪ দিন জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

মাকে গলা টিপে 'খুন' ছেলের

নেপথ্যে কি টাকা সংক্রান্ত ঝামেলা?

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : শুক্রবার সাতসকালে দরজা খুলে এক ছুটে বেরিয়ে এল বছর আটেকের শিশু। চোখমুখ থমথমে। প্রতিবেশী শান্তি মুন্ডার কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'মা-কে দাদা মেরে ফেলেছে।'

কথাটি শোনামাত্র শান্তির মতো হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন অন্য প্রতিবেশীরাও। ঘরের ভেতর সবাই উঁকি দিতেই তাঁরা শিউরে ওঠেন। কবিতা মুন্ডার দাবি, মেঝেতে নগ্ন অবস্থায় পড়েছিলেন বছর পঁয়তাল্লিশের তরুণী সীতা ভুঁইয়া। পাশে একটি গদিতে ঘুমিয়ে মেজো ছেলে করণ ভুঁইয়া। ছোট ছেলেটি দাদা করণের দিকে আঙুল তুলতেই তাকে পালানোর কোনও সুযোগ দেননি শান্তি-কবিতারা।

অভিযুক্তের হাত-পা বেঁধে বেধড়ক মারধর করা হয়। তারপর খবর দেওয়া হয় মাটিগাড়া থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সীতার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পাশাপাশি আটক করা হয় করণকে। এরপর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে মাকে খুন করার কথা স্বীকার করে নেন অভিযুক্ত। সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আদালতে তোলা হবে শনিবার।

সম্পর্কে সীতার মামাতো বোন নিকিতা ভুঁইয়া ও প্রতিবেশীদের একাংশের অভিযোগ, 'বৃহস্পতিবার রাতে করণ একা বাড়িতে ঢোকেনি। সঙ্গে আরও দুজন ছিল। তিনজন মিলে প্রথমে সীতার ছোট ছেলেকে বিছানায় বেঁধে ফেলে। এরপর ওর সামনেই মাকে তিনজন মেরে ফেলে।'

তবে, উদ্ধারের সময় দেহ নগ্ন অবস্থায় ছিল কেন, সেই প্রশ্ন উঠছে। এদিকে, ঘটনার সাক্ষী বলে নিজেকে দাবি করা কিশোর তিনজনের সম্ভাব্য শারীরিক গঠন বলেছে। সেইমতো শুভম বলে একটি নাম চর্চায় এসেছে।

যদিও পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'আমাদের কাছে এধরণের অভিযোগ এসেছিল। তবে চিকিৎসক জানিয়েছেন, শারিরীক নির্যাতনের মতো কোনও ঘটনা ঘটেনি। তাছাড়া, বৃহস্পতিবার রাতে

- 'মা-কে দাদা মেরে ফেলেছে', প্রতিবেশীর কাছে শিশুর কান্না
- মেজো ছেলে সহ তিনজন মিলে সীতাকে খুনের অভিযোগ আত্মীয়দের
- দেড় মাস ধরে নিখোঁজ সীতার বড় ছেলে ও মামাতো বোনের ছেলে
- মাঝেমধ্যেই মদ্যপ অবস্থায় করণ বাড়িতে এসে ঝামেলা করত, অভিযোগ
- আট বছরের শিশুর অভিযোগে মেজো ছেলে করণ গ্রেপ্তার

ওই বাড়িতে বাইরের কেউ থাকার প্রমাণ এখনও পাইনি। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর কেউ জড়িয়ে থাকলে তাদেরও পাকড়াও করব। স্থানীয়, প্রতিবেশীরা বিভিন্ন অভিযোগ তুলেছেন। সবটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

সীতার আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, শালবাড়িতে শুভম নামে ওই তরুণের কারখানায় কাজ করতেন করণ। ঠিক কী কারণে মেজো ছেলে নিজের মাকে মারলেন, তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। টাকাপয়সা সংক্রান্ত ঝামেলা নেপথ্যে রয়েছে বলে প্রাথমিক ধারণা তদন্তকারীদের।

দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে শুভম আর করণের সঙ্গে সীতার ঝামেলা চলছিল বলে পরিবার সূত্রে খবর। নিকিতার কথায়, 'করণের সঙ্গে আমার ছেলে সুশীল আর সীতার বড় ছেলে বীরু শুভমের কারখানায় কাজ করত। করণ সারাদিন সুশীলের কারখানাতেই থাকে। মাসদেড়েক আগে এক রাতে শুভম, করণ এসে কাজের কথা বলে সুশীল ও বীরুকে নিয়ে যায়। তারপর থেকে এখনও অবধি ওরা ফিরে আসেনি। করণদের জিজ্ঞেস করলেই বলত, চুরি করে পালিয়ে গিয়েছে দুজন। খুঁজে বের করার জন্য আমাদের ওপর পালটা চাপ দিত।' চুরির কথা শুনে পুলিশি ঝামেলা এড়াতেই নাকি নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়নি, দাবি নিকিতার। প্রতিবেশী নিতা কুজুরের অভিযোগ, 'মাঝেমধ্যেই মদ্যপ অবস্থায় করণ বাড়িতে এসে ঝামেলা করত।'

আর্থিক স্বচ্ছলতা নেই। সীতার পরিবার বলতে এই তিন সন্তান। বছরপাঁচেক আগে স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলেদের আগলে নতুন করে জীবন শুরুর স্বপ্ন দেখেছিলেন সীতা। এখন বাড়িজুড়ে শুধুই নিস্তব্ধতা। অগোছালভাবে গদিতে ছড়িয়ে জামাকাপড়। পাশেই সীতার একজোড়া চটি রাখা।

দশদিন ধরে সংঘের মহা অভিযান

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : শতবর্ষে দাঁড়িয়ে এক অভূতপূর্ব সাংগঠনিক সংকল্পে রাজপথে নামছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)। একশো বছর পূর্তির মাহেন্দ্রক্ষণে বাংলায় সংঘের প্রভাব ও পরিধি এক ধাক্কায় বহুগুণ বাড়িয়ে নিতে শুরু হয়েছে বিশেষ দশদিনের মহা অভিযান। এই অভিযানের প্রধান লক্ষ্য- প্রত্যেক স্বয়ংসেবককে টানা ১০ দিন শাখায় নিয়ে আসা। সেইসঙ্গে দায়িত্ব নিয়ে শাখা চালু করা এবং সেই শাখায় অন্তত একজন মুখ্য শিক্ষক তৈরি করা। তাছাড়া বন্ধ থাকা পুরোনো শাখাগুলিকে ফের প্রাণবন্ত করে তোলা থেকে শুরু করে পাড়ায় পাড়ায় নতুন শাখার বিস্তার করা। রাজ্যজুড়ে এখন সংঘকর্তাদের দিনরাতের একটাই লক্ষ্য, সংগঠনের শক্তিকে শিখরে নিয়ে যাওয়া।

উত্তরবঙ্গের সংঘের এক নেতা বলেন, টানা ১০ দিন শাখায় যাওয়ার কর্মসূচি শুরু হয়েছে। প্রচুর স্বয়ংসেবক শাখায় যাচ্ছেন। শাখার আশপাশের এলাকায় রাত কাটানো (প্রবাস) থেকে ১০ দিনের মহা অভিযানে উৎসাহ দেবেন নতুন প্রজন্মকে।

সংঘ সূত্রে খবর, কর্মসূচির ১০ দিন প্রত্যেক স্বয়ংসেবককে প্রতিদিন নিয়ম করে শাখায় হাজির থাকার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অলিন্দ থেকে শুধু নির্দেশ পাঠিয়েই দায়িত্ব শেষ করছেন না কর্তারা। যে এলাকায় শাখা শুরু হচ্ছে, সেখানেই 'প্রবাস' অর্থাৎ দিনরাত পড়ে থেকে স্থানীয় নেতৃত্বকে গাইড করছেন সংঘের শীর্ষকর্তারা। প্রতিটি খণ্ড বা মণ্ডলে অন্তত ১০টির বেশি নতুন ও পুনরুজ্জীবিত শাখা যাতে নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে চলে, তা সুনিশ্চিত করা হচ্ছে।

এই ১০ দিনের ঝোড়ো প্রচার ও সাংগঠনিক অভিযানের স্টেজ শো হতে চলেছে দেবীপক্ষের সূচনা অর্থাৎ মহালয়ার দিন। ওইদিন রাজ্যজুড়ে একযোগে বের হবে সংঘের ঐতিহ্যবাহী 'পথ সঞ্চালন' (রুট মার্চ)। উত্তরবঙ্গের সাংগঠনিক প্রাণকেন্দ্র শিলিগুড়ি শহরজুড়ে একাধিক পথ সঞ্চালনে বিশাল শোভাযাত্রা বের করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মহকুমা এলাকায় প্রত্যেক খণ্ডে এই রুটমার্চের প্রস্তুতি চলছে। এছাড়া জেলাগুলিতে অঞ্চলভিত্তিক মিছিলের প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত।

সংঘের অভিজ্ঞ মহলের মতে, শতবর্ষের এই সুপরিকল্পিত অভিযানে বাংলা সংঘ পরিবারে এক অভূতপূর্ব জোয়ার আসতে চলেছে।

শিলিগুড়িতে মহালয়ায় 'স্টেজ শো'

হাজার হাজার নতুন মুখ যুক্ত হচ্ছেন এই প্রাক-শতবর্ষী কর্মযজ্ঞে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে এই ১০ দিনের কর্মসূচির সুবাদে শাখা বৃদ্ধির সংখ্যাটা এক লাফে কয়েকগুণ বাড়তে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা।

শুধু উত্তরবঙ্গে রাজ্যে পালাবদলের আগে পাঁচ শতাধিক শাখা চলত। বর্তমানে তা বেড়ে প্রায় ১১০০টি শাখা চলছে। এই কর্মসূচিতে সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই মত সংঘকর্তাদের।

মহালয়ার শুভ লগ্নে রাজপথে খাকি পোশাকে অনুশাসিত পথ সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে যেমন শতবর্ষের উদযাপনে গতি আসবে, তেমনই বাংলার আনাচ-কানাচে নিজেদের ভিত্তি যে কতটা শক্তিশালী, তা যাচাই করে নিতে পারবে সংঘ নেতৃত্ব।

পুজো আসার আগে গ্রাম-শহরের বাতাসে বদলে যায় গন্ধ, রং, শব্দ। নতুন জামার টান, কাশফুলের দোলা, ঢাকের অপেক্ষা- সব মিলিয়ে উৎসবের সেই চেনা ডাক। সেই ডাকের নামই 'আগমনী'

আগমনী

তুলির টানে পুজোর সাজ

পুজো বিশ্বকর্মা

তমালিকা দে ও প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : মাটির সরায় তখনও শুকোয়নি সাদা রং। এক হাতে তুলি, অন্য হাতে রঙের কৌটো। কেউ মডেলের গায়ে কলকা আঁকছেন, কেউ মণ্ডপের উপকরণে ফুটিয়ে তুলছেন বাংলার শিল্পকলা। বাইরে পুজোর তোড়জোড়। আর মণ্ডপের ভেতরে রংতুলিতে পুজোর মুখ তৈরি করছেন একদল তরুণ শিল্পী। কপালে ঘাম, আঙুলে রং—দিনরাত এক করে চলছে কাজ।

এই শিল্পীদের কথা কিন্তু অনেকটাই আড়ালে থেকে যায়। অথচ মণ্ডপসজ্জায় প্রাণ আসে তাঁদের তুলির আঁচড়েই। কখনও মাতৃত্ব, কখনও প্রকৃতি, কখনও 'এক টুকরো শান্তিনিকেতন', আবার কখনও 'ঢোলকপুর'—বছরের পর বছর নানা ভাবনাকে রঙে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁরা। ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে মেলায় যেতেন শালুগাড়ার অনন্ত রায়। সেখানে পট, সরা, বাঁশ সহ নানা জিনিসে শিল্পীদের ছবি আঁকতে দেখে মুগ্ধ হতেন। বাড়ি ফিরে ফেলে দেওয়া জিনিসে নিজেই সেই কাজ করার চেষ্টা করতেন। সেখান থেকেই আঁকার শুরু। প্রায় ১২ বছর ধরে পেশাদারভাবে কাজ করছেন তিনি। সারাবছর অন্য কাজের পাশাপাশি পুজোর সময় বিভিন্ন মণ্ডপের দায়িত্ব নেন অনন্ত।

এ বছর স্বস্তিকা যুবক সংঘ, হায়দরপাড়া

এলাকার একটি ক্লাব সহ আরও একটি পুজোমণ্ডপে কাজ করছেন তিনি। অনন্ত বলেন, 'আমি একটি বেসরকারি স্কুলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। তাই বিকেলের পর থেকে মণ্ডপে সময় দিই। ছুটির দিনগুলোতে এখন সকাল থেকেই কাজ করছি। প্লাস্টিক পেন্টের সঙ্গে অ্যাক্রেলিক মিলিয়ে কাজ করি, এ ছাড়া অ্যাপেক্স কালার ব্যবহার করি। চেষ্টা করি নিজের স্টাইলে থিমটাকে তুলে ধরার।'

প্রথমবার মণ্ডপসজ্জার কাজে হাত লাগিয়েছেন ঘোগোমালির স্বস্তিকা রাজবংশী। সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের ঘরে বসে বিভিন্ন মডেলের ওপর কলকা আঁকছেন তিনি। সূর্য সেন কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী স্বস্তিকার ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকার শখ। কিন্তু মণ্ডপসজ্জার কাজ করবেন, ভাবেননি কখনও। স্বস্তিকা বলেন, 'আঁকার স্যর আমাকে প্রথম এই প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন। প্রথমে ভয় লাগলেও এখন খুব ভালো লাগছে। দুর্গা ঠাকুরের মণ্ডপসজ্জার কাজ হচ্ছে আমার হাতে, এটা এক অন্য অনুভূতি।'

স্বস্তিকার সঙ্গে এই মণ্ডপে রংতুলি হাতে রয়েছেন শিলিগুড়ি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী বিপাশা সাহাও। নরেশ মোড়ের বাসিন্দা বিপাশাও প্রথমবার এই কাজ করছেন। বিপাশা বলেন, 'প্রতিটি কাজ খুব সূক্ষ্ম, তাই খুব মনোযোগ দিয়ে এই কাজ করতে হচ্ছে।'

হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের থিমের বিভিন্ন সামগ্রীতে কলকার নকশা ফুটিয়ে তুলতে আরও কয়েকজন তরুণীও কাজ করছেন। দীপা সাহা, দীপিকা ঘোষও থিমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাজিয়ে তুলছেন মণ্ডপ। মাটির সরা, ঘটের ওপর সাদা ফেব্রিক রং দিয়ে ফুটে উঠছে বাংলার শিল্পকলা।

তুলির টান। শুক্রবার কোচবিহারের খারিজা কাকড়িবাড়িতে। অপর্ণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়।

মায়ার সুতোয় বাঁধা জীবন সূর্যনগরে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : 'জীবনসুতো'য় গাঁথা এই পৃথিবীর সবকিছু। মায়ের গর্ভ থেকে সন্তান জন্মানোর পর যে নাড়ির টান শুরু হয়, সেই নাড়ির টানেই সবকিছুর সঙ্গে জুড়ে থাকা। এই বিষয়টিকে সামনে রেখেই এ বছরের সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের দুর্গাপুজোর থিম 'জীবনসুতো'। শিলিগুড়ির শিল্পী সন্দীপন নাথের ভাবনায় তৈরি হচ্ছে পুজোমণ্ডপ।

কথা হচ্ছিল থিমমেকার সন্দীপনের সঙ্গে। তিনি বলেন, "একজন সন্তানের জীবনে মায়ের অবদান সবচেয়ে বেশি। জন্মের পর থেকে সারা জীবন সন্তানের জন্যই মায়ের সমস্ত ত্যাগ। মায়ের সেই নাড়ির টানকেই এই পুজোমণ্ডপে তুলে ধরা হবে। সেইভাবেই গোটা পুজোমণ্ডপকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে।" মায়ের গর্ভে যখন সন্তান থাকে, সে সময় মায়ের সঙ্গে সন্তানের যে নাড়ির টান শুরু হয়, সেই ছবিকেই ফাইবারের একটি ভাস্কর্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হবে। মূল মণ্ডপে প্রবেশের আগেই তা সবার নজরে আসবে। এ ছাড়া সুতো দিয়ে তৈরি একটি ফিঙ্গারপ্রিন্টের ছবিও থাকবে মণ্ডপের বাইরে। কেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট? জন্মের পর একটি মানুষের পরিচিতি জানার জন্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট যথেষ্ট, তাই ইঙ্গিত দিতেই ফিঙ্গারপ্রিন্টের ছবি ব্যবহার করা হচ্ছে। মণ্ডপের বাইরে আটটি সিংহাসনের মতো চেয়ার থাকছে, সেখানে বাচ্চাদের প্রতিকৃতি রাখা হবে। সুতো ধরে টেনে মা সেই সন্তানদের আগলে রাখছেন- এমন ছবিও তুলে ধরা হবে।

মণ্ডপের ভেতরে প্রবেশ করলেই দেখা যাবে 'বৃদ্ধা মা'র আদলে একটি মাটির মূর্তি; সেই বৃদ্ধা উলকাটা দিয়ে কিছু বুনছেন। সুতোর কাজে যে ফ্রেম ব্যবহার করা হয়, সেই ফ্রেমগুলো মণ্ডপের ওপর থেকে ঝুলবে। কিছু মায়ের মূর্তি তৈরি হবে, যাঁরা হাতে কাপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। মায়েরাই যে খাবার ও জামাকাপড়ের ব্যবস্থা করে তা এগিয়ে দেন, সেটাও বোঝানো হবে মণ্ডপে। সুচসুতোয় সেলাই করা বিভিন্ন ছবি দিয়ে সাজানো হবে মণ্ডপ, সেই

থিম আছে থিম নেই

ছবিগুলো এই থিমকে আরও নিখুঁতভাবে বোঝাতে সাহায্য করবে।

সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের সম্পাদক মদন ভট্টাচার্য বলেন, "আমাদের দুর্গাপুজোর এবার ৭২তম বর্ষ। প্রতিবারের মতো এবারও কিছু চমক দেব আমরা। জীবনসুতো থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই প্রতিমা তৈরি হচ্ছে।"উদ্যোক্তারা বলেন, দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করতে চন্দননগরের আলো থাকছে। ১৪ তারিখ পুজোর উদ্বোধন করা হবে। ২১ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে। নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার সব রকম ব্যবস্থা থাকছে, পরিবেশ সচেতনতামূলক কিছু প্ল্যাকার্ড লাগানো হবে মণ্ডপ চত্বরে।

হলুদ শাড়ি, ন'টি ঘট আর পান্তা ভোগ

চমকের প্রতিযোগিতায় গা না ভাসিয়ে ৫১ বছর ধরে পরম্পরা ধরে রেখেছে বাগডোগরার সুকান্তপল্লি দুর্গা মন্দির। পটে পুজো, নদী থেকে জল আনার শোভাযাত্রা আর দশমীর পান্তা-কচুর শাকের বিসর্জনী ভোগে আজও সেখানে মাটির টানের আসল শারদোৎসব।

দুর্গাপুজোর দশভুজা

মনোময় পাল

বাগডোগরা, ২ অক্টোবর : থিমের চমক, আলোর ঝলকানি আর আড়ম্বরের প্রতিযোগিতার ভিড়ে বাগডোগরার সুকান্তপল্লি দুর্গা মন্দির আজও ধরে রেখেছে সাবেকিয়ানার মায়া। ১৯৭৫ সালে কয়েকজন উদ্যোগী মানুষের হাতে শুরু হওয়া এই পুজো এবার পা দিল ৫১ বছরে। পাঁচদিনের উৎসব হলেও এখানে পুজোর আবহ ছড়িয়ে থাকে সারাবছর। পটে দুর্গাপুজো, রথযাত্রায় কাঠামোপুজো, মন্দির প্রাঙ্গণেই প্রতিমা নির্মাণ, সবেতেই পরম্পরার ছাপ। আঠারোখাই-শিবমন্দিরের শিল্পী রামপ্রসাদ পাল গড়েন দেবীমূর্তি।

দুর্গাপুজো সর্বজনীন, তাই পরম্পরা রক্ষায় এগিয়ে আসেন বা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকে এলাকার সকলেরই। কিন্তু এই পুজোর প্রাণভোমরা মহিলারা। পুজো নিয়ে কথা হচ্ছিল যমুনা সাহা ও স্নিগ্ধা মিত্রের সঙ্গে। তাঁরা জানান, পঞ্জিকা অনুসারে মহালয়ার পরদিনই বিশেষ পুজো শুরু হয়। স্থানীয় পুরোহিত সারাবছর নিত্যসেবা করলেও দশদিনের বিশেষ পুজোয় মেদিনীপুর থেকে আসেন দুই পূজারি। দেবীর প্রায় সমস্ত আভরণ স্বর্ণনির্মিত, যা এই পুজোর আভিজাত্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে। পুজো কমিটির সদস্য দীপু গোপের কথায়, সপ্তমীর সকালে একই রঙের হলুদ শাড়ি পরে পাড়ার মহিলারা মাথায় ন'টি ঘট নিয়ে নদী থেকে জল আনতে যান।

পুজোর ভোগের দায়িত্বও মহিলাদের। ছবি সরখেল, শিল্পা চক্রবর্তী, মনোমিতা রায়রা জানান, ষষ্ঠী থেকে শুরু হয় ভোগের আয়োজন। সপ্তমীতে লুচি-সুজি,

অষ্টমীতে খিচুড়ি-লাবড়া, নবমীতে পুষ্পান্ন, ন'রকম ভাজা, পিঠে, পায়েস, দু'রকম সবজি, লুচি ও চাটনি নিবেদন করা হয় দেবীকে। মাধবী গুহর বক্তব্য, এমন নিষ্ঠা এবং পরম্পরার টানেই পুজোর সময় দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসেন সকলে। অষ্টমী এবং নবমীতে কাউকে প্রসাদ ছাড়া ফেরানো হয় না বলে জানান সোমা কুণ্ডু।

দশমীর ভোগে আবেগ আরও গভীর। সোনা ঘোষ জানান, পান্তাভাত, শাপলা, কচুর শাক, চালতার চাটনি ও দই-চিঁড়া দিয়ে হয় মায়ের বিদায়বেলার ভোগ। জোড়া পুঁটি মাছ দিয়ে স্থাপন করা হয় যাত্রাঘট। মমতা প্রধান সিংহ ও নীপা সাহারা বললেন, সারাবছর তো এই পাঁচটি দিনের অপেক্ষাতেই থাকি। লক্ষ্মী ঘোষ ও যমুনা ঘোষ জানান, পুজোর পাঁচদিন পাড়া ছেড়ে কোথাও যান না তাঁরা। নিরঞ্জনের দিন বাগডোগরাবাসীকে মন্দির প্রাঙ্গণে মিষ্টি খাওয়ানোর রীতিও রয়েছে। শিল্পী মনোজ সাহার বাঁশ-কাঠের লোকশিল্পের কাজ এবং আলোকশিল্পী স্বপন ঘোষের আলোকসজ্জায় এবারও ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ থাকবে, আশায় পুজো উদ্যোক্তারা।

গান্ধি জন্মজয়ন্তীতে রামকিঙ্কর হলে ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। শুক্রবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সেবা সেতু অভিযানের আয়োজন করা হয়। শিবিরের প্রথম দিন বেশ ভালো সাড়া পাওয়া যায়। শিবিরে অন্নপূর্ণা যোজনা সংক্রান্ত কাজ না হওয়ায় বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ হয়। এদিন ঘুরে ঘুরে শিবিরের হালহকিকত জানলেন বিজেপি নেতারা।

সেবা সেতুতে স্পষ্ট ‘অন্নপূর্ণা’ ক্ষোভ

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২ অক্টোবর : মানুষের কাছে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিতে শুক্রবার থেকে সেবা সেতু অভিযান কর্মসূচি শুরু হয়েছে। শিবিরের প্রথমদিনেই বিভিন্ন জায়গায় গোলযোগ হয়। কোথাও অন্নপূর্ণা যোজনা সংক্রান্ত কোনও কাজ না হওয়ার মহিলারা বিক্ষোভ দেখান। কোথাও অন্নপূর্ণা যোজনার স্ট্যাটাস চেক করার লম্বা লাইন সামাল দেওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে। বাগডোগরা এলাকায় সেবা সেতু অভিযানের শিবিরে এক ব্যবসায়ীর স্টল দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিতর্ক হয়।

এই কর্মসূচি উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে বরোভিত্তিক পাঁচটি পৃথক শিবির করা হয়েছিল। চার নম্বর বরোয় শ্যামাপ্রসাদ প্রাইমারি স্কুলের শিবিরে অন্নপূর্ণা যোজনার স্ট্যাটাস চেক করার লাইন রাস্তা ছাপিয়ে গিয়েছিল।

পরিদর্শনে গিয়ে লাইন দেখে পুর প্রশাসক আর বিমলা শিবিরের প্যান্ডেল আরও বড় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিমলা এদিন প্রথমে শিলিগুড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে গিয়ে সাধারণ মানুষ এবং আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। বিমলা বলেন, ‘প্রথমদিনেই শিবিরে ব্যাপক সাড়া পড়েছে।’

মাটিগাড়া ব্লকের চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্মৃতি ভবন ও মাটিগাড়া ব্লক অফিস ক্যাম্পাসে থাকা পঞ্চানন স্মৃতি ভবনে এদিন দুটি শিবির হয়। পঞ্চানন স্মৃতি ভবনের শিবিরে ‘প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর’ স্টল নিয়ে বিতর্ক হয়। অভিযোগ, ব্যবসায়ী মৃন্ময় ঘোষ নিজের নাম এবং যোগাযোগ নম্বর উল্লেখ করে লিফলেট বিলি করছিলেন। বিডিও প্রীতম দাস শর্মা বলেন, ‘ওই ব্যবসায়ীকে স্টল দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। লিফলেটে এভাবে অশোকস্তম্ভ ব্যবহার করা যায় না। যথাযথ

■ শ্যামাপ্রসাদ প্রাইমারি স্কুলের শিবিরে অন্নপূর্ণার স্ট্যাটাস চেক করার লাইন রাস্তা ছাপিয়ে গিয়েছিল

■ দাড়িভিটের মহিলারা শিবিরে অন্নপূর্ণা সংক্রান্ত কাউন্টার না দেখতে পেয়ে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখান

■ বাগডোগরায় সেবা সেতু অভিযানের শিবিরে এক ব্যবসায়ীর স্টল দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিতর্ক হয়

পদক্ষেপ করা হবে।’ মৃন্ময় জানান, বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার অনুমতি নিয়েই তিনি স্টল দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘লিফলেটে যে অশোকস্তম্ভ ব্যবহার করা যায় না, সেটা আমি জানতাম না।’

ইসলামপুর ব্লকের ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের জন্য মাটিকুন্ডা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাটিকুন্ডা হাইস্কুলে এবং পণ্ডিতপোঁতা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার বাসিন্দাদের জন্য দাড়িভিট হাইস্কুলে শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। দাড়িভিট এলাকার মহিলাদের অভিযোগ, শিবিরের প্রচারের সময় অন্নপূর্ণা যোজনার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছিল। শিবিরে অন্নপূর্ণা যোজনা সংক্রান্ত কোনও কাউন্টার না দেখতে পেয়ে তাঁরা দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখান। বিডিও অফিস ও পঞ্চায়েতের কর্মীদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মাটিকুন্ডা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা দেবা সিংহ বলেন, ‘সেবা সেতু অভিযানের বিষয়ে মাইকিং করার সময় অন্নপূর্ণা যোজনার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছিল। সব কাজ ফেলে এসে দেখি অন্নপূর্ণা যোজনার কোনও কাজই শিবিরে হচ্ছে না। কীভাবে আমাদের সমস্যা মিটবে সেটা আধিকারিকদের কাছ থেকে জানতে চাইছিলাম।’ একই কথা বলেন দাড়িভিট এলাকার বাসিন্দা সবিতা বিশ্বাস।

মাটিকুন্ডা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান চায়না মোদক বলেন, ‘অন্নপূর্ণা যোজনার কাজ হবে জেনেই মহিলারা শিবিরে এসেছিলেন। শিবিরে এসে তাঁরা জানতে পারেন এখানে অন্নপূর্ণা যোজনার কাজ হবে না। উত্তেজিত তাঁরা চেয়ার-টেবিল ছুড়ে ফেলে দেন।’

বিডিও পিনাকী দেবনাথ বলেন, ‘শিবিরে শনিবার অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য পৃথক কাউন্টার করা হবে।’

সেবা সেতু শিবিরে বিজেপির জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল। শুক্রবার।

শিবিরে পদ্ম নেতাদের হাট

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : কেউ আবেদনের ফর্ম পূরণ করে দিয়েছেন, কেউ শিবিরে গিয়ে বসেছিলেন। অনেকের উদ্দেশ্য ছিল নিজের পরিচিতি বাড়ানো। কেউ আবার শিবিরগুলিতে ঘুরে বেরিয়েছেন কোথায় কেমন ভিড় হয়েছে, তা দেখার জন্য। শুক্রবার শিলিগুড়িতে প্রশাসনের সেবা সেতু অভিযানে বিজেপি নেতাদের উপস্থিতি ঘিরে নানা প্রশ্ন উঠছে। সরকারি কর্মসূচিতে নেতাদের এদিন যেভাবে নাক গলাতে দেখা গিয়েছে, তাতে প্রশাসনিক কর্মসূচিতে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির ছোঁয়া দেখছে বিরোধীরা। যদিও পদ্ম নেতৃত্বের দাবি, তাঁরা সাধারণ মানুষকে সাহায্য করার জন্যই শিবিরে শিবিরে ঘুরছেন। এখানে নাকি রাজনীতিটা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়।

আপাতত শহরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সরগরম। পুজোর পরে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ভোট হতে পারে। মহকুমা পরিষদের ভোটও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। সেদিক থেকে এই সেবা সেতু অভিযানের ছুতোয় জনসংযোগের গুরুত্ব রয়েছে। তাঁদের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষ সরকারি পরিষেবা পাচ্ছেন বলে বোঝানোর চেষ্টা করছেন বিজেপি নেতাদের কেউ কেউ। তাতে ভোটে ফায়দা হতে পারে বলে আশা করছেন তাঁরা।

যদিও এমন দাবি অস্বীকার করেছে বিজেপি। ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি নেতা অনিল ঘোষ বলেন, ‘মানুষ যাতে সরকারি পরিষেবা পান, সেজন্য সাহায্য করা অন্যায় নয়। সরকারি পরিষেবার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার রাজনীতির রং দেখছে না।’ তাঁরা কয়েকজন ফাঁসিদেওয়ার শিবিরে নানাভাবে আবেদনকারীদের সাহায্য করেছেন বলে দাবিও করেছেন অনিল। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডল দলবল নিয়ে কয়েকটি শিবিরে ঘুরেছেন। কোথাও কোনও সমস্যা থাকলে দলীয় নেতাদের মিটিয়ে দিতে বলেছেন। যদিও এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে অরুণ এদিন ফোন ধরেননি।

নকশালবাড়ি, বাগডোগরা, খড়িবাড়ি এবং মাটিগাড়ার শিবিরগুলিতেও বিজেপি নেতাদের প্রাধান্য ছিল চোখে পড়ার মতো। বাগডোগরাতে বিজেপি নেতারা ফর্ম পূরণ করিয়ে দিয়েছেন। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সহ সভাপতি লক্ষ্মী শর্মা বলেন, ‘তৃণমূলের সময় তাদের নেতা-কর্মীরা যেতেন, আমরা গেলে দোষ কোথায়?’ শিলিগুড়ি শহরের এক বিজেপি নেতার সাফ বক্তব্য, ‘আমরা শিবিরে না থাকলে বিজেপি সরকার যে এত সুবিধা দিচ্ছে, মানুষ তা জানবে কীভাবে?’

আবার বিরোধীরা বলছেন অন্য কথা। সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক বলেন, ‘বিজেপির নেতারা সরকারি শিবিরে ভিড় করে থাকলে বিরোধী দলগুলির কর্মী-সমর্থকরা সেখানে যেতে ভয় পাবেন। দল এবং সরকারকে এক করে দিচ্ছে বিজেপি।’

প্রশাসন সূত্রে খবর, মহকুমাজুড়ে এদিন আবেদন অনেকটা কম জমা পড়েছে। অন্নপূর্ণা যোজনার নতুন আবেদন জমা পড়েনি। কারণ, সেই পোর্টাল নতুন করে আর খোলেনি। পুরোনো আবেদনকারীদেরই, যাঁরা এখনও সুবিধা পাচ্ছেন না, তাঁদেরই আবেদন নেওয়া হয়েছে। শুধু মাটিগাড়াতে এদিন মাত্র ৫৬৯টি আবেদন জমা পড়েছে। বাকি ব্লকগুলিতেও চিত্রটা প্রায় একইরকম। আবেদন এত কম কেন? রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, ‘এ থেকে প্রমাণিত যে মানুষ সুবিধা পাচ্ছেন। সুবিধা না পেলে হয়তো ভিড় আরও বাড়ত। এই সরকার দলমত-নির্বিশেষে সরকারি সুবিধা দিতে বদ্ধপরিকর।’

শংকরের ফেরার খবরে ক্ষোভ কংগ্রেসে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : একসময় যাঁরা ছিলেন রাজনৈতিক সহযোদ্ধা, এখন তাঁরাই শংকর মালাকারের প্রত্যাবর্তনে ‘পথের কাঁটা’। তৃণমূল থেকে ঘরওয়াপসি ঘটতে পারে দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি শংকরের— এমন খবর পেতেই বেঁকে বসেছেন কংগ্রেসের বর্তমান নেতা-কর্মীরা। শংকর দলে ফিরলে দলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি তো দূরের কথা, বরং বিপদের সময়েও দলে থাকা কর্মীদের মনোবল ভেঙে পড়বে— এমন দাবি উঠছে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের অভ্যন্তরে। কংগ্রেস সূত্রে খবর, শংকরের দলে প্রত্যাবর্তনের বিরোধিতা করে দলীয় পর্যবেক্ষকের কাছে চিঠিও পৌঁছেছে। পাশাপাশি, আগামী সপ্তাহে দলের ব্লক স্তরের নেতা-কর্মীদের নিয়ে বৈঠকে বসার সম্ভাবনা রয়েছে জেলা নেতৃত্বের।

বিষয়টি নিয়ে দার্জিলিং (সমতল) জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি জীবন মজুমদার বলেন, ‘শংকর মালাকার দল ছেড়ে চলে যাওয়ায় কোনও ক্ষতি হয়নি। উনি দলে ফিরবেন বলে প্রদেশের তরফে কিছু জানানো হয়নি। তাঁর দলে ফেরার ইচ্ছাপ্রকাশ নিয়ে নেতা-কর্মীরা কী ভাবছেন, তা বৈঠকে জানা হবে। প্রদেশ নেতৃত্ব চাইলে নীচুতলার নেতা-কর্মীদের মতামত তুলে ধরব।’ জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুবীন ভৌমিককে একাধিকবার ফোন করা হলেও (সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিট, ৬টা ১২ মিনিট, ৬টা ৪৭ মিনিট) তিনি ফোন না ধরায় তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবি ঘটতেই কংগ্রেসে ফিরতে আগ্রহী শংকর। এ ব্যাপারে জাতীয় ও রাজ্য কমিটির সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে বলেও শংকর দাবি করেছিলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তন নিয়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বিরোধিতার সুর জোরাল হওয়া নিয়ে শংকর বলছেন, ‘কংগ্রেসে যোগদান করি, তারপর সব উত্তর দেব।’

দীর্ঘ বছর জেলা কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন শংকর। কিন্তু তৃণমূলে যোগ দিয়েই তিনি কংগ্রেসের সমালোচনা শুরু করেন। সেই শংকরই এখন চাইছেন পুরোনো দলে ফিরতে। তাঁর ইচ্ছে প্রকাশ্যে আসতেই সুজয় ঘটক বলেছিলেন, ‘শংকর মালাকার দলে ফিরলে তা কর্মীরা মেনে নেবেন না।’ এবার সরব গ্রামীণ এলাকার নেতারাও। বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী শংকর নিশানা করেছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী ও একদা সহযোগী অমিতাভ সরকারকে। নকশালবাড়ি ব্লক সভাপতি অমিতাভ এখন বলছেন, ‘শংকর ফিরলে দলের খারাপ হবে, ভালো হবে না, তা জেলার অবজার্ভারকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে।’ নির্বাচনের সময় শংকর যে কংগ্রেসের জেলা ও শীর্ষ নেতাদের গালমন্দ করেছেন, তা মনে করিয়ে দিচ্ছেন অমিতাভ।

■ শংকর মালাকারের কংগ্রেসে ফেরা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে

■ শংকরের বিরোধিতায় দলের পর্যবেক্ষকের কাছে ইতিমধ্যেই অভিযোগ জানিয়েছে স্থানীয় নেতৃত্ব

■ আগামী সপ্তাহে ব্লক স্তরের নেতা-কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা কংগ্রেস

শংকর কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে গেলেও, সে সময় কংগ্রেসে ভাঙন ধরাতে পারেননি। বরং এখন নতুন উদ্যমে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে জোর দিয়েছে জেলা নেতৃত্ব। নিয়মিত চলছে যোগদান কর্মসূচি। এমন পরিস্থিতিতে শংকরকে কোনও গুরুত্ব দিতে চাইছেন না দলের বড় অংশ। শংকরকে বিঁধছেন প্রদেশ আদিবাসী কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি নবনীতা তিরকে। বিধানসভা নির্বাচনে ফাঁসিদেওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নবনীতা বলছেন, ‘শংকর মালাকারকে পরিচিতি দিয়েছিল কংগ্রেস। সেখানে তিনি দলের নেতাদের যেভাবে গালমন্দ করেছেন, তা মেনে নেওয়া যায় না।’

আঁকা, স্বচ্ছতায় গান্ধিকে স্মরণ

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২ অক্টোবর : শুক্রবার গান্ধি জয়ন্তী উপলক্ষে শিলিগুড়ির কোর্ট মোড় ও মহকুমা পরিষদ সংলগ্ন গান্ধিমূর্তির কাছে সকালেই ভিড় করেন বাসিন্দারা। পুরনিগমের তরফে কোর্ট মোড়ে মূর্তিতে ফুলমালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। ছিলেন পুর কমিশনার বন্দবাসী তেজা দীপক সহ আধিকারিকরা। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের তরফে রামকিঙ্কর হলে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। ৫ নম্বর বরোতেও দিনটি পালিত হয়। এবিটিএ দার্জিলিং জেলা শাখার তরফে কোর্ট মোড়ে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু। ৩১ নম্বর ওয়ার্ড বিজেপির তরফে শীতলাপাড়া প্রাথমিক স্কুলে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হয়।

সিপিআই-এর দার্জিলিং জেলা কাউন্সিলের তরফে কোর্ট মোড়ে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে অবস্থান আন্দোলনের মাধ্যমে ‘সংবিধান বাঁচাও দেশ বাঁচাও’ কর্মসূচি হয়। ‘স্বচ্ছতা হি সেবা’ কর্মসূচিতে আয়কর বিভাগের তরফে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র গভর্নমেন্ট কলেজে বৃক্ষরোপণ ও ক্যাম্পাস পরিষ্কার করা হয়। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির প্রধান আয়কর কমিশনার রাজীব কুমার। গান্ধি জন্মজয়ন্তী ও লালবাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এদিন ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কার্যালয়ে ৩০ জন সাফাইকর্মীকে পা ধুইয়ে মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে সম্মান জানানো হয়।

ইসলামপুরেও একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এলাকা সাফাই ও জঞ্জালমুক্ত রাখার বিষয়ে সচেতনতা প্রচারে জোর দেওয়া হয়। অলিগলি ও রাস্তাঘাট পরিষ্কারের পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতার বার্তা দেওয়া হয়। অন্যদিকে, চোপড়ায় ঘিরনিগাঁও পঞ্চায়েতের লালবাজার এলাকায় ব্লক যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরে ১০৬ জন রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

প্রতারণা

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : এক সেনা জওয়ানের সঙ্গে টোটোচালকের বিবাদকে ঘিরে শুক্রবার দুপুরে উত্তেজনা ছড়াল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন (এনজেপি) সংলগ্ন এলাকায়। অভিযোগ, সেনা জওয়ানকে এনজেপি থেকে খাপরাইল নিয়ে যেতে ২০০ টাকা দাবি করেন ওই টোটোচালক। কিন্তু গন্তব্যে যাওয়ার পরিবর্তে টোটোচালক অন্য রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে জওয়ানকে স্টেশনের কাছেই নামিয়ে দিয়ে ভাড়া দাবি করেন। এনিয়ে স্টেশন সংলগ্ন নেতাজি মোড়ের কাছে দুজনের বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। পরে সেনা জওয়ান থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

বিজ্ঞান অভীক্ষা

চোপড়া, ২ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল বিজ্ঞান অভীক্ষা। চোপড়া বিজ্ঞানকেন্দ্রের ৯টি কেন্দ্রে আয়োজিত পরীক্ষায় এ বছর মোট ১৫৪১ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। চোপড়া বিজ্ঞানকেন্দ্রের কনভেনার দিব্যেন্দু কুণ্ডু জানান, পরীক্ষা নির্বিঘ্নেই শেষ হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়কে জনপ্রিয় করে তোলা এবং বিজ্ঞানের ভিত মজবুত করার লক্ষ্যেই প্রতিবছর এই অভীক্ষার আয়োজন করা হয়।

টেন্ডার ডেকেও দেওয়া হয়নি আবেদনের সময়

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : টেন্ডার ডেকেছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। তবে আবেদনের জন্য দেওয়া হয়নি পর্যাপ্ত সময়। এই নিয়ে আপত্তি তুলেছেন মহকুমা পরিষদের বাস্তুকারদের একাংশ। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার টেন্ডারের নোটিশ দিয়ে জানানো হয়েছে, আবেদনের শেষ দিন ৫ অক্টোবর। মাঝে গান্ধি জয়ন্তীর জন্য শুক্রবার এবং শনি ও রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি। ফলে কার্যত সোমবারই টেন্ডারের আবেদন জমা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে সেদিনই শেষ হয়ে যাবে। নির্দিষ্ট কোনও ঠিকাদারকে বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দিতেই কি এই বন্দোবস্ত? প্রশ্ন তুলছেন ঠিকাদারদের একাংশ।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকার কাজ হলে আবেদনের জন্য সাত দিন এবং ১০ থেকে ৯৯ লক্ষ টাকার কাজে ১৪ দিন সময় দিতে হয়। আবার ১ কোটি টাকার বেশি কাজে ২১ দিন সময় দেওয়া দরকার। পরিষদের ডাকা টেন্ডারে বরাত ৩০ লক্ষ টাকার ওপর। সেই অনুযায়ী পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়নি। যদিও মহকুমা পরিষদের কার্যনির্বাহী আধিকারিক মানবেন্দ্র দেবনাথের দাবি, ‘আবেদনের জন্য প্রথম দফায় ১ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২১টি কাজের দিন বরাদ্দ হয়েছিল। কিন্তু কেউ আবেদন করেননি। মাঝে পোর্টাল বন্ধ ছিল কয়েকদিন। এরপর নিয়ম মেনে নতুন করে ৯টি টেন্ডার ডাকা হয়েছে।’ যদিও এই দাবি মানতে চাননি বাস্তুকাররা।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁয়ের বক্তব্য, ‘৮টি কাজের শিলান্যাস হবে শনিবার। বাকিগুলির জন্য রি-টেন্ডার ডাকা হয়েছে। সোমবার সেই টেন্ডার খোলা হবে। মাঝে কয়েকটি টেন্ডার সংক্রান্ত পোর্টাল বন্ধ ছিল। তাই হয়তো অংশ নেননি কেউ।’

অভিযোগ, নির্দিষ্ট কয়েকজন ঠিকাদারকে কাজের বরাত দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। যে ৮টি কাজের টেন্ডার হয়েছে সেগুলির বরাত পেয়েছেন বিজেপি ঘনিষ্ঠ এক ঠিকাদার। ওই ফাইলে পরিষদের বাস্তুকারদের একাংশ প্রথমে স্বাক্ষর করেননি বলে দাবি। পরে চাপ দিয়ে সই করানো হয়েছে। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অজয়।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

এদিকে বিতর্ক আছে আরও। নির্দিষ্ট ওই ঠিকাদারের কংক্রিটের রাস্তা তৈরির অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু কাজ হবে বিটুমিনাস রোডের। তাই তাঁর বরাত পাওয়ার কথা নয় বলে মনে করছেন বাস্তুকাররা। তবে কার্যনির্বাহী আধিকারিকের দাবি, ‘সাত লক্ষ টাকা পর্যন্ত কাজের বরাত যে কোনও ক্রেডেন্সিয়ালের ঠিকাদার পেতে পারেন।’ প্রশ্ন উঠছে কাজ শেষ করার সময় নিয়েও। পুজোর আগেই রাস্তা সংস্কারের কাজ শেষ হবে বলে জানিয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু মহকুমায় এখনও কাজ শুরু হয়নি। দু’এক দিনের মধ্যে কিছু কাজ শুরু হওয়ার কথা আছে। তবে বাকি ৯টি কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। যদিও অজয়ের দাবি, ‘নির্দিষ্ট সময়েই কাজ শেষ হবে।’

ধৃত দুই

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : শিলিগুড়ির ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কয়লা ডিপো এলাকা থেকে বৃহস্পতিবার রাতে দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতদের নাম মহম্মদ তৌকির ওরফে নন্দু ও মহম্মদ জাভেদ ওরফে বিকি। শুক্রবার ধৃতদের মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশ জানিয়েছে, ৫ অগাস্ট বর্ধমান রোড সংলগ্ন গঙ্গানগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৫৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ তিন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাদের জেরা করে তৌকির ও জাভেদের নাম উঠে আসে। আরও এক অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

সোনার বার, কয়েন উদ্ধার

খড়িবাড়ি, ২ অক্টোবর : অবৈধভাবে সোনার বার-কয়েন ও রুপোর কয়েন নিয়ে ভারত থেকে নেপালে ঢোকার সময় এসএসবির জালে ধরা পড়লেন চার ভারতীয়। এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুর ১২টা নাগাদ ছোট চার চাকার গাড়ি নিয়ে ধৃত ৪ জন পানিট্যাঙ্কি নতুন মেচি সেতু দিয়ে নেপালে ঢুকছিলেন। রুটিন তল্লাশির সময় এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের ডি-কোম্পানির জওয়ানরা গাড়িতে থাকা ব্যাগগুলি স্ক্রিনিং করেন। ধনজিৎ পাটগিরি নামে একজনের ব্যাগে সোনা ও রুপোর সামগ্রীর ছবি মনিটরে ধরা পড়ে। এরপর ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে ১০০ গ্রাম ওজনের একটি রুপোর কয়েন, ১০ গ্রাম ওজনের চারটি সোনার বার এবং মোট ২০ গ্রাম ওজনের তিনটি সোনার কয়েন বাজেয়াপ্ত করা হয়। এসএসবির এক আধিকারিক জানান, ধনজিৎ পাটগিরি, আশিস পোদ্দার, বিকাশ আগরওয়াল ও চালক নবকুমার রায়কে আটক করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের পর শুক্রবার সন্ধ্যায় উদ্ধার হওয়া সামগ্রী ও গাড়িটি পানিট্যাঙ্কি কাস্টমসের প্রিভেন্টিভ শাখার হাতে তুলে দেওয়া হয়। কাস্টমস সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। উপযুক্ত কাগজপত্র, করের রসিদ বা সন্তোষজনক প্রমাণ না মিললে সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হবে।

প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে অধিকারের দাবি

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : কারও হাত নেই। কেউ আবার হাঁটতে পারেন না। তবে ওঁদের মনের জোরের খামতি নেই। শুক্রবার শিলিগুড়িতে আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনির দশম রাজ্য সম্মেলনে নিজেদের অধিকারের দাবি তুলে ধরলেন বিশেষভাবে সক্ষম মানুষরা।

প্রথমবার শিলিগুড়িতে ওই সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা বিমান বসু, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য সহ আরও অনেকে। বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের কর্মসংস্থান, ভাতা বৃদ্ধি সহ তাঁদের জীবনযাপনের উন্নয়নে রাজ্য সরকার উদাসীন বলে অভিযোগ তোলেন বিমান। তিনি বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের সঙ্গে বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে শুরু হওয়া র‍্যালিতে অংশ নেন।

শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ অংশ নেন। সেবক রোডের একটি বেসরকারি ভবনে তরুণ মজুমদার নগর, রহমান শেখ মঞ্চ এবং সঞ্জয় দাস ও জানে আলম কক্ষে সম্মেলন আয়োজিত হয়। বিমান জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে একত্রিত হয়ে অধিকার আদায়ের এই লড়াই চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন।

অন্যদিকে অশোক বলেন, ‘নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য প্রচুর মানুষ আজকের এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের দাবি মেনে মাসিক ভাতা ৫ হাজার টাকা, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার দিকে সরকারের বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।’ সরকারি হাসপাতালে কীভাবে এই ‘বিশেষ’ মানুষরা পরিষেবা পেতে পারবেন, সেদিকে সরকারকে নজর দেওয়ার বার্তা দেন চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মেলনের র‍্যালি। শুক্রবার। ছবি : সূত্রধর

এদিনের সম্মেলনে আলিপুরদুয়ার, নদিয়া, বাঁকুড়া, কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় হাজার জন বিশেষভাবে সক্ষম মানুষ যোগ দেন। ফাঁসিদেওয়ার মহম্মদ তামিজ যেমন একটি হাত হারিয়েছেন। তিনি কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগে কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপনের দাবি জানান। হাবিবপুরের বাসিন্দা ষষ্ঠীচরণ বর্মন বলেন, ‘এখনও সমাজে আমাদের তাচ্ছিল্যের চোখে দেখা হয়। সরকারি তরফে আমাদের কর্মসংস্থান দেওয়ার পাশাপাশি আবাস যোজনায় ঘর ও মাসিক ভাতা বাড়াতে হবে।’

দু’দিন শিলিগুড়িতে এই সম্মেলন চলবে। সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য বলেন, ‘শনিবার দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচিতে নতুন কমিটি তৈরি ও আগামীতে কী কী কর্মসূচি থাকবে তা ঠিক করা হবে।’

রংদার রোববার

সাজভাষা

মণ্ডপে দাঁড়িয়ে দেবতাকে আমরা চিনে নিই তাঁর মুখ, চোখ, মুকুট, অলংকার, অস্ত্র আর বাহনে। কিন্তু সেই পরিচিত রূপের আড়ালে থাকে কারিগরের হাত, প্রজন্মের অভিজ্ঞতা, মাটি ও শোলার গন্ধ। আবার সময়ের সঙ্গে বদলায় মানুষের রুচি, বদলায় প্রতিমার বহিরঙ্গও। প্রশ্ন ওঠে, দেবতার শরীরে কি শুধু দেবত্বই কথা বলে, নাকি সেখানে মিলেমিশে থাকে মানুষ, মাটি আর সময়ের নিজস্ব ভাষা?

প্রচ্ছদ কাহিনী রম্যাণী গোস্বামী, শুভদীপ চৌধুরী ও দীপালোক ভট্টাচার্য
রম্যরচনা অমিতাভ সাহা
ছোটগল্প অতনু বিশ্বাস
অণুগল্প সঞ্জয় সাহা ও সুপ্রিয় দেবরায়
কবিতা উজ্জ্বল বর্মণ, চৈতালি ধরিত্রীকন্যা, রীনা মজুমদার, দীপশিখা পোদ্দার, তন্ময় বিশ্বাস ও শান্তনু দেবনাথ

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৩৭ সংখ্যা, শনিবার, ১৫ আশ্বিন ১৪৩৩

বঙ্গে নয়া সমীকরণ

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্য রাজনীতি একের পর এক বাঁক নিচ্ছে। বিশেষ করে বিরোধী শিবিরে। যে সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে ২৮ বছর আগে তৃণমূল দলটির জন্ম হয়েছিল, সেই সিপিএমের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক সমীকরণ তৈরির ইঙ্গিত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে নতুন সন্ধিক্ষণে এনে দাঁড় করিয়েছে।

সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব এই সমীকরণকে পাত্তা দিতে না চাইলেও মমতার কথাবার্তায় দুই চিরশত্রুর হাত মেলানোর ইঙ্গিত স্পষ্ট। অন্তত জাতীয় স্তরে। সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির ভূয়সী প্রশংসা শোনা গিয়েছে বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর গলায়। সিপিএমের সঙ্গে মমতার এই সখ্য ঘিরে চর্চার মধ্যে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী আবার মমতাকে হাত শিবিরে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ এমন কথাও বলেছেন যে, মমতা তাঁর দলের অবশিষ্ট অংশটি নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিলে বাংলার কংগ্রেস কর্মীরা তৃণমূল নেত্রীর নেতৃত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত। মমতা অবশ্য অধীরের প্রস্তাবে সাড়া দেবেন- এমন ইঙ্গিত নেই। নন্দীগ্রামে তিনি কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করলেও রেজিনগরে আলাদা প্রার্থী দিয়েছেন মমতা।

তিনি সর্বভারতীয় স্তরে কংগ্রেস ও সিপিএমের শীর্ষ নেতৃত্বের পাশে বসে ভোট চুরির অভিযোগে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি তুলেছেন। তাতে বাংলায় কংগ্রেস ও সিপিএমের সঙ্গে যৌথ আন্দোলনে তাঁর দল আদৌ আগ্রহী কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে গিয়েছে। অধীরের যুক্তি, 'ইন্ডিয়া' জোটে মমতা যখন কংগ্রেসের শরিক, তখন আলাদা অস্তিত্ব না রেখে সরাসরি মূলস্রোতে ফিরে আসাই শ্রেয়।

তবে এই আহ্বানের সঙ্গে একদা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে কড়া শর্তও ছুড়ে দিয়েছেন। শর্তটি হল, মমতাকে কংগ্রেসে আসতে হবে ব্যাগেজমুক্ত হয়ে। এই ব্যাগেজ বলতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই অধীর নিশানা করেছেন বোঝা যায়। ইতিমধ্যে মমতা এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের দড়ি টানাটানিতে নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের জোড়াফুল প্রতীক বাজেয়াপ্ত করে রেখেছে। দুই নামে দুটি গোষ্ঠী নতুন দুটি প্রতীকে উপনির্বাচনে লড়ছে।

কিন্তু নতুন দল আর প্রতীক নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা যে সম্ভব নয়, তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিলক্ষণ উপলব্ধি করতে পারছেন। তাঁর দলের নেতা-কর্মীরা নিয়মিত আক্রমণের শিকার হচ্ছেন, রাজনৈতিক কর্মসূচি বা সভা-সমাবেশ করার জন্য প্রতিপদে উচ্চ আদালতের দ্বারে কড়া নাড়তে হচ্ছে। আইনি জটিলতায় দলীয় তহবিলও ফ্রিজ হয়ে রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ও সিপিএমের সঙ্গে নতুন সমীকরণ তৈরির চেষ্টা আসলে মমতার রাজনীতিতে ভেসে থাকার চেষ্টামাত্র। তাঁর এখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। যে সিপিএমের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ কয়েক দশকের আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক, যাকে তিনি রাজ্য থেকে উৎখাত করতে নিজের রাজনৈতিক জীবনের সেরা সময়টি ব্যয় করেছিলেন, আজ সেই সিপিএমের দিকে তিনি সখ্যের হাত বাড়িয়ে দিতে দ্বিধা করছেন না।

মমতা এখন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা এবং সংকটের সম্মুখীন। মমতাকে সঙ্গে নেওয়া সিপিএম এবং কংগ্রেস উভয়ের কাছে আত্মঘাতী হতে পারে বলে দুই দলের রাজ্য নেতৃত্বের আশঙ্কা আছে মমতার অতীত ইতিহাসের কারণে। তিনি ক্ষমতায় থাকাকালীন কংগ্রেসকে ক্রমাগত ধ্বংস করার চেষ্টা করে গিয়েছেন। 'ইন্ডিয়া' জোটে আপ, সমাজবাদী পার্টির মতো দলগুলিকে নিয়ে সমান্তরাল জিঞ্জার গ্রুপ তৈরি করেছিলেন।

দলীয় হাইকমান্ড এই ইতিহাস উপেক্ষা করলেও পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের পক্ষে সেটা করা যথেষ্ট কঠিন। সিপিএমের পক্ষেও মমতার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজ্যে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই কঠিন। তবে আরএসএস-বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সমস্ত বিরোধী দলের একজোট হওয়া ছাড়াও উপায় নেই। সংকীর্ণ স্বার্থ দূরে সরিয়ে যদি 'ইন্ডিয়া' জোট সেপথে এগোতে পারে, সফল হওয়ার আশা আছে। নচেৎ নয়।

অমৃতধারা

সাধারণত চেতনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে- এদিকে ওদিকে ছুটে বেড়ায়, এ বিষয় বা ও বিষয়ের ওপর ঘোরে ফেরে। যখন স্বভাবের ভালো কিছু করতে হয় তখন প্রথম কাজ যা তুমি করবে তা হচ্ছে এইসব ছড়িয়ে পড়া চেতনাকে জড়ো করে এনে একাগ্র করে ধরা। তখন যদি তুমি ঠিকভাবে লক্ষ কর তাহলে দেখবে যে তখন চেতনা একস্থানে ও এক বিষয়ের ওপর একাগ্র হয়েছে- যেমন হয় যখন তুমি কোনও কবিতা লেখ বা কোনও উদ্ভিদবিদ কোনও ফুলের স্বরূপ সম্বন্ধে পরীক্ষা করে। যদি তুমি কোনও চিন্তাতে একাগ্র হও তাহলে মস্তিষ্কের কোনও একস্থানে হবে, যদি তুমি কোনওভাবে একাগ্র হও, তাহলে হৃদয়ে হবে। যৌগিক একাগ্রতাও সাধারণভাবে সেই একই জিনিস- কেবল তা আরও বিস্তৃত ও গভীর হবে।

-শ্রীঅরবিন্দ

ব্রাজিল ফুটবলের পতনের ১১ কারণ

কলকাতায় আজ ব্রাজিল কত গোল দিল ভারতকে, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা, স্পেন-ফ্রান্স-ইংল্যান্ডের প্রতিভার তলায় ব্রাজিলের চাপা পড়ে যাওয়া।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

ওটা আমেরিকা বিশ্বকাপে ব্রাজিলের প্রত্যেকটি ম্যাচে রুটিন ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভিআইপি বক্সে পাশাপাশি বসে রোনাল্ডো, রোনাল্ডিনহো, কাকা, কাফু, রবার্তো কার্লোস। খেলা দেখতে দেখতে কথা বলছেন। টিভিতে ওঁদের এক ঝলক দেখালে হাতও নাড়ছেন।

ব্রাজিল যেদিন প্রথম ম্যাচে ড্র করল বা যেদিন ছিটকে গেল, সেদিন দেখছিলাম এই তারকারা আন্সেলোত্তি এবং তাঁর ফুটবলারদের সমালোচনায় ব্যস্ত। এঁদের দেখে আমার বারবার মনে পড়ছিল কলকাতার সত্তর ও আশির দশকের নামী ফুটবলারদের কথা। যাঁরা কথায় কথায় বর্তমান প্রজন্মের খুঁত ধরেন। আর বলেন, আমাদের সময় যা খেলতাম, এই ছেলেরা পারে না।

তখনই আরও একটা বাস্তব অবাক করল। এইসব ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তিও কিন্তু কেউই খেলা ছাড়ার পর কোচ হওয়ার দিকে ঝোঁকেননি। কোচ হয়ে দেশকে আরও সাফল্য এনে দেওয়ার তাগিদ নেই কারও। যা দেখিয়েছেন মারাদোনা, যা দেখিয়েছেন দেশঁ বা জিদান! ক্লাব পর্যায়ে লুইস এনরিকে, আন্সেলোত্তি, গুয়ার্দিওলা, কোমানের মতো দেশের ইতিহাসে অন্যতম সেরা ফুটবলার কোচ হিসাবে সফল। দূর অতীতে আমরা দেখেছি জোহান ক্রুয়েফ বা ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ারের সাফল্য। পেলে-রোমারিওর দেশে এমন মুখ কোথায়! শুধু মাঠের বাইরে বক্তৃতা! ভারতীয়সুলভ!

আসলে কোচ হওয়ার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার দরকার। অনেককে নিয়ে চলতে হয়। অন্যদের সাফল্যের উপর নিজের সাফল্য নির্ভরশীল। কাজটা সহজ নয়। এটা অধিকাংশ মহাতারকাই পারেন না। ক্রিকেটেই দেখুন না, আমাদের মেগাতারকাদের মধ্যে রাহুল দ্রাবিড় ছাড়া আর কে পারলেন কোচ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে? মাঠের বাইরে বসে কথা বলা অনেক সহজ।

ব্রাজিলেরও এই অবস্থা। খেয়াল করুন, আর্জেন্টিনায় যত নামী কোচ এখন, ব্রাজিলের তার কিছুই নেই বহুদিন ধরে। আর্জেন্টিনায় স্কালোনি, সিমিওনে, রিকেলমে, স্যামুয়েল বা পচেত্তিনোর মতো নতুন প্রজন্মের কোচ আছেন, যাঁরা ফুটবলার হিসেবেও দারুণ সফল। তাঁদেরও আগের প্রজন্মের বহু কোচ কিংবদন্তি। মার্সেলো বিয়েলসা তো গুয়ার্দিওলার মতো ইউরোপের বহু সফল কোচের আদর্শ। হোসে পেকেরম্যান বহু তারকা ফুটবলার তৈরি করেছেন। কার্লোস বিয়াঞ্চির মতো সফল ক্লাব কোচ লাতিন আমেরিকায় নেই। বিশ্বজয়ী মেনোত্তি, বিলার্দোকে ছেড়েই দেওয়া গেল।

সেখানে আজকের ব্রাজিল ফুটবলে কোচ কোথায়? নামী ফুটবলারদের মধ্যে জাগালোই শুধু কোচিং করে সফল! ব্রাজিলের বাইরে সাফল্য পেয়েছেন শুধু দুই বিশ্বজয়ী স্কোলারি ও আলবার্তো পাহিরা। শুধু ভালো কোচ আসছেন না বলে লাভ নেই। ব্রাজিলের সর্বকালের সেরা দল গড়লে বর্তমানের এই টিমের কেউ ২৫ জনেও ঢুকবেন না। টিমের এক নম্বর ভিনিসিয়াসও নন। যে কারণে ইউরোপের অন্যতম সফল কোচ আন্সেলোত্তি হিমসিম খাচ্ছেন।

শেষ বিশ্বজয়ী ব্রাজিল অধিনায়ক একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, ব্রাজিলের তরুণ ফুটবলারদের প্রথমে ইংল্যান্ডে খেলা উচিত নয়। ওটাই নাকি সর্বনাশের মূল কারণ। কেন! সেখানে প্রেস একটু ভালো খেললেই মাথায় তুলে নাচে, সবার মাথা ঘুরে যায়। ইতালি ক্লাব ফুটবলে বেশি খেলা কাফুর প্রেসক্রিপশন, সবচেয়ে ভালো স্পেনে যাওয়া। যেখানে সাংবাদিকরা অত পাত্তা দেয় না ফুটবলারদের।

ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে অনুশীলনে ভিনিসিয়াসরা। শুক্রবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে।

কাফুর কথা শুনে সাম্প্রতিককালের বেশ কিছু ব্রাজিলিয়ান ফুটবলারের মুখ চোখে ভেসে উঠল। ইংল্যান্ডে তাঁদের মাথায় তুলে নাচানাচি হয়েছিল। দেখা গেল, দেশের জার্সিতে এঁরা একেবারে সাদামাঠা। এই নামগুলো ভাবুন না! ফিরমিনহো, কুতিনহো, জেসুস, রামিরেস, ফাবিনহো, দাভিদ লুই, লুকাস মোরা, অস্কার, ফের্নানদিনহো, জুনিনহো, এডু। আন্সেলোত্তির কলকাতার টিমেই আছেন সপ্তরথী ব্রুনো গুইমারেস, গাব্রিয়েল মাগালহায়েস, আন্দ্রে সান্তোস, এস্তেভাও, রায়ান, ভিক্তর রেইস, জাইর। সাফল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম কিপার আলিসন, এদেরসন এবং ডিফেন্ডার থিয়াগো সিলবা, মিডফিল্ডার গিলবার্তো সিলভা। মজা হল, ব্রাজিল বিশ্বসেরা গোলকিপার বানাতে পারে, বিশ্বসেরা ফরোয়ার্ড-মিডফিল্ডার পায় না।

যে দেশ একসময় বিশ্ব ফুটবলকে শেখাত কীভাবে খেলতে হয়, তারা এখন অনেক ক্ষেত্রেই ইউরোপের তৈরি ছকে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টায়। কেন এই পদস্খলন, তার ১১টি বড় কারণ খুঁজতে বসি। কলকাতায় ব্রাজিল কত গোল দিল ভারতকে, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা, স্পেন-ফ্রান্স-ইংল্যান্ডের প্রতিভার তলায় চাপা পড়ে যাওয়া।

১. হারিয়ে যাচ্ছে ব্রাজিলের দশ নম্বর, নয় নম্বর

জিকো, সক্রেটিস, রাই, রিভাল্ডো, কাকা, রোনাল্ডিনহো। ব্রাজিলের মাঝমাঠে একসময় এমন শিল্পী ফুটবলার থাকতেন, যিনি ম্যাচের গতি নিয়ন্ত্রণ করে আক্রমণের নকশা আঁকতেন। এখন ভিনিসিয়াস, রাফিনহা, রডরিগোদের বল পৌঁছে দেওয়ার সেই সৃষ্টিশীল মস্তিষ্কের অভাব প্রকট।

সেরা স্ট্রাইকার তৈরির কারখানাও যেন বন্ধ। রোমারিও, বেবেতো, রোনাল্ডো, আদ্রিয়ানো— ব্রাজিল একসময় এমন নয় নম্বর তৈরি করত, যাঁকে ঘিরে প্রতিপক্ষের পুরো রক্ষণ পরিকল্পনা বদলাতে হত। সাম্প্রতিক ব্রাজিলে বিশ্বকাপ জেতানোর মতো ভয়ংকর সেন্টার ফরোয়ার্ডের ধারাবাহিকতা নেই।

২. কিশোর বয়সেই ইউরোপে পাড়ি

একসময় ব্রাজিলের সেরা ফুটবলাররা দেশের ক্লাবে পরিণত হয়ে ইউরোপে যেতেন। এখন টিন এজেই প্রতিভাদের ভবিষ্যৎ ঠিক হয়ে যাচ্ছে মাদ্রিদ, লন্ডন বা অন্য কোনও ইউরোপিয়ান শহরে। ফলে ফুটবলার ব্রাজিলে জন্মাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর ফুটবল ব্যক্তিত্ব তৈরি হচ্ছে ইউরোপে। জাতীয় দলের খেলাতেও তার প্রভাব পড়ছে।

৩. ব্রাজিলের জাদু শিখে নিয়েছে ইউরোপ

একসময় বলের উপর দক্ষতা ছিল ব্রাজিলের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এখন স্পেন, ফ্রান্স, পর্তুগালের ফুটবলাররাও একই রকম স্বচ্ছন্দ। তার সঙ্গে ইউরোপ যোগ করেছে প্রেসিং, শারীরিক শক্তি, তথ্য বিশ্লেষণ এবং নিখুঁত কৌশল। ব্রাজিলের যে গুণ একসময় বিরল ছিল, সেটাই এখন বিশ্ব ফুটবলের সাধারণ সম্পদ।

৪. রাস্তার ফুটবল হারিয়ে যাচ্ছে

ব্রাজিলের সবচেয়ে বড় অ্যাকাডেমি ছিল রাস্তা। পাড়ার মাঠ, ফুটসল কোর্ট, সমুদ্রসৈকতে কোনও কোচ শিশুকে বলে দিতেন না, কী করতে হবে। নিজেকেই পথ খুঁজতে হত। সেখানে জন্ম নিত ড্রিবল এবং তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন। নিয়ন্ত্রিত অ্যাকাডেমি সেই স্বাধীনতাকে ক্রমশ সংকুচিত করেছে।

৫. ফুটবলার নয়, 'পজিশন' তৈরি হচ্ছে

আধুনিক কোচিং খুব অল্প বয়সেই একজনকে উইঙ্গার, রক্ষণাত্মক মাঝমাঠের খেলোয়াড় বা ফুলব্যাক বানিয়ে দিচ্ছে। পুরোনো ব্রাজিলে ফুটবলার আগে খেলা বুঝতেন, পরে নিজের জায়গা। এখন ম্যাচের মধ্যে ছক ভেঙে নতুন সমাধান বের করার ট্যাকটিক্যাল লিডার কমছে।

৬. দ্বন্দ্ব শুধু ব্রাজিলেরই

ব্রাজিল জিতলেই হয় না, সুন্দর ফুটবলও খেলতে হবে। এই প্রত্যাশা অন্য বড় ফুটবল দেশের তুলনায় ব্রাজিলের উপর অনেক বেশি। ফ্রান্স বা আর্জেন্টিনা কৌশল বদলে বিশ্বকাপ জিতলে সেটাই সাফল্য। ব্রাজিল বাস্তববাদী ফুটবল খেললে প্রশ্ন ওঠে, ব্রাজিলীয় ফুটবল কোথায়? ফলে তাদের সামনে অদ্ভুত দ্বন্দ্ব। বিশ্বকাপ জিতবে, না ব্রাজিলের মতো খেলে বিশ্বকাপ জিতবে?

৭. ফুটবল সংস্থার অস্থিরতা

বিশ্বকাপের প্রকল্প চার বছরের নয়। প্রতিভা চিহ্নিত করা থেকে যুব দল, সিনিয়ার দল এবং কোচিং দর্শন, সবকিছুর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি যোগসূত্র প্রয়োজন। ব্রাজিল ফুটবল সংস্থার প্রশাসনিক অস্থিরতা, কোচ নিয়ে অনিশ্চয়তা সেই ধারাবাহিকতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

৮. দেশের ক্লাব প্রতিভা তৈরি করে, ইউরোপ ফল পায়

ব্রাজিলের ক্লাবগুলো অসাধারণ ফুটবলার তৈরি করছে, কিন্তু আর্থিক কারণে তাঁদের ধরে রাখতে পারছে না। ফলে যে বয়সে একজন প্রতিভাবান কিশোরের ব্রাজিলের সিনিয়ার ফুটবলে দায়িত্ব নেওয়া শেখার কথা, সেই সময়েই সে ইউরোপে চলে যাচ্ছে। বিনিয়োগ ব্রাজিলের, পরিণত ফুটবলারের সেরা সময়টা পাচ্ছে ইউরোপ।

৯. নেইমার নির্ভরতার মূল্য

এক দশকের বেশি সময় ব্রাজিলের আক্রমণের কেন্দ্র ছিলেন নেইমার। কঠিন ম্যাচে গোটা দল প্রায়ই অপেক্ষা করেছে নেইমার বিশেষ কিছু করবেন। ২০০২ সালের ব্রাজিলে রোনাল্ডো, রিভালদো, রোনাল্ডিনহো, কাকা, কাফু, রবার্তো কার্লোস ছিলেন। পরে সেই দায়িত্বের ভার ক্রমশ একজনের কাঁধে চলে যায়।

১০. মাথাব্যথার নাম ইউরোপ

ব্রাজিলিয়ানরা ইউরোপে যাচ্ছেন, এটা সমস্যাই। আরও বড় সমস্যা, ইউরোপ সেই ফুটবলারকে নিজের প্রয়োজনমতো তৈরি করে ব্রাজিলকে ফেরত দিচ্ছে। হলুদ জার্সি পাচ্ছে দুর্দান্ত ১১ ফুটবলার, কিন্তু সব সময় পাচ্ছে না এক ব্রাজিল দল।

১১. ব্রাজিলকে পৃথিবী ধরে ফেলেছে

ব্রাজিল হয়তো ফুটবলার তৈরি করতে ভুলে যায়নি। বরং পৃথিবী শিখে ফেলেছে ব্রাজিলের কাছ থেকে। তার সঙ্গে যোগ করেছে বিজ্ঞান, কৌশল, প্রেসিং, অ্যাকাডেমি এবং তথ্যপ্রযুক্তি।

বিশ্বকাপে ব্রাজিলের প্রথম ম্যাচ দেখেই বোঝা গিয়েছিল, এই দলে বিস্ময়কর উপাদান নেই। যা কিছু ওই ভিনিসিয়াস। তাও তাঁর ফুটবলে অনেকটা একঘেয়েমি।

কলকাতা, যুবভারতী মেসিকে অধিনায়কত্ব দিয়েছিল। পালটে দিয়েছিল আর্জেন্টিনার মনোজগৎ, দর্শন ও ভাবনা। ব্রাজিলকে কি এ শহর সেভাবে কোনও নতুন পথের সন্ধান দেবে?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৭৩

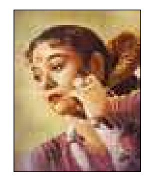

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেত্রী সাধনা বসু।

১৯২০

ধারাভাষ্যকার অজয় বসুর জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

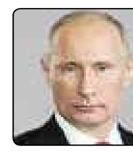

নরেন্দ্র মোদি সেই রাষ্ট্রনেতাদের একজন, আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও যিনি বারবার ইউক্রেনের সঙ্গে সংঘাত থামাতে বলেন এবং এনিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সব পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধানের পথ খোঁজার বিষয়ে মোদির গভীর আগ্রহ রয়েছে। এবিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনাও বেশ ভালো। তিনি নিরপেক্ষ অবস্থান নেন এবং সংঘাত থামানোর চেষ্টা করেন। আমার মনে হয়, সেটা সরাসরি বলে দেওয়াই আমার কর্তব্য। আমরা মোদির কাছে ওঁর চিন্তাভাবনাগুলির জন্য কৃতজ্ঞ।

- ভ্লাদিমির পুতিন

ভাইরাল/১

গ্রেটার নয়ডার তিগ্রি চত্বরে রং ভর্তি একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়লে রাস্তা রঙে ভরে যায়। খবর ছড়াতেই পথচারী ও প্রতিবেশীরা সাহায্যের বদলে বালতি, ড্রাম, মগ নিয়ে রং কুড়োতে শুরু করেন। এতে ব্যস্ত রাস্তায় তীব্র যানজট তৈরি হয়। ঘটনার ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল।

ভাইরাল/২

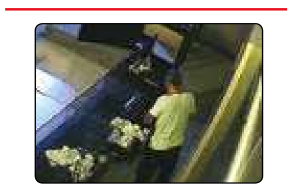

জয়পুরের টঙ্ক রোডে ফিল্মি কায়দায় দুঃসাহসিক চুরির ভিডিও ভাইরাল। রাতের অন্ধকারে কয়েকজন দুষ্কৃতী লোহার রড দিয়ে ঘড়ির শোরুমের তালা ও শাটার ভেঙে ঢোকে। কয়েক মিনিটে কোটি টাকার দামি ঘড়ি নিয়ে চম্পট দেয় তারা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জনমন জনমত

ভোটাধিকারে বঞ্চিত জেন জেড

সম্প্রতি সর্বভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমের অন্তর্তদন্তমূলক প্রতিবেদনের জেরে নির্বাচন কমিশন রীতিমতো বেআব্রু হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই একটি ঘটনা শেয়ার করছি।

আমার ছেলের আঠারো বছর পূর্ণ হয় গত ডিসেম্বর মাসের বাইশ তারিখে। ভোটার তালিকায় নাম তুলতে আমি সেদিনই অনলাইনে আবেদন করি। বিএলও আবেদন খতিয়ে দেখে দ্রুত তা বিডিও স্তরে পাঠিয়ে দেন। বিডিও অফিসে যথারীতি শুনানির পর সব নথিপত্র দেখে আবেদন গৃহীত হয়ে যাবে বলেই আমাদের জানানো হয়। কিন্তু চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের কিছুদিন আগে, সম্ভবত ১৫ ফেব্রুয়ারি আবেদনটি বাতিল করে দেওয়া হয়। কারণ হিসেবে জানানো হয়, ছেলের ছবির নাকি মিল পাওয়া যায়নি— অথচ আবেদনের সময় তার সাম্প্রতিক ছবিই দেওয়া হয়েছিল। এরপর কালবিলম্ব না করে আমি ফের ফর্ম-৬ পূরণ করি এবং বিএলও-ও সঙ্গে সঙ্গে তা ভেরিফাই করে দেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দপ্তর নাম তোলার কোনও গরজ দেখায়নি।

আমার প্রশ্ন, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও কেন আমার ছেলেকে তার বহুকাঙ্ক্ষিত ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল? ছাব্বিশের নির্বাচনে নতুন ভোটার না নেওয়ার পেছনে কী অসৎ উদ্দেশ্য ছিল? 'আঠারোতেই ভোট' বলে ফলাও করে যে প্রচার চালানো হয়, তা কি তবে শুধুই লোকদেখানো? নির্বাচন কমিশনকে কি তবে এখন সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা বলাটাই যুক্তিযুক্ত নয়?

এমন পরিস্থিতিতে আমার ছেলে যদি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বা নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তবে কি তাকে দোষ দেওয়া যায়? নতুন প্রজন্ম এখান থেকে কী শিক্ষা পেল? এখন স্বাভাবিকভাবেই সংশয় জাগে— জেন জেড কি সরকারকে পছন্দ করছে না, নাকি সরকারই জেন জেডকে মেনে নিতে চাইছে না?

পূর্ণ দাস
হাইস্কুল মোড়, ইসলামপুর।

ড্রাইভার সেন্টার চাই

জলপাইগুড়ি প্রাচীন ও জনবহুল শহর। শহরের ভিতর দিয়ে দূরপাল্লার গাড়ি না চলায় বাস বা ট্রেন ধরতে শহরবাসীকে বাইরে যেতে হয়। ফলে অনেকেই ব্যক্তিগত গাড়ির উপর নির্ভরশীল। সহজ শর্তে ঋণ মেলায় ঘরে ঘরে চার চাকার গাড়ি বাড়লেও সবাই তা নিজে চালাতে পারেন না। বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিকরা চিকিৎসার প্রয়োজনে গাড়ি কিনলেও চালকের অভাবে বিপাকে পড়েছেন। প্রয়োজনের সময় চালক না মেলায় সময়মতো চিকিৎসকের কাছে যাওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে। শুধু প্রবীণ নন, সব বয়সের গাড়ির মালিকই একই সমস্যায় জেরবার।

এই পরিস্থিতিতে শহরে একটি ড্রাইভার সেন্টার গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। নির্দিষ্ট কেন্দ্র থাকলে দিনরাত যে কোনও সময় প্রয়োজন অনুযায়ী চালক পাওয়া সম্ভব হবে। পাশাপাশি যাত্রী নিরাপত্তার সুরাহা হবে এবং স্থানীয় চালকরা কাজের সুযোগ পাবেন। অন্যান্য শহরে এমন ব্যবস্থা থাকলেও জলপাইগুড়িতে এখনও নেই। তাই শহরে অবিলম্বে একটি ড্রাইভার সেন্টার চালুর দাবি জানাচ্ছি।

তিমির ব্যানার্জি, হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯১৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট ৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৪৫৪৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা ৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ধ্বংসাত্মক স্ক্যানিংয়ে অস্তিত্বের সংকটে বই

এআই প্রশিক্ষণের তাগিদে দুর্লভ বইয়ের মুদ্রিত অস্তিত্ব ঘিরে বিশ্বজুড়ে বাড়ছে নতুন উদ্বেগ।

জয়দীপ বিশ্বাস

দেশে-বিদেশে বইমেলা হয় উৎসবের মতো। 'আসুন বই পড়ি', 'বইয়ের জন্য হাঁটুন' এমন ফেস্টুন নিয়ে পাঠকের মিছিল, বাড়িতে বইঘর, কফিশপে বই, লাইব্রেরিতে পাঠকের অপেক্ষা। উদ্দেশ্য একটাই, মানুষকে বইমুখো করা, পাঠক বাড়ানো, বইকে ডোডো পাখির মতো বিলুপ্ত হতে না দেওয়া। কিন্তু এই মাতামাতির মধ্যেই মুদ্রিত বই পড়ার অভ্যাস কমছে। বই পড়তে যে মনঃসংযোগ, চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি ও ধৈর্য দরকার, সামাজিক মাধ্যম ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে তার প্রয়োজন যেন কমে আসছে। চ্যাটজিপিটি কিংবা ফেলুদার সিধু জ্যাঠার মতো গুগলের কাছে উত্তর খোঁজার অভ্যাসে গভীর ভাবনার অবকাশও সংকুচিত। আলফা প্রজন্মের কাছে মোবাইল অনেক সময় বইয়ের চেয়ে নির্ভরযোগ্য। ফলে পাঠকের জন্য লেখা বই-ই যেন এবার মেশিনের খাদ্য।

রে ব্র্যাডবেরির 'ফারেনহাইট ৪৫১'-তে বই পোড়ানো ছিল এক ডিস্টোপিয়ান ভবিষ্যতের রূপক। আজ আগুন নেই, আছে স্ক্যানারের ঠান্ডা আলো। ২০২৪ সালে অ্যানথ্রপিকের 'প্রোজেক্ট পানামা' সংক্রান্ত আদালতের নথিতে দেখা যায়, সংস্থাটি লক্ষ লক্ষ মুদ্রিত বই কিনে সেগুলি কেটে, পাতা আলাদা করে, উচ্চগতির শিল্পমানের স্ক্যানারে ডিজিটাল করেছিল এবং মূল কাগজ পরে ফেলে দেওয়া বা পুনর্ব্যবহারে পাঠানোর ব্যবস্থা ছিল। একটি মুদ্রিত বই সরবরাহকারী সংস্থার প্রস্তাবে ছয় মাসে ৫ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ বই রূপান্তরের কথা ছিল। উদ্দেশ্য, সুবিশাল গবেষণা গ্রন্থাগার তৈরি করে সেখান থেকে ক্লডের মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেলের উচ্চমানের প্রশিক্ষণের জন্য উপযোগী বই বেছে নেওয়া। আদালত ২০২৫ সালে বৈধভাবে কেনা বই ডিজিটাল করে প্রশিক্ষণে ব্যবহারকে রূপান্তরমূলক ন্যায্য ব্যবহারের আওতায় দেখলেও, ধ্বংসাত্মক স্ক্যানিং-এর জন্য সংগৃহীত বই নিয়ে আলাদা আইনি প্রশ্ন ওঠে। বিশ্বজুড়ে মুদ্রিত বইয়ের করুণ পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে সমালোচনার ঝড় ওঠে। সেই মামলায় অ্যানথ্রপিক ১৫০ কোটি ডলারের মীমাংসা মেনে নেয়।

প্রতীকী।

এই বইয়ের দিকে টানের কারণও স্পষ্ট। গত জুলাইয়ে ৪০৪ মিডিয়া জানায়, 'প্রোজেক্ট পানামা' বিশ্বজুড়ে মুদ্রিত বইয়ের বিক্রি এক ঝটকায় অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। আমেরিকার এক বই বিক্রেতা ২০টিরও কম সাপ্তাহিক বিক্রি থেকে শতাধিক বই বিক্রির কথা জানিয়েছেন। ছাপার বই কেনার ক্ষেত্রে এআই কোম্পানি অ্যানথ্রপিকের প্রধান শর্ত ছিল, বইগুলো ২০২২ সালের আগে মুদ্রিত হতে হবে এবং আইএসবিএন নম্বর যুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অত্যাধুনিক মডেল তৈরিতে মানুষের দ্বারা লিখিত বই-ই একমাত্র নিরাপদ কাঁচামাল। কারণ, ২০২২ সালে চ্যাটজিপিটি আসার আগের মুদ্রিত বই এআইয়ের তৈরি লেখার দূষণ থেকে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ। ইন্টারনেটজুড়ে জেনারেটিভ এআইয়ের ভুয়ো, নিম্নমানের ও পুনরাবৃত্তিমূলক লেখার স্রোত এতটাই বেড়ে গেছে যে উচ্চমানের এআই মডেল প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যবহার নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এআই নিজের তৈরি লেখাই বারবার ব্যবহার করলে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেলের গুণগত মান কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যায়। অর্থাৎ 'মডেল কোলাপস' করে যেতে পারে। কী অদ্ভুত ভাগ্যের পরিহাস! কিন্তু কার? মুদ্রিত বইয়ের নাকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার!

ই-বুক, কিন্ডেল, অডিওবুক, অনলাইন লাইব্রেরি ও ইন্টারনেট আর্কাইভ বইকে আরও মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ইতিবাচক পথ তৈরি করেছে। কিন্তু দুর্লভ, অপ্রচলিত বা একক ঐতিহাসিক সংস্করণের মুদ্রিত কপি নষ্ট হলে তার বস্তুগত শূন্যতা পূরণ করা কঠিন।

প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির প্রতিযোগিতায় সময় ও খরচ বাঁচানোই যখন শেষকথা, তখন একটি বিরল বই এআই সংস্থার কাছে একটি ডিজিটাল ফাইল মাত্র। স্ক্যান শেষ হলে, প্রয়োজন ফুরোনো কাগজ ডাস্টবিনে কিংবা পুনর্ব্যবহারের পথে চলে যেতে পারে। কিন্তু মানবসভ্যতার লিখিত ঐতিহ্য কি কেবল ডেটায় ধরা যায়? কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় উদ্ভাবন হলেও, তার অগ্রযাত্রার সঙ্গে যদি বইয়ের বস্তুগত অস্তিত্বের প্রশ্নটি হারিয়ে যায়, তবে সেই অগ্রগতির মূল্য কী, এই প্রশ্নই এখন ক্রমশ সামনে আসছে।

(লেখক প্রাবন্ধিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৬৬

পাশাপাশি : ১। দুনিয়াদারিতে খুব একটা পাকা নন ৩। সুরধর্মী গীতিময় কবিতা ৫। লঙ্কার যুদ্ধে যে কিশোরকে রাম হত্যা করেছিলেন ৭। বাঘা ওলের সঙ্গী তেঁতুল ৯। সরকারি অফিসার ১১। দেবতার নামগান ১৪। যিনি কোনও কিছু দান করেন ১৫। যে কল চাপলে জল পড়ে।

উপর-নীচ : ১। যা থেকে হাসির উদ্রেক হয় ২। নিষেধ করা হয়েছে এমন ৩। দেবী ভগবতী বা সরস্বতী ৪। অবাধ্যতা বা অতিক্রম করা ৬। ডান হাত কপালে তুলে অভিবাদন ৮। হিন্দুস্তানী সংগীতের একটি রাগ ১০। লাঠি চালাতে পারদর্শী ব্যক্তি ১১। এক ধরনের ফল ১২। মহাভারতে বিরাট রাজার শ্যালক ১৩। হুঁকোর দণ্ড।

সমাধান ■ ৪৫৬৫

পাশাপাশি : ১। তহরি ৩। বৃতি ৫। হামি ৬। মক্ষিকা ৮। নাকাল ১০। তলানি ১২। লাবণ্য ১৪। ধাতা ১৫। তথ্য ১৬। জাপান।

উপর-নীচ : ১। তকমিনা ২। রিহার্সাল ৪। তিরিক্ষি ৭। কালা ৯। গোলা ১০। তরতাজা ১১। নিউটন ১৩। বরাত।

ওষুধ খেয়ে হলেও বৈঠকে ‘মাস্ট’

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : ফেস্ট আয়োজনের জন্য মিটিং ডেকে তাতে ছাত্রীদের উপস্থিত থাকার ফতোয়া জারির অভিযোগ ঘিরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নতুন করে ‘থ্রেট কালচার’ প্রসঙ্গ সামনে উঠে এল। তৃণমূল আমলের সেই থ্রেট কালচার ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টার অভিযোগে এআইডিএসও-র তরফে সরাসরি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদকে (এবিভিপি) নিশানা করা হয়েছে।

অভিযোগ, মেডিকেল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রীদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে মেসেজ পাঠিয়ে তাঁদের যেভাবেই হোক বৈঠকে উপস্থিত থাকার ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। কোনও ছাত্রীর শরীর খারাপ থাকলে তিনি যাতে ওষুধ খেয়ে হলেও বৈঠকে উপস্থিত থাকেন, তা মেসেজে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে। এমনকি ছাত্রীরা যাতে ‘অ্যাপ্রন’ ছেড়ে অন্য ‘ফর্মাল’ পোশাক পরে বৈঠকে হাজির থাকেন, সেটাও বলা হয়েছে।

যদিও ওই মেসেজের সঙ্গে প্রকৃত এবিভিপির কেউ যুক্ত নয় বলে ছাত্র সংগঠনটির তরফে দাবি করা হয়েছে। এদিকে, মেসেজের বিষয়ে কিছু জানা নেই বলে দাবি করেছেন মেডিকেলের অধ্যক্ষ ডাঃ সুজয় মিস্ত্রি। তিনি বলেন, ‘কোনও ধরনের ফতোয়া মেডিকেল কলেজ কখনও সমর্থন করে না। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।’

কলেজ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মেডিকেলের ৪০০ নম্বর লেকচার থিয়েটারে ওই বৈঠকটি হয়। বৃহস্পতিবার সকালে প্রথম বর্ষের ছাত্রীদের হস্টেলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সেই বৈঠকের মেসেজ পাঠানো হয়, যার স্ক্রিনশট দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে ছাত্রীদের মিটিংয়ে থাকতে বাধ্য করা নিয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধে। এআইডিএসও-র মেডিকেল ইউনিটের সেক্রেটারি হিরণ্ময় রায় বলেন, ‘তৃণমূল আমলের যে থ্রেট কালচার ছিল, তা এবিভিপি ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। ছাত্রীরা কী পোশাক পরবেন, সেটাও এবিভিপি ঠিক করে দেবে? অসুস্থ থাকলে তাঁকে ওষুধ খেয়ে হলেও মিটিংয়ে থাকতে হবে—এ

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ফতোয়া

কেমন ফতোয়া? এবিভিপির তরফে এই মেসেজ দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল আমলে ফেস্টের নামে যেভাবে টাকা তোলা হত, ঠিক একইভাবে টাকা তোলার চেষ্টা চলছে।’

যদিও এআইডিএসও-র তোলা অভিযোগ মিথ্যা বলে এবিভিপির তরফে দাবি করা হয়েছে। সংগঠনের মেডিকেল কলেজ ইউনিটের সম্পাদক অনিরজিৎ বিশ্বাস বলেন, ‘৪ মে-র পর যাঁরা তৃণমূল ছেড়ে এবিভিপি হওয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁরাই এই মেসেজের পেছনে রয়েছেন। আমরা এই কালচারের তীব্র বিরোধিতা করছি। এই ঘটনার সঙ্গে প্রকৃত এবিভিপির কেউ যুক্ত নন।’

কাজের টোপে আটকে নির্যাতন

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : কাজের সূত্রে স্বামী থাকেন ভিনরাজ্যে। শাশুড়ির সঙ্গে থাকতেন তরুণী। নানা কারণে একসময় ঋণে জড়িয়ে পড়েন তিনি। বাড়ির পাশের একটি দোকানে কাজ খুঁজছিলেন। দোকান মালিক তাঁকে মাটিগাড়ার একটি এলাকায় তাঁর অন্য দোকানে কাজের প্রস্তাব দেন। রাজি হয়ে ৯ সেপ্টেম্বর সেখানে যান তরুণী। কাজের বদলে এমন অভিজ্ঞতার মুখে পড়তে হবে, ভাবতেও পারেননি তরুণী।

নির্যাতিতার অভিযোগ, দোকানের পাশের একটি ভাড়ার ঘরে তাঁকে নিয়ে যান অভিযুক্ত ইয়াসিন আলি। সেখানে হাত-পা বেঁধে শুরু হয় নির্যাতন। অভিযোগ এবং পরবর্তী মেডিকেল পরীক্ষায় মারধরের পাশাপাশি একাধিকবার ধর্ষণের কথাও উঠে এসেছে। ২৪ সেপ্টেম্বর কোনওভাবে বাঁধন খুলে ঘরে থাকা অন্য একটি মোবাইল থেকে স্বামীকে ফোন করেন তরুণী। তড়িঘড়ি শহরে ফেরেন তাঁর স্বামী। তরুণীর দেওয়া ঠিকানায় গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন।

অভিযোগ, তরুণীকে উদ্ধারের সময় ইয়াসিনের সঙ্গে তাঁর স্বামীর হাতাহাতি হয়। পরে স্থানীয়রা জড়ো হলে পালিয়ে যান ইয়াসিন। ২৯ সেপ্টেম্বর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে মহিলা থানার পুলিশ। শুক্রবার সকালে গয়াগঙ্গা এলাকা থেকে ইয়াসিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, তাঁর বাড়ি এনজেপি এলাকায়। তবে তরুণীকে উদ্ধারের পর গয়াগঙ্গায় গা ঢাকা দিয়েছিলেন তিনি। ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা

- কাজ দেওয়ার নাম করে তরুণীকে ঘরে নিয়ে নির্যাতনের অভিযোগ
- হাত-পা বেঁধে মারধর, একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ
- ১৫ দিন পর অন্যের মোবাইল থেকে স্বামীকে ফোন
- নিখোঁজের অভিযোগ জানানো হয়নি কেন, প্রশ্নে পরিবার

হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

তবে, ৯ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ টানা ১৫ দিনেরও বেশি নিখোঁজ থাকার পরেও পরিবারের তরফে পুলিশে অভিযোগ দায়ের না হওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্বামীর দাবি, তিনি বাড়িতে থাকেন না। মা একা থাকেন। তাই পুলিশের কাছে যাওয়া হয়নি। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি মহিলার শ্বাশুড়ি ফোনে ভিনরাজ্যে থাকা তরুণকে কিছুই জানাননি এতদিন কিংবা তরুণ নিজের স্ত্রীর ফোন পাওয়ার আগে অবধি তাঁর খোঁজখবর করেননি? এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে ফোনে ওই তরুণীর স্বামী বলেন, ‘পরিবারের মানসম্মানের ব্যাপার আমরা এই নিয়ে কথা বলব না।’ স্ত্রী ফোন না করলে বিষয়টি কি আড়ালেই থেকে যেত, উঠছে সেই প্রশ্নও। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের দাবি, এলাকায় তরুণীর নিখোঁজ হওয়ার খবর তাঁর কাছে ছিল না। বিষয়টি নিয়ে স্বামীর তরফে আর কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, তরুণী যাতে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারেন, তার জন্য তাঁর মোবাইলের সিম বদলে দিয়েছিলেন ইয়াসিন। জিজ্ঞাসাবাদে তরুণী জানিয়েছেন, কাজের সূত্রেই তিনি অভিযুক্তের কাছে কাজ চেয়েছিলেন। মাটিগাড়ার দোকানে যাওয়ার পর কাজ দেওয়ার কথা বলে তাঁকে পাশের ভাড়ার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। আর তারপর থেকেই তাঁর ওপর অকথ্য নির্যাতন শুরু হয়।

মারধর বাইক ট্যাক্সিচালককে

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : রাতের শহরে বেধড়ক মারধরের শিকার হলেন এক বাইক-ট্যাক্সিচালক। তাঁর মাথা সহ শরীরের একাধিক জায়গায় চোট লেগেছে। বুধবার গভীর রাতের ঘটনার পর শুক্রবার ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সাহিল সরকার নামে ওই ব্যক্তি।

সাহিলের অভিযোগ, বুধবার গভীর রাতে তিনি এক তরুণকে ওই পাবের সামনে নামান। সেখানে দুই তরুণী তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অভিযুক্ত দুই তরুণ তাঁদের কটূক্তি করছিলেন বলে অভিযোগ। প্রতিবাদ করতেই তাঁরা চড়াও হন। সাহিল বলেন, ‘আমি ভাড়ার টাকা নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ অভিযুক্ত দুই তরুণ আমাদের ওপর চড়াও হয়। আমি পালানোর চেষ্টা করলে ওই তরুণদের দলবল আমাকে ধাওয়া করে।’ তাঁর আরও অভিযোগ, ‘বৃহস্পতিবার সারাদিন উঠতে পারিনি। পরে আমার সহকর্মীদের কাছ থেকে শুনতে পাই, ওই অভিযুক্তরা প্রভাবশালী। তবুও আমি থানায় অভিযোগ করলাম।’

বাস টার্মিনাসে স্বচ্ছতা অভিযান

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : গান্ধি জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শুক্রবার শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে স্বচ্ছতা অভিযান চালায় কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি। সংগঠনের চেয়ারম্যান সতীশ মিত্রুকা, ভাইস চেয়ারম্যান অমল মণ্ডল, প্রাক্তন চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল সহ অন্য সদস্যরা ঝাড়ু দিয়ে টার্মিনাস চত্বর সাফাই করেন। সাফাইকর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় জামা ও মাস্ক। ছিল মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা।

সংগঠনের চেয়ারম্যান বলেন, ‘আমরা বারো বছর ধরে এই স্বচ্ছতা অভিযান চালাচ্ছি। স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে আমাদের সকলকে একজোট হতে হবে। তবেই শহর সুন্দর থাকবে। ইতিমধ্যেই মহানন্দা নদীর স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু করেছি। আশা করছি, আগামী বছর শহরবাসীকে স্বচ্ছ মহানন্দা উপহার দিতে পারব।’

সংগঠনের ভাইস চেয়ারম্যানের বক্তব্য, ‘মহানন্দা নদী আমাদের মা। তাই এই নদীকে পরিষ্কার রাখতেই হবে। আমরা চেষ্টা করে চলেছি। যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে।’

কর্মবিরতি প্রত্যাহার

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : তিনদিন পর অবশেষে কর্মবিরতি উঠল। উত্তরবঙ্গ সাফাই কর্মচারী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের ডাকা কর্মবিরতিতে ইতি পড়তেই শুক্রবার সকাল থেকে সাফাইকর্মীরা একযোগে কাজে যোগ দেন। এ বিষয়ে সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক সানি রাউত বলেন, ‘প্রশাসক পরিচালিত পুর কর্তৃপক্ষের তরফে পাওয়া আশ্বাসে কর্মবিরতি প্রত্যাহার করা হয়েছে। সকলেই এদিন থেকে কাজে যোগ দিয়েছেন।’ অন্যদিকে, পুর প্রশাসক আর বিমলা বলেন, ‘পুজোর আগেই শহরের নিকাশিনালাগুলি আরও ভালো করে সাফাই করা হবে। সেইসঙ্গে পুজোমণ্ডপ চত্বরও যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সেক্ষেত্রে পদক্ষেপ করা হবে।’

ম্যাচ সম্প্রচার

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : আজ, শনিবার কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ভারত বনাম ব্রাজিল ফুটবল ম্যাচ। আর সেই হাইভোল্টেজ ম্যাচ সরাসরি বড় পর্দায় সম্প্রচার করবে শিলিগুড়ি পুরসভা। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরের বাঘা যতীন পার্কে ম্যাচটি দেখানো হবে। উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী। শিলিগুড়ি বরাবরই ফুটবলের প্রতি প্রবল উৎসাহী। শহরে প্রচুর ব্রাজিল সমর্থকও রয়েছেন। ফলে বড় পর্দায় এই ম্যাচ দেখতে বাঘা যতীন পার্কে ফুটবলপ্রেমীদের উপচে পড়া ভিড় হবে বলে আশাবাদী আয়োজকরা।

প্ল্যান্ট উদ্বোধন

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (এসটিপি)-৩’এর নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। বৃহস্পতিবার ঘটা করে সেটির উদ্বোধন করা হয়। শুক্রবার পুর প্রশাসক আর বিমলা ফুলবাড়ি এলাকায় এসটিপি-৩ পরিদর্শনে যান। প্রায় ১৮ কোটি টাকা খরচ করে প্ল্যান্টটির নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। জোড়াপানি ও ফুলেশ্বরী নদীর জল স্বচ্ছ রাখাই এর লক্ষ্য। এলাকার পরিবেশ সুরক্ষার জন্যও প্রায় আড়াই বছরের দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় এই নির্মাণকাজ শেষ করা হয়েছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

চাঁদের ধুলোয় বারুদের গন্ধ

চাঁদের মাটিতে মানুষ পা রেখেছে ঠিকই, কিন্তু চাঁদের নিজস্ব গন্ধ কেমন, তা খুব কম লোকই জানেন। অ্যাপোলো অভিযানের মহাকাশচারীরা যখন চাঁদে হেঁটে স্পেসশিপের ভেতরে ফিরে নিজেদের হেলমেট খোলেন, তখন তাঁরা এক অদ্ভুত গন্ধ নাকে পান। তাঁদের স্পেসস্যুটে লেগে থাকা চাঁদের মিহি ধুলো থেকে অবিকল পোড়া বারুদের মতো তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ বের হচ্ছিল। কোটি কোটি বছর ধরে সৌরঝড়ের তীব্র বিকিরণে চাঁদের পাথুরে ধূলিকণাগুলো রাসায়নিকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠায় এই অদ্ভুত গন্ধ তৈরি হয়েছিল।

প্রথম কাঠের উপগ্রহ

মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠানোর জন্য সবাই টাইটেনিয়াম বা অ্যালুমিনিয়ামের মতো আধুনিক ধাতু ব্যবহার করে। কিন্তু জাপানের বিজ্ঞানীরা মহাকাশ বর্জ্য কমাতে এক সম্পূর্ণ অভিনব পথ বেছে নিয়েছেন। তাঁরা বিশ্বের প্রথম কাঠের তৈরি ন্যানো-স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠাচ্ছেন। ম্যাগনোলিয়া গাছের কাঠ মহাকাশের চরম শূন্যতা এবং তীব্র তাপমাত্রার পরিবর্তনের মধ্যেও নষ্ট হয় না। মেয়াদ শেষে এই কাঠের উপগ্রহটি যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকবে, তখন তা কোনও ক্ষতিকারক ধাতব কণা না ছড়িয়ে সম্পূর্ণ ভস্ম হয়ে যাবে।

পাখির শরীরে তৈরি দুধ

স্তন্যপায়ী প্রাণীরাই কেবল বাচ্চার জন্য দুধ তৈরি করতে পারে, এমন ধারণাকে ভুল প্রমাণ করেছে সুন্দর গোলাপি ফ্লেমিঙ্গো পাখি। এদের গলার খাদ্যনালির বিশেষ এক অংশে লাল রঙের ঘন তরল তৈরি হয়, যাকে ক্রপ মিল্ক বলা হয়। এই দুধ প্রোটিন এবং চর্বিতে ঠাসা। পুরুষ এবং নারী ফ্লেমিঙ্গো উভয়েই ছানাকে মুখ দিয়ে এই দুধ খাইয়ে বড় করে। ফ্লেমিঙ্গোর গায়ের রঙের মতোই এদের দুধের রংও উজ্জ্বল লাল হয়, যা দেখলে মনে হতে পারে তারা বুঝি ছানাকে রক্ত খাওয়াচ্ছে।

পিঁপড়ের নিজস্ব হাসপাতাল

আফ্রিকার মাতাবেলে প্রজাতির শিকারি পিঁপড়েরা যুদ্ধের ময়দানে আহত সঙ্গীদের বাঁচাতে এক নিখুঁত চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। উইপোকাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় যেসব পিঁপড়ে আহত হয়, তাদের অন্য পিঁপড়েরা মুখে তুলে নিজেদের বাসায় ফিরিয়ে আনে। এরপর তারা নিজেদের মুখ থেকে এক বিশেষ ধরনের রাসায়নিক তরল বের করে আহত সঙ্গীর ক্ষতের ওপর মালিশ করে দেয়। এই তরলটি আসলে অত্যন্ত শক্তিশালী প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিক, যা ক্ষতের সংক্রমণ আটকে প্রায় নব্বই শতাংশ আহত পিঁপড়েকে সুস্থ করে তোলে।

বক্সা-মানস ঘিরে পর্যটন পরিকল্পনা

প্রথম পাতার পর

তাঁর দাবি, 'বক্সা-মানস এলাকাকে আন্তর্জাতিক মানের বনভিত্তিক পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। সেই কাজ দ্রুত শুরু হবে।'

আলিপুরদুয়ারে বক্সা ও অসমের মানসের মধ্যবর্তী এলাকায় এই পরিকল্পনা ঘিরেই উঠছে পরিবেশগত ও সামাজিক নানা প্রশ্ন। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের এলাকায় বাঘের বিচরণক্ষেত্র ও বন্যপ্রাণের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বসতি সরানোর কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই ভুটিয়া বস্তি ও গাঙ্গুটিয়া বস্তির বাসিন্দাদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে অন্যত্র সরানো হয়েছে। এমনকি এদিন প্যারেড গ্রাউন্ডের মঞ্চে জয়ন্তী থেকে পুনর্বাসনে রাজি এমন কয়েকজনের হাতে চেকও তুলে দেয় প্রশাসন। তার আগে বক্সায় আনা বাঘিনীকে এদিন খোলা জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেই উপলক্ষ্যেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল প্যারেড গ্রাউন্ডে। অনুষ্ঠানে বক্সা এবং অসমের মানস জাতীয় উদ্যান মিলিয়ে প্রায় ২০০০ একর জমি চিহ্নিত করে বিশ্বমানের ফরেস্ট ট্যুরিজম ডেস্টিনেশন গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাঘের জন্য যে এলাকা জনবসতিশূন্য করা হচ্ছে, সেখানে কীভাবে ট্যুরিজম সেন্টার গড়া হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পরিবেশপ্রেমীদের আশঙ্কা, পর্যটনের নামে বনের ভেতর অতিরিক্ত পরিকাঠামো তৈরি হলে বনাঞ্চলের স্বাভাবিক পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য এবং বন্যপ্রাণের অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। বিশেষ করে, বাঘের নিরাপদ আবাসস্থল তৈরির যুক্তিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের বসতি সরানোর পরিকল্পনা এবং একই এলাকায় বিশ্বমানের পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাবের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়, সেই প্রশ্নও তুলেছে তারা। পর্যটন প্রকল্পের জন্য ২০০০ একর জমি কোন এলাকায় চিহ্নিত হবে, সেখানে কী ধরনের পরিকাঠামো তৈরি হবে এবং প্রকল্পের ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবিকা ও পরিবেশের উপর কী প্রভাব পড়বে, তারও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করেছে তারা।

আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাবের সম্পাদক ত্রিদিবেশ তালুকদার বলেন, 'আমরাও চাই আলিপুরদুয়ারকে কেন্দ্র করে ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম ডেস্টিনেশন গড়ে উঠুক। তবে তা অবশ্যই হতে হবে বক্সার কোর এবং বাফার জোনের বাইরে। সেইসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের অর্থনীতি এবং পরিবেশে এর প্রভাব কতটা পড়বে, সেটা দেখতে হবে।'

পরিবেশকর্মী শুভজিৎ সাহার কথায়, 'যে উদ্দেশ্য নিয়ে বাঘ ছাড়া এবং বসতি তুলে দেওয়া হল, তা যেন বিঘ্নিত না হয়- সেটা আগে সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। বন ও বন্যপ্রাণীকে বাঁচিয়ে পর্যটনের উন্নয়ন হোক, সেটা আমরাও চাই।'

পরিবেশকর্মীদের একাংশের মতে, বক্সা ও মানসের মতো সংবেদনশীল বনাঞ্চলে পর্যটন প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে পরিবেশগত প্রভাব খতিয়ে দেখা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মতামত নেওয়া জরুরি। উন্নয়নের পাশাপাশি বন ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের বিষয়টিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। ফলে বক্সা-মানস সংলগ্ন এলাকায় প্রস্তাবিত এই পর্যটন প্রকল্প বাস্তবে কীভাবে রূপায়িত হবে, তা নিয়ে এখন থেকেই শুরু হয়েছে আলোচনা।

যদিও রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যখন বলেছেন, তখন সব ভেবেই বলেছেন। আলিপুরদুয়ারের সামগ্রিক উন্নয়ন করতে আমরা বদ্ধপরিকর।'

লোকালয়ের পথে গর্ত খনন, ঘোষণা দিলীপের

হাতি ঠেকাতে জি রাম জি প্রকল্প

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২ অক্টোবর : ডুয়ার্স ও জঙ্গলমহলে হাতির তাণ্ডব রোখার কাজও এবার ঢুকে পড়ল ১২৫ দিনের ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পে। শুক্রবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ একথা জানিয়েছেন।

হাতির পাল জঙ্গল থেকে এসে যাতে গ্রামে ঢুকে ফসল ও জীবনহানির মতো ঘটনা ঘটাতে না পারে, তার জন্যই এই ব্যবস্থা কার্যকর করতে চলেছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। হাতির দলকে আটকাতে রাস্তায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার লম্বা গর্ত খোঁড়া হবে। চওড়ায় ৪ থেকে ৫ ফুট এবং গভীরতায় প্রায় ১০ ফুট মতো গর্ত খোঁড়া হবে। আর এই কাজে যাঁরা যুক্ত হবেন, তাঁদের ১২৫ দিনের কাজে যুক্ত করা হবে এবং উপযুক্ত

পারিশ্রমিকও তাঁরা জব কার্ডের মাধ্যমে পাবেন।

দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, মাঝে অতিবর্ষার কারণে ১২৫ দিনের কাজে জব কার্ডহোল্ডারদের কাজ দেওয়ার গতি কিছুটা থমকে যায়। এই প্রকল্পে অতিরিক্ত আরও ৩৭৫টি কাজকে যুক্ত করা হচ্ছে। যাতে জব কার্ডহোল্ডারদের এই প্রকল্পের আওতায় আরও বেশি কাজ দেওয়া যায়।

দিলীপ ঘোষ বলেন, '১২৫ দিনের জি রাম জি প্রকল্পকে আরও গতিশীল করতে অতিরিক্ত এইসব প্রকল্পকে যুক্ত করা হচ্ছে। এমনকি গ্রামীণ দুর্গাপুজোয় পুকুরঘাট সংস্কারের কাজও এতে যুক্ত করা হচ্ছে। গ্রামীণ থানা ও

- হাতি তাড়াতে পরিখা খনন, 'জি রাম জি' প্রকল্পে শ্রমিকরা পারিশ্রমিক পাবেন জব কার্ডের মাধ্যমে
- গতি বাড়াতে এই প্রকল্পে আরও ৩৭৫টি নতুন কাজ যুক্ত হচ্ছে
- একাংশ প্রধানের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ

পুলিশ ফাঁড়ি সংলগ্ন এলাকায় সংস্কার ও উন্নয়নের কাজও এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন সুবিধাযুক্ত হলঘরও নির্মাণের প্রকল্প যুক্ত হচ্ছে।' তাঁর কথায়, 'আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরি করতে মিস্ত্রি ও ঘরামির কাজে যুক্ত শ্রমিকদের পারিশ্রমিক জি রাম জি প্রকল্পের তহবিল থেকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়েছে।'

দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, রাজ্যে পালাবদলের পর একটা বড় অংশের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের অসহযোগিতায় ঠিকমতো কাজ দেওয়া যায়নি জব কার্ডহোল্ডারদের। এই বড় অংশের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের মধ্যে অধিকাংশই তৃণমূলি। তাঁরা পঞ্চায়েতের কাজে অসহযোগিতা করায় গ্রামীণ মানুষ ১২৫ দিনের কাজ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। মন্ত্রী জানান, গত ১ জুলাই থেকে জি রাম জি প্রকল্পের ১২৫ দিনের কাজ শুরু হওয়ার পর পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

বন্ধ জাতীয় সড়ক

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে রবিঝোরা ও ২৯ মাইল সংলগ্ন এলাকায় ভূমিধস রোধে গার্ডওয়াল তৈরির কাজে গতি আনতে চাইছে ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড বা এনএইচআইডিসিএল কর্তৃপক্ষ। তাই ৫ থেকে ১৭ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত সেবক থেকে রংপোগামী রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ রাখার আবেদন জানিয়ে কালিম্পং জেলা প্রশাসনকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী ধাপে ২৩ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর, ১৩ নভেম্বর থেকে ২৪ ডিসেম্বর, ২৬ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ও ২০২৭ সালের ২ জানুয়ারি থেকে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত ৪ দফায় রাস্তা বন্ধ রেখে সংস্কার করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। জেলা প্রশাসনের তরফে চূড়ান্ত ছাড়পত্র পেলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে।

হিংসার পথ

তিনের পাতার পর

ককরোচ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে চ্যালেঞ্জ জানালেও মোটের ওপর শান্তিপূর্ণভাবেই মুম্বইয়ের বিক্ষোভ শেষ হয়। এজন্য মুম্বই পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়ে দীপকে দিল্লি পুলিশকে মুম্বই পুলিশের থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথা বলে কটাক্ষ করেন।

ককরোচ জনতা পার্টির এক্সে বলা হয়, 'এবারের গান্ধি জয়ন্তী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

শিবাজি পার্কের পাশাপাশি আজাদ পার্কেও কর্মসূচি হয়। অভিজিৎ বলেন, 'জ্ঞানেশ কুমার ভোট চুরি করেছেন। উনি পদত্যাগ না করা পর্যন্ত প্রতিবাদীরা শান্ত হবেন না। বিজেপির এক দেশ, এক ভোট প্রস্তাব শুধুমাত্র একটি স্লোগান নয়। বিজেপির প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, এক দেশ, এক দল রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করা।'

শিবাজি পার্কে মানুষের ঢল নেমেছিল। ককরোচ পার্টির দাবির সমর্থনে মঞ্চে আসেন অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ, অভিনেত্রী শাবানা আজমি, সংগীতকার বিশাল দাদলানি, তুষার গান্ধি প্রমুখ। নয়াদিল্লির যন্তরমন্তরে আইসা, এসএফআই, ডিওয়াইএফআই, এনএসইউআই সহ একাধিক ছাত্র ও যুব সংগঠন যোগ দেয়। ছিলেন আপের নেতা-কর্মীরাও। শুধু দিল্লি ও মুম্বই নয়, সারা দেশ শুক্রবার 'ভোট চোর, গদি ছোড়' স্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে। এসআইআর-এর নামে ভোটার তালিকা থেকে গণহারে নাম বাদের অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের জবাবদিহি এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবি ওঠে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

প্রতিবাদীদের সমর্থনে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'আজ গান্ধি জয়ন্তী। আর আজই হাজার হাজার তরুণ ভোট চুরির বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করতে রাস্তায় নেমেছেন। ওঁদের দাবি পরিষ্কার- জ্ঞানেশ কুমার ইস্তফা দিন। গণতন্ত্র বাঁচাও। আর মোদি-শা সরকারের জবাব? ছেলেমেয়েদের টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আটক করা হয়েছে হাজার খানেক।'

রাহুলের কথায়, 'ওঁদের দোষ একটাই, ভোট চুরির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। লাঠি দিয়ে ভিড় থামানো যায়, প্রশ্ন করাকে নয়। জ্ঞানেশ কুমার যাবেনই। যে সিস্টেম ওঁকে বসিয়েছে, সেটাও যাবে।' প্রতিবাদীদের সমর্থন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিলেশ যাদবরাও। ধরপাকড়ের নিন্দা করে সিপিএমের পলিটব্যুরো বলেছে, দিল্লি পুলিশ যেভাবে বিক্ষোভকারীদের আটক করেছে এবং প্রবীণ রাজনৈতিক নেতাদের হেনস্তার মুখে পড়তে হয়েছে, তা গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের অধিকারের উপর আঘাত।

কলকাতা সহ বাংলার বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদে নামে বামপন্থী দলগুলি। কলকাতায় রানি রাসমণি রোডে জমায়েত করে নেতাজিমূর্তি থেকে গান্ধিমূর্তি পর্যন্ত মিছিলে হাঁটে সিপিএম, সিপিআই, সিপিআই (এমএল) লিবারেশন, আরএসপি, এসইউসিআই (সি) প্রমুখ বাম দলগুলি। লখনউতে বিক্ষোভ দেখায় সমাজবাদী পার্টি। বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠন, আম আদমি পার্টি এবং একাধিক নাগরিক ও ছাত্র সংগঠনের কর্মসূচিতে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে লুটিয়েন্স দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকা।

দিল্লি পুলিশের হিসাবে ১ হাজার বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়েছে। আটকদের মধ্যে ছিলেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি, বৃন্দা কারাত, আইসা নেত্রী নেহা বোরা, দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অতিশী, আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ, সমাজকর্মী যোগেন্দ্র যাদব প্রমুখ। টেনেহিঁচড়ে, পাঁজাকোলা করে তাঁদের প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। পরিস্থিতি সামলাতে যন্তরমন্তরে পথে একাধিক জায়গায় দেওয়া হয়েছিল ব্যারিকেড। একাধিক মেট্রো স্টেশন বন্ধ রাখা হয়েছিল। যন্তরমন্তরে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। প্রতিবাদ শনিবারও চলবে বলে জানিয়েছেন নেহা।

বোমাবাজি

গোয়ালপোখর, ২ অক্টোবর : ভোররাতে বিকট শব্দে কেঁপে উঠল উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর থানার বলদিয়াবাসা এলাকা। পরপর বোমা বিস্ফোরণের জেরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা গ্রামে। শুক্রবার ভোররাতে এক বিজেপি কর্মীর বাড়ি লক্ষ্য করে এই বোমাবাজি চালানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও শাসক-বিরোধীদের চাপানউতোর তুঙ্গে উঠেছে।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্য রাবিয়া খাতুন জানান, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি করেন। তাঁর স্বামী সাদ্দাম হোসেন তৃণমূলের মিথ্যা অভিযোগে বর্তমানে জেলে বন্দি। ঘটনার সময় তিনি নাবালক সন্তানদের নিয়ে একা বাড়িতে ছিলেন। তিনি বলেন, 'ভোররাতে হঠাৎ পরপর বাড়ির পাশে বোমাবাজি হয়। চিৎকার করে বাইরে বেরোলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়।' রাবিয়ার অভিযোগ, এলাকার তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নবিউল ইসলাম, তাঁর শাগরেদ ধুলু মহম্মদ ও আমিরুদ্দিন এই হামলার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। চাঁদা আদায় এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় তাঁদের গোটা পরিবারকে খুনের চক্রান্ত করা হচ্ছে। যদিও যাবতীয় অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য নবিউল ইসলাম। তাঁর পালটা যুক্তি, 'আমি রাত ১১টা নাগাদ জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি এবং অসুস্থ। বিজেপি নিজেরাই বোমাবাজি করে আমাদের বদনাম করার চেষ্টা করছে।' বিজেপির পক্ষ থেকে গোয়ালপোখর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

অসুস্থ স্পিকার

কলকাতা, ২ অক্টোবর : বুকে তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে হঠাৎ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হলেন রাজ্য বিধানসভার স্পিকার তথা কোচবিহার দক্ষিণের বিধায়ক রথীন্দ্র বসু। শুক্রবার তিনি হঠাৎ অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তাঁর স্বাস্থ্যের পর্যবেক্ষণে রয়েছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি দল। তিনি আইসিইউ-তে ভর্তি হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। যদিও হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

সুবর্ণজয়ন্তী

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : শুক্রবার থেকে শুরু হল চা নিলামকেন্দ্রের ৫০ বছর পূর্তি বা সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন। দু'দিন ধরে চলবে এই অনুষ্ঠান। শুক্রবার শিলিগুড়ির চেকপোস্ট সংলগ্ন একটি মলে কার্নিভালের আয়োজন করা হয়। কার্নিভালে বসেছিল বিভিন্ন চায়ের স্টল। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট এবং রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। শনিবার নিউ চামটা রিসর্টে চা শিল্প নিয়ে সেমিনার হবে।

সংস্কার হতেই শুরু রাস্তা খোঁড়া

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : সংস্কারের কাজ শেষ হতে না হতেই নতুন করে রাস্তা খোঁড়া। এমন ঘটনাই ঘটেছে শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে। খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, বিদ্যুৎ পরিষেবা সংক্রান্ত ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার জন্য নতুন করে রাস্তা খোঁড়ার কাজ শুরু হয়েছিল এখানে। যা নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ ছড়ায়। সবেমাত্র রাস্তা সংস্কারের কাজ শেষ হয়েছে, এমন পরিস্থিতিতে পুজোর মুখে কেন রাস্তা খোঁড়া হচ্ছে, প্রশ্ন তোলেন ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। বিষয়টি নজরে আসে পুরনিগমের আধিকারিকদের। পুরনিগম সূত্রে খবর, রাস্তা খোঁড়ার কাজ বন্ধ করার পাশাপাশি সেখানে নতুন করে সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছেন প্রশাসক আর বিমলা। পাশাপাশি, শহরের ওয়ার্ডভিত্তিক রাস্তা সংস্কারের বিষয়েও খোঁজ নিয়েছেন তিনি। পুর প্রশাসক বলেন, 'শহরে ইতিমধ্যে সংস্কারের কাজ প্রায় ৭০ শতাংশ শেষ হয়ে গিয়েছে। বাকি কাজও মহালয়ার আগে শেষ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে কাজের গতি বাড়ানো হচ্ছে।'

শহরের সুভাষপল্লি এলাকা সহ রথখোলা ক্লাব সংলগ্ন এলাকা হয়ে ১৬ নম্বর ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন। তারপর সেখান থেকে তিনি সরাসরি বিধান রোড এলাকায় চলে যান। সবশেষে টিকিয়াপাড়া মোড় এলাকায় রাস্তার কাজের মান খতিয়ে দেখেন।

বন্দির জায়গায় ৭০০

তিনের পাতার পর

এখানকার বাড়তি বন্দিদের সেখানে পাঠানো হচ্ছে। এখানে শৌচালয়ের অভাব রয়েছে। তাছাড়া, ছোট জায়গার মধ্যেই অনেককে রাখার ক্ষেত্রে নজরদারিতেও কিছু সমস্যা রয়েছে।' সমস্যা মেটাতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'বহুদিন ধরেই এই সমস্যা চলছে। ধাপে ধাপে সমাধান হবে।' সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের তরফে সবকিছু জানার পর গোটা বিষয়টি স্বরাষ্ট্রসচিবের নজরে আনা হয়েছে বলে তিনি জানান।

বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্তদের শিলিগুড়ি বিশেষ সংশোধনাগারে পাঠানো হয়। এখানে মূলত বিচারাধীন বন্দিদেরই বর্তমানে রাখা হয়। এই বন্দিদের মধ্যে পরে কাউকে আদালত আরও সাজা দিলে তাদের জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে পাঠানো হয়। তবে বর্তমানে শিলিগুড়ি বিশেষ সংশোধনাগারে যে সংখ্যক বিচারাধীন বন্দি রয়েছেন তাঁরা প্রচণ্ডই সমস্যায় রয়েছেন।

শিলিগুড়ি আদালতের আইনজীবী সুতীর্থ রাহা বললেন, 'শিলিগুড়ি আগের তুলনায় অনেকটাই বড় হয়েছে। তাই মামলার সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। এই সমস্ত মামলায় অভিযুক্ত বিচারাধীন বন্দিদের শিলিগুড়ি বিশেষ সংশোধনাগারে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় স্থানাভাবে তাঁরা প্রচণ্ড সমস্যায় পড়ছেন। যেভাবে তাঁদের থাকতে হচ্ছে তাতে শারীরিক সমস্যা তো হচ্ছেই, মানসিক যন্ত্রণা হতেও বাধ্য। এর ওপর যদি কোনওভাবে তাঁদের মধ্যে ছোঁয়াচে কোনও রোগ ছড়িয়ে পড়ে তবে বড়সড়ো বিপদ হতে পারে।'

স্থানাভাবের কারণে এখানকার বিচারাধীন বন্দিদের অনেক সময় ভিনজেলার সংশোধনাগারগুলিতে পাঠানো হচ্ছে। তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে পরিবারের সদস্যরা সমস্যায় পড়ছেন। প্রধাননগর থানার একটি মামলায় এক বিচারাধীন বন্দি বর্তমানে চাঁচল সংশোধনাগারে রয়েছেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, 'স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে প্রতি সপ্তাহে চাঁচল যাওয়া সম্ভব হয় না। তাই মাসে একবার করে যাওয়ার চেষ্টা করি। স্বামীকে শিলিগুড়িতে রাখা হলে, দেখা করার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হত না।'

বন্দিদের জামিন হলে বেল বন্ডে সইয়ের জন্য আইনজীবীদেরও ভিনজেলার সংশোধনাগারে যেতে হচ্ছে। ফলে তাঁদেরও ভোগান্তি বাড়ছে। শিলিগুড়ি আদালতের আইনজীবী চিন্ময় সাহা বলেন, 'শিলিগুড়িতে প্রচুর মামলা বেড়ে গিয়েছে। সেই কারণে সংশোধনাগারগুলিতে ভিড় উপচে পড়ছে। বন্দিদের শিলিগুড়ির বাইরে অন্য কোনও সংশোধনাগারে পাঠানো হলে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে পরিবারের সদস্যরা তো সমস্যায় পড়ছেনই, আইনজীবীদেরও সমস্যা হচ্ছে।' সমস্ত সমস্যা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থার দাবি জোরালো হয়েছে।

ঘুরল বাঘিনী

প্রথম পাতার পর

আরও ১২ ঘণ্টার মধ্যে আরেকবার ঘুমপাড়ানি গুলি করলে বাঘিনীর স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। সেই কারণেই সিদ্ধান্ত বদল হয় বলেই জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। বনমন্ত্রী বলেন, 'এত কম সময়ের মধ্যে বারবার বাঘিনীকে বিরক্ত করা ঠিক নয়। সেজন্য খাঁচায় নেওয়া হয়নি। ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির কিছু গাইডলাইনও রয়েছে। সেগুলোও মানাতে হয়।'

বন দপ্তর পরিকল্পনা করেছিল বিভিন্ন জঙ্গলে সেভাবে বাঘ সহ অন্য বন্যপ্রাণীদের খাঁচা থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়, বক্সার বাঘিনীর ক্ষেত্রেও সেটা হবে। তবে সেটা হয়নি। এনক্লোজারের বাইরে টাওয়ারে দাঁড়িয়ে 'অতিথিরা' শুধু সবুজ পতাকা দেখিয়ে দরজা খোলায় সম্মতি দিয়েছেন। বনকর্তারা জানাচ্ছেন, মঙ্গলবার বিকেলে ওই বাঘিনীকে কাবু করে তাকে রেডিও কলার পরানো হয়। তবে সেটা খুলে যায়। বৃহস্পতিবার সেজন্য আবার ঘুমপাড়ানি গুলি করে রেডিও কলার পরানো হয়। কাজেই শুক্রবার আরেকবার গুলি করলে সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকত। বক্সার পরিবেশের সঙ্গে সবেমাত্র মিশতে শুরু করেছে সে। শুক্রবার তন্দ্রা কাটার পর কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে বাঘিনী। এনক্লোজারেই ঘুরছে। জলও খেয়েছে কৃত্রিম জলাশয়ে গিয়ে। এমনকি শিকারের চেষ্টাও করছে। এনক্লোজারের ভিতর চিতল হরিণের পিছন পিছন ধাওয়া করার ভিডিও বন দপ্তর ক্যামেরাবন্দি করেছে। এনক্লোজারেই পর্যাপ্ত খাবার পেলে সেখানেই বাঘিনী নিজের এলাকা করে নিতে পারে বলেও মনে করছে বন দপ্তর। রাজ্যের বনমন্ত্রী অবশ্য বলছেন, 'ওই বাঘিনীর জন্য পুরো জঙ্গল রয়েছে। সে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে। তবে আমাদের নজরদারি থাকবে।'

বন দপ্তর বাঘিনী নিয়ে উচ্ছ্বসিত থাকলেও বারবার সিদ্ধান্ত বদল প্রশ্ন তুলেছে। বাঘ ছাড়ার পরিকল্পনা যেমন বদল হয়েছে, তেমনই বাঘ এনক্লোজারে রাখার নিয়মও বদল হয়েছে। বিগত কয়েক মাস ধরে জানানো হয়েছে, বাঘিনী ৩-৪ মাস এনক্লোজারেই থাকবে। অথচ এখনই তাকে জঙ্গলের পরিবেশে ছাড়া হচ্ছে। আগে কেন অন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সেটার সঠিক উত্তর মিলছে না। বন দপ্তরের সাফাই, বাল্মীকি বাঘ সংরক্ষণ কেন্দ্রের পরিবেশের সঙ্গে বক্সার জঙ্গলের পরিবেশের মিল রয়েছে। তাই সমস্যা হবে না বাঘিনীর।

জমি দিতে নারাজ ভারত

তিনের পাতার পর

হয়তো শনিবারের সন্ধ্যায় রাজ্য সরকারের বাড়তি উদ্যোগে হয়তো মাঠের অনেকটাই ভরে যাবে কিন্তু ব্রাজিলের সিনিয়ার দল আসার পরেও কেন মানুষের আগ্রহ এত কম, এই নিয়ে পরবর্তীতে গবেষণা হতে পারে। তবে তার জন্য হয়তো অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের নানা এলোমেলো সিদ্ধান্তই দায়ী। এদিনও দেখা গেল, মাঠে ঢোকার জন্য সংবাদমাধ্যমের প্রয়োজনীয় কার্ডই ছেপে আসেনি। অথচ মেল করে জানিয়ে দেওয়া হয়, বিকেলে কার্ড দেওয়া হবে। সারা কলকাতাজুড়ে সেভাবে কোনও হোর্ডিং-ব্যানার নেই। এত বড় ম্যাচ ঘিরে যে প্রচারের প্রয়োজন ছিল, তা কি আদৌ করেছে এআইএফএফ, প্রশ্নটা থাকবেই। তাছাড়া পুজোর আগের সময় বাছাই করা ঠিক হয়নি, এমন কথা যেমন বলছেন লোকজন তেমনি ব্রাজিল ম্যাচ খেলতে গিয়ে এত কোটি কোটি টাকা খরচের প্রয়োজন ছিল কি না সেই প্রশ্নও তুলছেন সাধারণ মানুষই।

প্রচার থাক বা নাই থাক, গ্যালারি ভরবে কি না যত সন্দেহই থাক, কার্লো আন্সেলোত্তি ও তাঁর ছেলেরা কিন্তু ম্যাচটাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে ড্রয়ের পরেরটায় তাদের উড়িয়ে দেন ৪-২ গোলে। পরিষ্কার অন্যান্য সময়ের তুলনায় লম্বা সময় প্রস্তুতি নিয়ে তরুণদেরও তৈরি করে ফেলেছেন আন্সেলোত্তি। ফলে ভারতীয় দলের জন্য কী অপেক্ষা করে আছে, সেদিকেই দুরুদুরু বুকে এখন তাকিয়ে এদেশের ফুটবলপ্রেমীরা। সম্ভবত মাঠে টিকিট কেটে আসতে না চাওয়ার এটাও একটা কারণ। যদিও আনোয়ার খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলে গেলেন, 'আমাদের ম্যাচ নিয়ে বাড়তি ভাবনার কোনও কারণ নেই।' অনূর্ধ্ব-২০ দলের হয়ে লিওনেল স্কালোনির আর্জেন্টিনার বিপক্ষে তাঁর গোল ছিল। কিন্তু শনিবার গোল নয় বরং ভিনিসিয়াস জুনিয়ারদের তিনি সফলভাবে আটকে দিলেই খুশি হবেন তাঁর কোচ ও এদেশের ফুটবল-ভক্তরা। আনোয়ার আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেললেও ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলেননি। কিন্তু এই ভিনিসিয়াসের বিপক্ষে অনূর্ধ্ব-১৭ দলের হয়ে খেলেছিলেন যিনি সেই কোমল থাটালের আজ আর কোনও হদিস নেই। তিনি আদৌ ফুটবল খেলেন কি না সেটা জানা নেই কারই। সম্ভবত এটাই বলে দেয় ভারতীয় ফুটবলের দুরবস্থার কথা।

এই প্রথমবার ব্রাজিল সিনিয়ার দলের বিপক্ষে খেলবে ভারতীয় দল। নিশ্চিতভাবেই হারের ম্যাচ। কিন্তু তবু বলতেই হয়, যে দলটা এই কিছুদিন আগেও বাংলাদেশের কাছে হেরেছে তারাই কী মন্ত্রে যে পানামার বিরুদ্ধে ড্র করে এল সেটাও আশ্চর্যের। ওই ড্র বাড়তি অক্সিজেন জোগাচ্ছে ফুটবলারদের। তাছাড়া মনস্তত্ত্ব বলে, অনেক কঠিন কাজ মানুষ মনের জোরে করতে পারে সহজের তুলনায়। বহুদিন পর কোনও কোচ তিন সপ্তাহের শিবির করার সুযোগ পেলেন। আর বহুদিন পর দলের ২৬ জন ফুটবলারই পুরো ফিট। আর এসব কারণেই শনিবাসরীয় সন্ধ্যায় অলৌকিক কিছুর আশা করেই হয়তো মাঠ ভরিয়ে ফেলবেন শহর কলকাতার ফুটবলপ্রেমী মানুষ। তেমনি বহু মেগা ম্যাচ ও নামীদামি ফুটবলারের সাক্ষী যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের মুকুটেও যোগ হতে চলেছে নতুন পালক।

দু'মাসের মধ্যে আরও তিন বাঘ

প্রথম পাতার পর

উন্নয়ন করা হবে।' বারবার মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মুখে ঘুরেফিরে আসে পর্যটন নিয়ে উন্নতির কথা এবং বাঘকে সামনে রেখে তা কীভাবে সম্ভব, তার ব্যাখ্যা।

২ অক্টোবর জঙ্গলে বাঘ ছাড়ার এবং সেইসঙ্গে অনুষ্ঠানের ঘোষণা ও পরিকল্পনা হয়েছিল অনেকদিন আগেই। শুভেন্দু অধিকারীর নির্ধারিত সূচিতে কিছুটা বদল করা হয়। হাসিমারা থেকে হেলিকপ্টারে তাঁর প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রথমে আসার কথা থাকলেও হাসিমারা থেকে তিনি সড়কপথে চলে যান জয়ন্তী। সেখানে যাওয়ার পথে রাজাভাতখাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানানো হয়। ২৩ মাইল শিব মন্দিরের বাইরে পুরোহিতের কাছে আশীর্বাদ এবং পুজোর প্রসাদ নিতে দেখা যায় শুভেন্দুকে। জয়ন্তী পৌঁছে ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে জঙ্গল সাফারির গাড়িতে তাঁরা পৌঁছে যান ২৫ মাইল এলাকায়। এনক্লোজারের দরজা খুলে দেওয়ার পর সেখানে উপস্থিত বনকর্মী এবং আধিকারিকদের সঙ্গেও আলোচনা করেন দুজন।

জঙ্গলের ভিতরে যখন ওই কর্মকাণ্ড চলছে তখন প্যারেড গ্রাউন্ডে শুরু হয়েছে মূল অনুষ্ঠান। সকাল থেকেই এদিন প্যারেড গ্রাউন্ডে স্কুল পড়ুয়া ও জেলার বাসিন্দাদের ভিড় জমতে থাকে। মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে সাংস্কৃতিক মঞ্চে বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলে। মূল অনুষ্ঠানের শুরুতেই জয়ন্তীর চারজন বাসিন্দার হাতে পুনর্বাসনের চেক তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী সেখানে আসেন ১২:১৫ মিনিট নাগাদ। প্যারেড গ্রাউন্ডে মূল মঞ্চের পিছনে 'স্বচ্ছতা হি সেবা' প্রকল্পের আওতায় সাফাই অভিযান করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যরা। এরপর তিনি বন দপ্তরের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে ১০টি জনজাতির স্টল ঘুরে দেখার সঙ্গে জনজাতির সদস্যদের সঙ্গে কথাও বলেন শুভেন্দু। টাইগার কাবস ক্লাবের সদস্যদের এবং গজলডোবায় হস্তীশাবক উদ্ধার করা মৎস্যজীবীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয় মুখ্যমন্ত্রীর।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্য মনোজকুমার ওরাওঁ, দীপক বর্মন, শংকর ঘোষ, বিশাল লামা, মালতী রাভা রায় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জেলার একগুচ্ছ উন্নয়নের কথা বলেন। তিনি জানান, জেলা আদালত ভবনের উদ্বোধন হবে, আলিপুরদুয়ারে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির জন্য পরিকাঠামো উন্নয়ন হবে। চা বাগানের উন্নয়নের কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক প্রোৎসাহন যোজনার ৩১৩ কোটি টাকা অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেটা দিয়ে চা বাগানের উন্নয়নের কাজ হবে। তৃণমূল সরকার পাঁচ বছরে ওই কাজ না করলেও বিজেপির সরকার দেড়শো দিনে ওই কাজ করিয়ে দেখিয়েছে।

বাঘ ইস্যুতে বিগত সরকারকে খোঁচা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগের সরকারের মানসিকতা ছিল না বক্সায় বাঘ ফেরানোর। নামেই টাইগার রিজার্ভ ছিল। বিগত সরকার শুধু ঝগড়া করত।'

এদিন সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠান নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করতে গিয়ে ভূপেন্দ্র যাদবও একই সুরে কথা বলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায়, '২০১৮ সালের পর থেকে আর বাঘ নেই বক্সায়। দেশের বিজ্ঞানী, প্রকৃতি বিশেষজ্ঞদের বক্সায় পাঠানো হয় সমীক্ষা করতে, সমস্যা বুঝতে। বিগত সরকার নজর দেয়নি। তখন কয়েকবার চিঠি পাঠানো হয়েছে রাজ্য সরকারকে বাঘ ছাড়ার জন্য। তবে উত্তর আসেনি। যে কাজ আট বছরে হয়নি সেটা কয়েক মাসে হল। অবশেষে বাঘ এল বক্সায়।' বক্সার ভিতর দিয়ে ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্ক এড়িয়ে তিনি বলেন, 'বক্সায় বাঘ এসেছে, এখন বিকাশ হবে।'

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে ভূপেন্দ্র যাদব সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভকে কেন্দ্রীয় সরকারের 'মিস্টি' প্রকল্পে যুক্ত করার আভাস দেন। কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রকের ম্যানগ্রোভ ইনিশিয়েটিভ ফর শোরলাইন হ্যাবিটেট অ্যান্ড ট্যানজিবল ইনকামস (মিস্টি) প্রকল্প শুরু হয়েছিল ম্যানগ্রোভ অরণ্যের উন্নতির জন্য। মন্ত্রী খুব দ্রুত সুন্দরবন যাবেন বলেও জানান।

শুভেন্দু প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠানে এলেও ভূপেন্দ্র আসেননি। তিনি রাজাভাতখাওয়া প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্রের বাইরে বক্সাকে প্লাস্টিকমুক্ত করতে উদ্যোগী হন। জানিয়ে দেন, প্লাস্টিক নিয়ে যাওয়া যাবে না জঙ্গলে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও প্লাস্টিকমুক্ত বক্সা নিয়ে আলোচনা হয়। পাটের ব্যাগ নিতে হবে, প্লাস্টিকের জলের বোতল পর্যটকদের সঙ্গে সাফারির সময় যাবে না বলেও জানানো হয়।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, পূর্ব ভারতের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ এবং পর্যটন বিকাশে নানা উদ্যোগ নেওয়া হবে। বিহার থেকে যেমন বাঘ এসেছে এই রাজ্যে, তেমনই আবার এই রাজ্য থেকে হাতি ও গন্ডার চাওয়া হয়েছে বিহারে। এই স্থানান্তরে লাভ রয়েছে বলেই মত তাঁর। পর্যটকদের কাছ থেকে রাজাভাতখাওয়ায় প্রবেশমূল্য নেওয়া নিয়ে তাঁর মত, টাকা নিলে ভালো পরিষেবা দেওয়া উচিত। নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানকে ইউনেসকো হেরিটেজ সাইট স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার যে প্রস্তাব দেবে, সেসবই মানা হবে।

শুভেন্দু এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে জানিয়ে দেন, ১৫ নভেম্বর বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন তিনি। সেদিন যাবেন টোটোপাড়ায়। তার আগে জেলার প্রশাসনিক বৈঠকও হতে পারে বলে জানানো হয়।

দেশজুড়ে বিক্ষোভের জের, বাতিল ভোটারদের সুযোগ

ফের দুয়ারে বিএলও'রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর : এসআইআর বিতর্ক এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে বিক্ষোভ, প্রতিবাদের গুঁতোয় নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হল নির্বাচন কমিশন। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তারা জানিয়েছে, এসআইআর পর্ব শেষ হওয়া ২০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বাদ পড়া ভোটারদের খুঁজে বের করে তাঁদের নাম ফের ভোটার তালিকায় তোলার জন্য বিশেষ অভিযান চালানো হবে।

শুধু তাই নয়, এবার বিএলওদের বাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে পুরোনো ও নতুন ভোটার তালিকা মিলিয়ে 'বাদ পড়া যোগ্য' ভোটারদের চিহ্নিত করে নাম তোলা হবে। প্রথমবারের ভোটার বা তরুণ ভোটারদের নামও এই পদ্ধতিতে তোলা হবে ভোটার তালিকায়। এসআইআর প্রক্রিয়ার আগের ভোটার তালিকার সঙ্গে বর্তমান তালিকাও মিলিয়ে দেখে বাদ পড়াদের চিহ্নিত করবেন বিএলও-রা। পুরোনো তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও নতুন তালিকায় যাঁদের নাম নেই তাঁদের তালিকাও তৈরি করবেন তাঁরা। নতুন নির্দেশের ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা তৈরির কাজের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে। একদিকে ট্রাইবিউনালে এসআইআরে বাদ পড়া লক্ষ লক্ষ আপিলের নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া চলবে। অন্যদিকে কমিশনের তরফে যোগ্য ভোটারদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হবে।

সমস্ত রাজ্যের সিইও বা মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকদের ২৯ সেপ্টেম্বর লিখিতভাবে এই নির্দেশ জানানো হয়েছিল। বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরকম আভাস পাওয়া গিয়েছিল ২৬ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের বৈঠকেই। এসআইআর-এর সময় বিএলও-রা

টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা নেহা বোরাকে।

অনুপস্থিত, অন্যত্র চলে যাওয়া, মৃত এবং একই ব্যক্তির একাধিক নাম এই হিসাবেই ভোটারদের তালিকা তৈরি করেছিলেন। তাঁদের নাম কেন ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, তার সম্ভাব্য কারণও নথিভুক্ত করা হয়েছিল। ওই তালিকা পঞ্চায়েত ভবন, পুরসভা-সহ সংশ্লিষ্ট দফতরের নোটিস বোর্ডে প্রকাশ করা হয়। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, এসআইআরের আগে যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় ছিল, কিন্তু সংশোধিত তালিকায় নেই, তাঁদের আলাদা করে চিহ্নিত করা, তারপর বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখা হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এখনও ওই ঠিকানায় রয়েছেন কি না এবং ভোটার হিসেবে তাঁর যোগ্যতা। যোগ্য হলে সাধারণ ফর্ম ৬-এর মাধ্যমে নাম তোলার ব্যবস্থা করবেন বিএলওরাই।

এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের মূল অভিযোগই ছিল, সংশোধনের নামে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, এসআইআর চলাকালীন খসড়া ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ১৩ কোটি নাম বাদ পড়েছিল। যদিও কমিশনের বক্তব্য, এই বাদ যাওয়ার পিছনে মৃত, স্থানান্তরিত, ডুপ্লিকেট বা অন্য কারণে অযোগ্য ভোটারদের নামও রয়েছে। সেই বিতর্কের মধ্যেই এবার কমিশন নিজেই 'লেফট-আউট' ভোটারদের খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া শুরু করল। এই উদ্যোগে বিএলওদের প্রতি সপ্তাহে অন্তত ২০ থেকে ২৫ জন ভোটারকে যাচাই করার লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে। প্রায় এক মাসের মধ্যে কাজটি শেষ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। গোটা প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলগুলিকেও যুক্ত করছে কমিশন। বিএলওদের তৈরি বুথভিত্তিক তালিকা তা স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির বুথ লেভেল এজেন্টদের দেওয়া হবে। সেই রিপোর্ট যাবে সংশ্লিষ্ট ইআরও-র কাছে। আইন অনুযায়ী নাম অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত নেবেন ইআরও। অর্থাৎ, কমিশনের আধিকারিকদের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলির কাছেও থাকবে বাদ পড়া ভোটারদের তালিকা যাচাইয়ের সুযোগ। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ অবশ্য বলেন, '২৬ সেপ্টেম্বরের প্রেস নোটে ক্ষয়ক্ষতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও নির্বাচন কমিশন আসলে পরিস্থিতি আরও জটিল করেছে।'

শুক্রবার গান্ধি জয়ন্তীতে সংবিধান সদনে নরেন্দ্র মোদি, ওম বিড়লা, প্রিয়াংকা গান্ধি প্রমুখ।

মরণপণ লড়েছি অন্যদের বাঁচাতে স্মিত

আপনিই প্রকৃত বীর, পাইলটের ভূয়সী প্রশংসা মোদির

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর : ভিডিও কলে কথা বলার সময়েও তাঁর মাথায় ব্যান্ডেজ, নাকে অক্সিজেনের নল। শুক্রবার সকালে ভিডিও কলে 'ফ্লাই দুবাই'-বিমানের আহত ভারতীয় পাইলট স্মিত মচ্ছারের সঙ্গে প্রায় ৯ মিনিট কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গুরুতর জখম স্মিতের সাহসিকতা ও উপস্থিত বুদ্ধির ফের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আপনি প্রকৃত বীর! নিজের জীবন বিপন্ন করে অন্য সকলকে বাঁচিয়েছেন। আপনার জন্য সারা দেশ গর্বিত।'

আমিরশাহির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৩৯ বছর বয়সি স্মিত প্রধানমন্ত্রীকে সামনে পেয়ে দৃশ্যতই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। ককপিটের সেই ভয়াবহ মুহূর্তের স্মৃতিচারণ করে মোদিকে জানান, 'শরীরে একাধিক গভীর ক্ষত, মারাত্মক রক্তপাত হচ্ছিল। কিন্তু মনে মনে বুঝেছিলাম, এখন যদি উঠে না দাঁড়াতে পারি, তবে মৃত্যু সুনিশ্চিত। ওটাই ছিল বেঁচে থাকার শেষ লড়াই। সবাইকে হয়তো বলছি নিজের প্রাণের জন্য লড়েছি, কিন্তু মনে মনে জানতাম, বিমানের বাকি মানুষদেরও বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না।'

দীর্ঘ ১৭ বছর বিমান চালানো ও ১১ বছর ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব সামলানোর অভিজ্ঞতায় ভর দিয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণের মধ্যেও শেষ শক্তি নিংড়ে ককপিটের দরজা খুলে দেন স্মিত। দরজা খোলামাত্রই বাইরে থাকা যাত্রী ও কেবিন ক্রুরা ভিতরে ঢুকে হামলাকারীকে কাবু করে ফেলেন। ফলে বড় বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পান ১৭৪ জন যাত্রী ও ৮ জন বিমানকর্মী।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও নিজের অদম্য মানসিক জোর ধরে রাখার রহস্য জানান স্মিত। তিনি মোদিকে বলেন, 'বিপদের সময়ে আমি নিয়ম করে হনুমান চালিশা পাঠ করি। ককপিটে ওই নারকীয় হামলার সময়েও মনে মনে তা-ই জপ করছিলাম।' প্রধানমন্ত্রীকে নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেরণা জানিয়ে তিনি বলেন, 'আপনি নিজে ফোন করে এভাবে সাহস দিচ্ছেন, এটা আমার জীবনের অত্যন্ত গর্বের ও বিশেষ একটি মুহূর্ত।'

জবাবে মোদি বীর পাইলটকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, 'সারা দেশ আজ গর্বের সঙ্গে বলতে পারে, ভারতীয়রা কারও প্রাণ নেয় না, বরং নিজেদের জীবন বাজি রেখে অন্যদের জীবন বাঁচায়। অসীম সাহস দেখিয়ে আপনি গোটা দুনিয়ার সামনে ভারতের অহিংসা ও ত্যাগের আদর্শকে নতুন করে তুলে ধরেছেন। আপনি ধন্য।' একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আপনার যখনই যে কোনও প্রয়োজনে আমাকে দরকার হবে, জানবেন আমি মাত্র একটা ফোন কলের দূরত্বে রয়েছি।'

অন্যদিকে, স্বামীর ওপর প্রাণঘাতী হামলার খবর পাওয়ার পর উদ্বেগের মধ্যে কেটেছিল স্মিতের স্ত্রী সোনাল মচ্ছারের। সোনাল বলেন, 'খবরটা পাওয়ার পর আমি পুরোপুরি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। মানসিকভাবে কতটা ভেঙে পড়েছিলাম, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।' তবে আমিরশাহির হাসপাতালে গিয়ে স্বামীকে স্বচক্ষে দেখার পর অনেকটাই আশ্বস্ত হন তিনি। সোনাল আবেগাপ্লুত গলায় জানান, 'সামরিক হাসপাতালের ডাক্তাররা ওঁর খুব ভালো যত্ন নিচ্ছেন। এখন আমার একমাত্র প্রার্থনা, স্মিত যেন দ্রুত সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। ওকে আর ওই ঘটনা মনে করিয়ে দেবেন না প্লিজ।'

৬ বছরের নিনার চিৎকারেই বাঁচলেন যাত্রীরা

তেল আভিভ, ২ অক্টোবর : দুবাই থেকে তেল আভিভগামী ফ্লাই দুবাই-এর বিমানে সহকারী চালকের আচমকা হামলায় যখন ত্রাস ছড়ায়, ঠিক তখনই ৬ বছরের শিশু নিনা মানেসের একটি আর্ত চিৎকার পুরো বিমানের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সেই চিৎকারে সতর্ক হয়ে যাত্রীরা ককপিটে ঢুকে ঘাতককে সামলে নেন।

মা টালি মানেসের সঙ্গে শৌচালয়ে থাকার সময় ককপিটের ভিতর গোলমাল শুনে বাইরে এসে চিৎকার করে নিনা, 'বাবা, আমরা মরতে চাই না।' মেয়ের ভীত-সন্ত্রস্ত ডাক শুনে বিমানের সামনের সারিতে বসা টিজিভিকা মানেস তড়িঘড়ি ককপিটের দিকে

ছোটেন। ককপিটের সামনে পৌঁছে তিনি দেখেন, ওমানি সহ-চালকের হাতে ছুরি। আর তার সঙ্গে রক্তাক্ত অবস্থায় লড়াই করছেন ভারতীয় পাইলট স্মিত মচ্ছার। ককপিটের ভিতর চালককে প্রাণপণে কোপাতে থাকা আক্রমণকারীকে নিরস্ত্র করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন যাত্রীরা। টিজিভিকা মানেস বলেন, 'আমি এবং আরও দুই যাত্রী চেপে ধরি সহকারী পাইলটকে। ইয়ারফোনের তার দিয়ে তাঁর হাত বেঁধে ফেলি।' সেই মুহূর্তে বিমানে থাকা দুই অফ-ডিউটি চালক তৎপরতার সঙ্গে বিমানের নিয়ন্ত্রণ নেন এবং বিমান সৌদি আরবের তাবুকে জরুরি অবতরণ করান।

রাজ্য সরকারের প্রশংসায় কবীর সুমন

কলকাতা, ২ অক্টোবর : তিনি বরাবরের মমতাপন্থী হিসেবে পরিচিত। এমনকি ২০০৯ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করে হয়েছিলেন সাংসদও। সেই কবির সুমনের গলাতেই শোনা গেল এবার নতুন সরকার কাজের ভূয়সী প্রশংসা। সমাজমাধ্যমে এক ভিডিও বার্তায় নিজের উপলব্ধির কথা জানান প্রবীণ এই সঙ্গীতশিল্পী। সুমনের মতে, সরকার পরিবর্তনের পর পাড়াগুলিতে প্রশাসনের তরফে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে, রাস্তাঘাটে আর ময়লা জমে থাকছে না। নিজে টালিগঞ্জের বাসিন্দা হিসেবে সাধুবাদ জানান স্থানীয় বিধায়ক পাপিয়া অধিকারিকেও।

সমাজমাধ্যমে এক ভিডিও বার্তায় সুমন জানিয়েছেন, সম্প্রতি নিজের এলাকায় একটি সমস্যা হওয়ায় স্থানীয় বিধায়কের খোঁজ করেন তিনি। সেসময় তাঁর এককথায় বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী নিজে উদ্যোগী হয়ে সমস্যার সমাধান করে দেন। সুমন বলেন, 'আমি কলকাতা পুরসভার ১০০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। আমার বাড়ির পাশে একটা লম্বা গাছ আছে। এতই লম্বা যে, সময়মতো না ছাঁটলে তা ঝড়বৃষ্টিতে নুইয়ে পড়ে। পাশে বিদ্যুৎবাহী তার। এখানকার কাউন্সিলরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। নতুন সরকারের কাউকেই চিনতাম না।' তবে এক পরিচিতের কাছ থেকে পাপিয়ার নম্বর জোগাড় করে বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজের সমস্যার কথা জানালে একদিনের মধ্যে কাজ হয়ে যায় বলে জানিয়েছেন সুমন। তিনি বলেন, 'নতুন সরকার এসে কাজ করছে। পাড়ার দিকে নজর দিচ্ছে। রাস্তায় ময়লা জমে থাকছে না। জল, বিদ্যুৎ পাচ্ছি। আমি অত্যন্ত প্রীত। সহনাগরিকেরাও সেই কথা বলবেন আশা করি।' পাপিয়া লিখেছেন, 'এই জন্যই সরকার পাল্টেছে। বিজেপি এসেছে। আমরা আপনাদের পাশে, আমরা আপনাদের সেবায়, আপনাদের সঙ্গে।'

সংখ্যালঘুদের বন্ধুত্ব চেয়ে ডাক শুভেন্দুর

নন্দীগ্রাম, ২ অক্টোবর : রেজিনগরের পর নন্দীগ্রামেও সংখ্যালঘুদের সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার নন্দীগ্রামে দলীয় প্রার্থী হাসিরানি রথের সমর্থনে ৩টি সভা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিটি সভা থেকেই নিয়ম করে নন্দীগ্রামের সংখ্যালঘু মুসলিমদের আসন্ন উপনির্বাচনে বিজেপিকে ভোট দিয়ে সরকারের সঙ্গে একসঙ্গে চলার ও উন্নয়নের শরিক হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

নন্দীগ্রামে জেতা নিয়ে সংশয় নেই। কিন্তু নন্দীগ্রামে রেকর্ড ভোটে জিততে সংখ্যালঘুদেরও সমর্থন দরকার। বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রামে সভা করতে গিয়ে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছিলেন, নন্দীগ্রামে হারা-জেতাটা বিষয় নয়। কত ব্যবধানে বিজেপি এখানে জিতবে সেটাই দেখার। রাজ্যের ক্ষমতায় পালাবদলের পর তৃণমূল খানখান হয়ে গিয়েছে। বাকি বিরোধীদের অবস্থাও এখানে তথৈবচ। মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন, তৃণমূল তিন টুকরো। মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসকে সে গোরুর গাড়ির হেডলাইট বলে কটাক্ষ করে বলেছেন, 'যাঁরা তৃণমূলকে ভোট দিতেন তাঁরা এবার চেষ্টা করলেও ইভিএমে জোড়াফুল খুঁজে পাবেন না। নন্দীগ্রামে তার প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করে আগেই ভোকাট্টা হয়ে গিয়েছে। বাকি কাকে ভোট দেবেন সাইনবোর্ড হয়ে যাওয়া কংগ্রেস? না বামফ্রন্টের সিপিআই?' নন্দীগ্রামে বিরোধীদের এবার জামানত জব্দ হবে বলে দাবিও করেন তিনি। তা সত্ত্বেও নন্দীগ্রামের মতো কেন্দ্রে এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে বীরুলিয়া, দেবীপুর ও নারায়ণচকে তিন তিনটি সভা করতে

> এই তো সুযোগ, বন্ধুত্ব করার। এর থেকে ভালো সুযোগ আর পাবেন না। ৬ তারিখ বন্ধুত্ব দিবস। শুভ দিন হাত মেলান বন্ধুত্ব করুন। একসঙ্গে চলব, উন্নয়নের অংশীদার আপনিও হবেন।
> **শুভেন্দু অধিকারী**

হয়েছে। লক্ষ্য একটাই, রেকর্ড ভোটে জেতা। আর সেই কারণেই মুখ্যমন্ত্রীর সংখ্যালঘু বার্তা। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'এই তো সুযোগ, বন্ধুত্ব করার। এর থেকে ভালো সুযোগ আর পাবেন না। ৬ তারিখ বন্ধুত্ব দিবস। শুভ দিন হাত মেলান বন্ধুত্ব করুন। একসঙ্গে চলব, উন্নয়নের অংশীদার আপনিও হবেন।'

বিগত বিধানসভা ভোটে ভবানীপুর ও নন্দীগ্রাম দুই আসনেই জয়ী হয়েছিলেন শুভেন্দু। পরে ভবানীপুর রেখে নন্দীগ্রাম আসন ছেড়ে দেন। সেই কারণেই নন্দীগ্রামে উপনির্বাচন হতে চলেছে। শুভেন্দুর নন্দীগ্রাম ছাড়াকে প্রচারে হাতিয়ার করেছে বিরোধীরা।সেকথা মাথায় রেখেই নন্দীগ্রামের মানুষের ক্ষোভ-অভিমানে প্রলেপ দিতে নন্দীগ্রাম ছাড়ার সাফাই দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভবানীপুর ছেড়ে দিলে যাঁকে আপনারা ও রাজ্যের মানুষ বিতাড়িত করেছে সে আবার সুযোগ পেয়ে যেত।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'চিন্তার কোনও কারণ নেই, আপনাদের শুভেন্দু গতকালও যা ছিল আজও তাই আছে। ভবিষ্যতেও তাই থাকবে।' দেবীপুরের সভায় শুরুতেই বলেন, 'আপনারা তো জানতে চান, শুভেন্দু আপনাদের বন্ধু থাকবে কিনা? ২০০৪ সাল থেকে আমি আপনাদের সঙ্গে রয়েছি। ২০-২৫ বছরের বন্ধুত্ব। পদের পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু নন্দীগ্রামের সঙ্গে শুভেন্দুর পরিবর্তন হবে না।' আশ্বস্ত করে বলেন, 'এখানে আমার সব অফিস চালু থাকবে। সব পরিষেবা যেমন দিতাম সেরকমই পাবেন। আমার ওপর অভিমান রাখবেন না। ৬ তারিখে দলবেঁধে ভোট দিন। রেকর্ড ভোটে জেতান।' এদিন নন্দীগ্রামের নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা গেল, 'আমি শুভেন্দু অধিকারী, আমিই গ্যারান্টার। আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন, ভরসা রাখুন। আপনাদের বন্ধু শুভেন্দু সব পূরণ করবে।' হাসিরানির ছেলে চন্দ্রনাথের দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হওয়ার গণতান্ত্রিক বদলা নিতে ৬ তারিখে ইভিএমে ভোট দিতে হবে বলেও মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নমোর পাক সফর অনিশ্চিত

ইসলামাবাদ, ২ অক্টোবর : ইসলামাবাদে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) জাতীয় সমন্বয়কদের বৈঠকে আঞ্চলিক যোগাযোগ, ট্রানজিট ও বাণিজ্যে জোর দিল ভারত। তবে আগামী বছর সদস্য দেশগুলির শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাকিস্তান সফর নিয়ে সংশয় কাটেনি।

বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন বিদেশমন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব অলোক দিমরি। সদস্য দেশগুলির অগ্রগতির কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'জনকল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য একটি অ্যাজেন্ডা তৈরি করা হয়েছে। যোগাযোগ, ট্রানজিট ও বাণিজ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আমরা এই নিয়ে এগিয়ে চলছি।' তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রস্তাব মেনে আগামী ২০ নভেম্বর নয়াদিল্লিতে এসসিও সদস্য দেশগুলির বিশেষ সভ্যতা বিষয়ক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হবে।

ইসলামাবাদে আয়োজিত এই বৈঠকের পর সব রাষ্ট্রপ্রধানকে আমন্ত্রণের চিঠি পাঠাবেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। কিন্তু দিল্লি স্পষ্ট করেছে, পাকিস্তান সফর নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। পাকিস্তান মদতপুষ্ট সন্ত্রাস দমনে স্থায়ী ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ না করা পর্যন্ত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হওয়া অসম্ভব।

ভুয়ো চিকিৎসক ধরতে পদক্ষেপ

কলকাতা, ২ অক্টোবর : রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলিতে ভুয়ো চিকিৎসকদের ধরতে কড়া পদক্ষেপ স্বাস্থ্যদপ্তরের। স্বাস্থ্যভবনের তরফে নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়ছে, মেডিক্যাল কাউন্সিলের নাম ও রেজিস্ট্রেশন যাচাই না করে কোনও চিকিৎসককে নিয়োগ করা যাবে না। চিকিৎসকদের যোগ্যতা নিয়ে কোনওরকম সন্দেহ থাকলে দ্রুত কাউন্সিলের সঙ্গে আলোচনা করে তা যাচাই করতে হবে। পাশাপাশি লাইসেন্স প্রদান করার ক্ষেত্রেও সতর্ক করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষদের।

মোদির উদ্যোগের প্রশংসা পুতিনের

মস্কো, ২ অক্টোবর : রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের অবসান ঘটাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিরপেক্ষ কূটনৈতিক অবস্থান এবং শান্তি প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। একই সঙ্গে তিনি জানান, নয়াদিল্লির সঙ্গে মস্কোর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ধারাবাহিকভাবে যুদ্ধবিরোধী মতামত দিয়েছেন এবং সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন যুদ্ধ থামাতে।

মস্কোয় আন্তর্জাতিক বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সংগঠন 'ভালদাই ফোরাম'-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট মোদির ইতিবাচক ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'মোদি সেই বিরল রাষ্ট্রনেতা, যাঁর সঙ্গে আমাদের খুব ভালো ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও বারবার ইউক্রেন সংঘাত থামানোর বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। গুরুতর বিষয়ে দ্বিধাহীনভাবে দ্বিমত রাখা খুব বড় ব্যাপার।' ভারতের নীতি ব্যাখ্যা করে পুতিন বলেন, 'স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মোদি এমন একটি নিরপেক্ষ অবস্থান নেন, যা প্রশংসনীয়। একথা সরাসরি বলা আমার কর্তব্য। তাঁর ভাবনার জন্য আমরা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ।'

সম্প্রতি কিরঘিজস্তানের বিশকেকে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের বৈঠক এবং পরবর্তীতে ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকেও পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করেন মোদি। প্রতিটি বৈঠকেই তিনি রুশ প্রেসিডেন্টকে জানান, বর্তমান যুগে যুদ্ধ কোনও সমাধান দিতে পারে না। বরং সংঘাত এড়িয়ে দ্রুত শান্তির বিকল্প পথ খোঁজা জরুরি। এই সংঘাতের শুরু থেকেই ভারত আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলে সওয়াল করে আসছে।

গুজরাটে চালু হচ্ছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

আহমেদাবাদ, ২ অক্টোবর : উত্তরাখণ্ডের পর দেশের দ্বিতীয় রাজ্য হিসাবে গুজরাটে চালু হতে চলেছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রাজ্যের প্রস্তাবিত বিলে সম্মতি দেওয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই আইন কার্যকর করার পথ পরিষ্কার হল।

নতুন আইনে বিয়ে, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার ও সহবাসের ক্ষেত্রে সব নাগরিকের জন্য একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। তবে তপশিলি উপজাতিদের এই আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল বলেন, 'এই বিল গুজরাটের বোন ও মেয়েদের জন্য আনা হয়েছে।' তিনি জানান, আইনটি মহিলাদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করবে। বিলটির বিরোধিতায় বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করে কংগ্রেস।

সুকান্তের কবিতা ফেরানোর আর্জি

কলকাতা, ২ অক্টোবর : নতুন পাঠ্যসূচিতে সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা ফেরানোর আর্জি পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের। এবিষয়ে স্বয়ং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি পাঠিয়ে আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। বিগত তৃণমূল জামানায় পাঠ্যসূচিতে ঠাঁই হয়নি কিশোর কবির। কবির দুই অমর সৃষ্টি 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' ও 'আঠারো বছর বয়স' দুটি কবিতাকেই বাদ দেওয়া হয়েছিল সিলেবাস থেকে। তবে পালাবদলের পর আবার নতুন করে শুরু হয়েছে পাঠ্যসূচি তৈরির কাজ। তাই সরাসরি রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন লেখক শিল্পী সংঘের।

সিলেবাস থেকে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল দাবি করে শিল্পী সংঘের সভাপতি পবিত্র সরকার বলেন, 'আগের সরকার তাঁর কবিতা সিলেবাস থেকে বাদ দিয়ে অন্যায় করেছে। এখন রাজ্যে নতুন সরকার। তাই তাদের কাছে বিষয়টি জানানো হয়েছে। সুকান্ত ভট্টাচার্যকে ফের সিলেবাসে ফেরানো হোক।'

মমতার নাম জড়াতেই কটাক্ষ বিজেপির

কলকাতা, ২ অক্টোবর : ইউনেসকোর নাম ভাঙিয়ে দুর্গাপুজোর ভিআইপি পাস বিক্রি করে বেআইনিভাবে টাকা তোলার অভিযোগে নাম জড়িয়েছে প্রাক্তন পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের। সেই সূত্রে ইন্দ্রনীলের সংস্থার অ্যাকাউন্ট থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাকাউন্টে ৩০ লক্ষ টাকা গিয়েছে বলে বিবৃতি দিয়েছে ইডি। ইন্দ্রনীলের অ্যাকাউন্ট থেকে রয়্যালটি বাবদ ওই টাকা মমতার অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু কী বাবদ ওই রয়্যালটি তা ইন্দ্রনীলের থেকে জানতে পারেননি তদন্তকারীরা। ফলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নাম কেন্দ্রীয় তদন্তকারীর সংস্থার বিবৃতিতে জড়াতেই তেড়েফুঁড়ে নেমেছে রাজ্যের শাসক দল।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'তৃণমূল আর দুর্নীতি সমার্থক। এরা সব বনেদি বড়লোক।' রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষের কটাক্ষ, 'উনি নিজেই সততার প্রতীক হিসেবে সবাইকে ফাঁসিয়েছে। এসব আর চলবে না।' মমতাকে দেশদ্রোহী কটাক্ষ করে গ্রেপ্তারির দাবি করেছেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। তাঁর দাবি, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টাকা নিতেন তা বাংলার মানুষ জানে। এখন প্রকাশ্যে আসছে। ভাইপোকে টাকা তোলার মেশিন বানিয়েছিল মমতা। উনি দেশদ্রোহী, ওনাকে গ্রেপ্তার করা উচিত।'

অপরদিকে, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী থাকাকালীন রাজ্য সরকারের বিপুল টাকার টেন্ডার দুর্নীতির অভিযোগও উঠেছে ইন্দ্রনীল ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে। তৃণমূল আমলে 'বাংলা মোদের গর্ব' নামে একটি প্রকল্প চালু করে প্রতিটি জেলায় বাংলার লোকসংস্কৃতি, হস্তশিল্প ও স্থানীয় শিল্পীদের সুযোগ করে দেওয়া হত। তাই মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হত। কিন্তু ২০২২ ও ২০২৩ সালে প্রভাব খাটিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো সংস্থাকে কোটি কোটি টাকার টেন্ডার পাওয়ার ব্যবস্থা করে কয়েক শো কোটি টাকা তুলেছেন ইন্দ্রনীল। এই নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে রাজ্যের দুর্নীতি দমন কমিশন। এই বিষয়ে কমিশনের সদস্য পুলিশকর্তা কে জয়রামন জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

উৎসবের রঙে মুছে যায় ধর্মের বিভেদ

রিমি শীল

কলকাতা, ২ অক্টোবর : বাঙালির দুর্গাপুজো শুধুই একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, তা বাঙালি সংস্কৃতির মহামিলনমেলা। এই উৎসবে মুছে যায় সব ভেদাভেদ। স্পষ্ট হয়ে ওঠে সম্প্রীতির চিরন্তন ছবি। খিদিরপুর, মোমিনপুর কিংবা পার্কসার্কাস, শহরজুড়ে উমার আরাধনায় বড় হয়ে ওঠে মানব ধর্ম। মণ্ডপ বাঁধা থেকে শুরু করে প্রতিমার বায়না বা ভোগ বিতরণ-দায়িত্বই ভাগ করে নেন হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ।

শহরজুড়ে চলছে শেষ মুহূর্তের পুজো-প্রস্তুতি। 'খিদিরপুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি' এবার শতবর্ষে পদার্পণ করেছে। তাদের থিম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ'। সেই থিম ফুটিয়ে তুলতে ব্যস্ত ভিনধর্মের কারিগররা। কমিটির সম্পাদক অভিজিৎ দাসের কথায়, 'আমাদের মধ্যে কোনও বিভেদ নেই, আমরা সবাই মিলেমিশে পুজো করি।'

একই সম্প্রীতির সুর মোমিনপুর তরুণ সংঘেরও। ৫৩ বছর ধরে এই পুজোর মূল কাণ্ডারি স্থানীয় মুসলিম, খ্রিস্টান ও হিন্দু পরিবারগুলি। মণ্ডপ তৈরি, কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা আনা, এমনকি ষষ্ঠী থেকে নবমী বাড়ি বাড়ি ভোগ ও প্রসাদ পৌঁছে দেন ভিন ধর্মের তরুণ-তরুণীরা। পুজো উদ্যোক্তা অরুণাভ আঢ্য জানান, 'এলাকায় মাত্র ৫ থেকে ১০ শতাংশ হিন্দু পরিবার থাকা সত্ত্বেও বাজেটের সিংহভাগ আর্থিক অনুদান আসে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের কাছ থেকে। এমনকি ঐতিহ্য মেনে ভিন

ধর্মের প্রবীণ নাগরিকদের দিয়েই হয় পুজোর উদ্বোধন। আমাদের পুজোয় থিমের জাঁকজমক নেই, কিন্তু পুজোর দিনগুলিতে সন্ধে নামলেই মুসলিম মহিলা থেকে ছোট শিশুরা সারাদিন মণ্ডপে পড়ে থাকে।'

ধর্মের বেড়াজাল টপকে ফ্রেন্ডস ক্লাবের পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা হয়ে উঠেছেন ইসতিয়াক আহমেদ। পার্কসার্কাসের ১৭ নম্বর দিলখুসা স্ট্রিটের এই পুজো সম্প্রীতির আরও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইসতিয়াক ওরফে রাজুর কথায়, 'আমাদের পুজোয় মূল আকর্ষণ সর্বধর্মের মিলন মেলা। ২০০৪ সাল থেকে আমি এই পুজোর দায়িত্ব নিয়েছি। যৌথ উদ্যোগে আমরা পুজো করি। পুজোর সময় দরিদ্রদের জন্য বস্ত্রবিরণ কর্মসূচিতেও ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী, মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, গির্জার ফাদারদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়।'

খিদিরপুর বাজার এলাকায় মনসাতলা সার্বজনীন দুর্গোৎসবে ৪৯ বছর ধরে একত্রে পুজো করে আসছেন হিন্দু-মুসলিমরা। কমিটির সদস্য গণেশ সরকার বলেন, 'ভেদাভেদ কীসের। একসঙ্গে যখন ভোগ খেতে বসি, কেউ প্রশ্ন করে না, ধর্ম কী? বিজয়া দশমীতে একে অপরকে জড়িয়ে ধরেও মনে হয় না, বিভেদ রয়েছে।' একবালপুরে ৭০ বছর ধরে বসবাস করছেন মনোরঞ্জন দাস। তাঁদের পুজোয় তদারকিতে থাকেন স্থানীয় মুসলিমরাই। তাঁর কথায়, 'ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, ওরা নিজেরাই এগিয়ে আসে। পুজোর ভিড় সামলায়। পুজোয় নতুন জামা কেনে। আমাদের ঠাকুর যখন ঘোরানো হয়, ওরা কাঁধ পেতে দেয়।' এই অটুট মানবধর্মের নজিরেই প্রতি বছর সার্থকতা খুঁজে পায় আপামর বাঙালির প্রাণের উৎসব।

স্ত্রীরোগে সচেতনতাই সুরক্ষা

যে লক্ষণকে আমরা মামুলি ভেবে উড়িয়ে দিই, সেটাই হয়তো শরীরের প্রথম সতর্কবার্তা। মাসিকের গোলমাল, পেট ফাঁপা বা অস্বাভাবিক স্রাবের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত ক্যানসার। টিকা, স্ক্রিনিং আর সময়মতো চিকিৎসকের পরামর্শে এড়ানো যেতে পারে বড় ঝুঁকি। আলোচনায় দুই বিশেষজ্ঞ।

যেসব ক্যানসার নিয়ে চর্চা কম হয়...

ডাঃ রোহিত তেওয়ারি
সার্জিক্যাল অঙ্কোলজি কনসালট্যান্ট,
মণিপাল হসপিটালস, রাঙ্গাপানি

সার্ভিক্যাল ক্যানসার বা জরায়ুমুখের ক্যানসার মহিলাদের মধ্যে অন্যতম পরিচিত হলেও এটিই একমাত্র স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত ক্যানসার নয়। মহিলাদের প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে ক্যানসার হতে পারে, যার মধ্যে ডিম্বাশয়, জরায়ু, যোনি এবং ভালভার ক্যানসার নিয়ে চর্চা কম হয়। অথচ এই সব ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণকে প্রায়ই সাধারণ মাসিক সংক্রান্ত সমস্যা, হরমোন কিংবা পেটের গণ্ডগোল বলে ভুল করা হয়। এই ধরনের ক্যানসার সম্পর্কে সঠিক সচেতনতা এবং ঝুঁকির কারণগুলো জানা থাকলে মহিলারা সঠিক সময়ে চিকিৎসা নিতে পারেন।

প্রথমেই বলি, ওভারিয়ান ক্যানসার বা ডিম্বাশয়ের ক্যানসারের কথা। প্রাথমিক পর্যায়ে এই ক্যানসার শনাক্ত করা বেশ কঠিন, কারণ এর লক্ষণগুলো অত্যন্ত মৃদু ও সাধারণ হতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী পেট ফাঁপা, পেটে বা তলপেটে ব্যথা, খুব দ্রুত পেট ভরে যাওয়ার অনুভূতি, মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাসে পরিবর্তন এবং কোনও কারণ ছাড়াই ওজন বেড়ে বা কমে যাওয়ার মতো লক্ষণগুলো অবহেলা করা উচিত নয়। বিশেষ করে এই লক্ষণগুলো যদি নতুন হয় অথবা বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে থাকে, তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে যাওয়া জরুরি।

অন্যদিকে, জরায়ুর অভ্যন্তরীণ আস্তরণে যে ইউটেরাইন বা এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যানসার হয়, তার ফলে অতিরিক্ত বা দীর্ঘস্থায়ী মাসিক হতে পারে, দুই মাসিকের মাঝের সময়ে রক্তপাত হতে পারে কিংবা মেনোপজের পরেও যোনিপথে রক্তপাত হতে পারে। মেনোপজের পর যে কোনও ধরনের অপ্রত্যাশিত রক্তপাত অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে চিকিৎসকের মাধ্যমে পরীক্ষা করানো উচিত।

ভ্যাজাইনাল এবং ভালভার ক্যানসার তুলনামূলকভাবে কম দেখা গেলেও এগুলোর লক্ষণ অনেক সময় মহিলারা এড়িয়ে যান। যোনিপথে অস্বাভাবিক রক্তপাত বা স্রাব, তলপেটে দীর্ঘস্থায়ী অস্বস্তি, চুলকানি, জ্বালাপোড়া, ঘা, লাম্পস বা পিণ্ড ও ভালভার ত্বকে যে কোনও ধরনের পরিবর্তন দেখা দিলে এবং সাধারণ চিকিৎসায় ভালো না হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। এই লক্ষণগুলোর মানেই যে ক্যানসার তা নয়, তবে সময়মতো মূল্যায়ন করলে এর আসল কারণটি সহজেই খুঁজে বের করা সম্ভব হয়।

ক্যানসার শরীরের ঠিক কোথায় হচ্ছে, তার ওপর

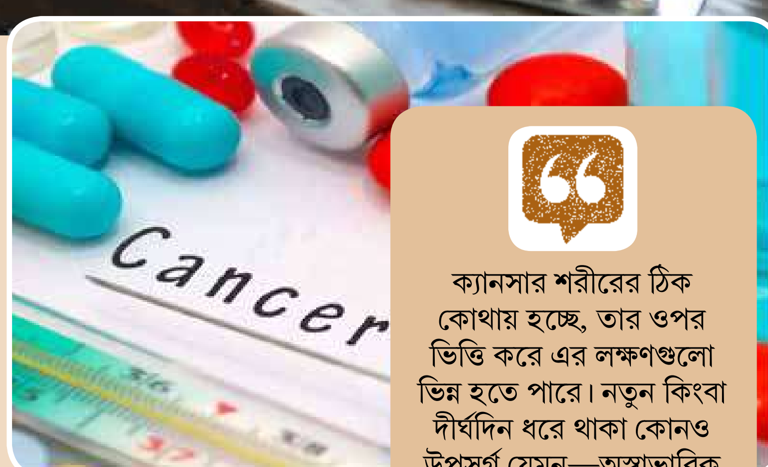

ভিত্তি করে এর লক্ষণগুলো ভিন্ন হতে পারে। নতুন কিংবা দীর্ঘদিন ধরে থাকা কোনও উপসর্গ যেমন— অস্বাভাবিক রক্তপাত, তলপেটে ব্যথা, পেট ফাঁপা, অস্বাভাবিক স্রাব কিংবা ভালভা অংশের কোনও পরিবর্তন কখনোই অবহেলা করা উচিত নয়। যদিও এইসব লক্ষণের পেছনে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে, তবুও সময়মতো চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে রোগটি সহজে শনাক্ত করা সম্ভব হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক চিকিৎসা শুরু করা যায়।

যেসব বিষয় স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে

> ক্যানসার শরীরের ঠিক কোথায় হচ্ছে, তার ওপর ভিত্তি করে এর লক্ষণগুলো ভিন্ন হতে পারে। নতুন কিংবা দীর্ঘদিন ধরে থাকা কোনও উপসর্গ যেমন—অস্বাভাবিক রক্তপাত, তলপেটে ব্যথা, পেট ফাঁপা, অস্বাভাবিক স্রাব কিংবা ভালভা অংশের কোনও পরিবর্তন কখনোই অবহেলা করা উচিত নয়। যদিও এইসব লক্ষণের পেছনে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে, তবুও সময়মতো চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে রোগটি সহজে শনাক্ত করা সম্ভব হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক চিকিৎসা শুরু করা যায়।

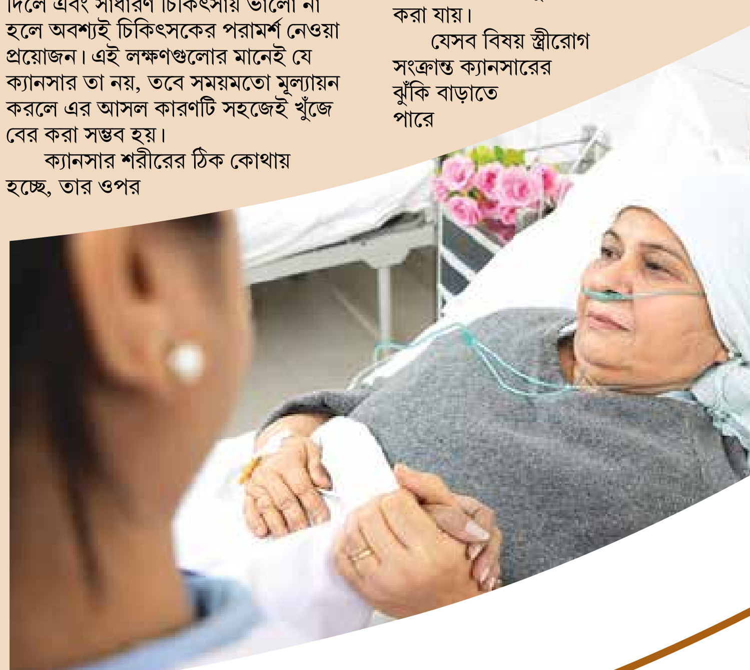

তার মধ্যে রয়েছে— বয়স বৃদ্ধি, পরিবারে কারও নির্দিষ্ট কোনও ক্যানসার থাকা, স্থূলতা এবং কিছু হরমোনজনিত বা বিপাকীয় সমস্যা।

এছাড়া হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস বা এইচপিভি-র উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ধরনগুলোর দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ জরায়ুমুখের ক্যানসার, যোনি এবং ভালভার ক্যানসারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। জরায়ুমুখের (সার্ভিক্যাল) ক্যানসারের ক্ষেত্রে এইচপিভি টিকাকরণ এবং নিয়মিত স্ক্রিনিং অত্যন্ত কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হয়। পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন বজায় রাখা এবং চিকিৎসকের সঙ্গে পরিবারের ক্যানসারের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করলে মহিলারা নিজেদের ব্যক্তিগত ঝুঁকি সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পেতে পারেন।

অতএব মহিলাদের সবসময় নিজেদের শরীরের যে কোনও পরিবর্তনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত এবং কোনও লক্ষণ অস্বাভাবিক, দীর্ঘস্থায়ী বা আপাত কারণ ছাড়াই দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক।

এইচপিভি টিকায় প্রতিরোধ

ডাঃ প্রসেনজিৎকুমার রায়
আইভিএফ বিশেষজ্ঞ

ক্যানসার আমাদের সময়ের অন্যতম বড় স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ হলেও সব ধরনের ক্যানসার প্রতিরোধের বাইরে নয়। জরায়ুমুখের ক্যানসার এমন একটি রোগ, যা টিকাদান এবং নিয়মিত স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব। হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি) ভ্যাকসিন একুশ শতকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সাফল্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং এটি বিশ্বজুড়ে নারীদের মনে নতুন আশা জুগিয়েছে।

হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি) একটি সাধারণ ভাইরাস, যা মূলত যৌন সংস্পর্শের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়। অধিকাংশ এইচপিভি সংক্রমণ কোনও উপসর্গ সৃষ্টি না করেই স্বাভাবিকভাবে সেরে যায়। তবে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এইচপিভি'র দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ— বিশেষত এইচপিভি

১৬ ও এইচপিভি ১৮, প্রায় ৭০ শতাংশ জরায়ুমুখের ক্যানসারের জন্য দায়ী।

এইচপিভি ভালভার, যোনি, মলদ্বার, পুরুষাঙ্গ এবং গলার ক্যানসারের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। তাই এই ভ্যাকসিন শুধু মেয়েদের জন্য নয়, ছেলেদের ক্ষেত্রেও সমান উপকারী। এইচপিভি ভ্যাকসিন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরিতে উদ্দীপিত করে। এটি বিদ্যমান এইচপিভি সংক্রমণের নিরাময় করে না, তবে বিপজ্জনক ধরনের ভাইরাসের ভবিষ্যৎ সংক্রমণ ঠেকাতে কার্যকর সুরক্ষা দেয়। যেসব দেশে এক দশকেরও বেশি আগে এইচপিভি টিকাদান শুরু হয়েছে, সেখানে তরুণীদের মধ্যে জরায়ুমুখের ক্যানসারের হার লক্ষণীয়ভাবে কমেছে। ভ্যাকসিন নেওয়ার আদর্শ বয়স ৯ থেকে ১৪ বছর অর্থাৎ যৌন জীবন শুরুর আগেই, যখন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সবচেয়ে ভালো সাড়া দেয়। এর সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো অত্যন্ত মৃদু— যেমন ইনজেকশনের জায়গায় সামান্য ব্যথা, অল্প জ্বর কিংবা সাময়িক ক্লান্তি। তবে ভ্যাকসিন নিলেও নিয়মিত স্ক্রিনিং করানো জরুরি। প্যাপ স্মিয়ার এমন একটি কার্যকর পরীক্ষা, যা ক্যানসারে রূপ নেওয়ার অনেক আগেই জরায়ুমুখের অস্বাভাবিক কোষ শনাক্ত করতে সক্ষম।

নিয়মিত স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ ধরা পড়লে জরায়ুমুখের ক্যানসার ও মৃত্যুহার অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব। প্যাপ স্মিয়ারে অস্বাভাবিক কোষ পাওয়া গেলে, কোনও নারী উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এইচপিভিতে সংক্রামিত হলে (বিশেষত এইচপিভি ১৬ বা ১৮) অথবা ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় জরায়ুমুখ সন্দেহজনক মনে হলে কোলপোস্কোপি করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় বাজেটে ৯-১৪ বছর বয়সি মেয়েদের জরায়ুমুখের ক্যানসার প্রতিরোধে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং ইউনিভার্সাল ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে ধাপে ধাপে এইচপিভি টিকাদান চালু করা হয়েছে।

জরায়ুমুখের ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনটি স্তম্ভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— টিকাদান, স্ক্রিনিং ও সময়মতো চিকিৎসা। এইচপিভি ভ্যাকসিন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষা দেয়, প্যাপ স্মিয়ার ও এইচপিভি পরীক্ষা প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্ত করে এবং কোলপোস্কোপি যে কোনও অস্বাভাবিকতায় নির্ভুল রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা নিশ্চিত করে।

এই তিনটি পদক্ষেপ একসঙ্গে বাস্তবায়িত হলে প্রতি বছর হাজার হাজার অকালমৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব।

অ্যাজমা বনাম সিওপিডি

শ্বাসকষ্টের সমস্যায় যে কোনও বয়সের মানুষই ভুগতে পারেন। তবে সব শ্বাসকষ্ট এক নয়। অ্যাজমা বা হাঁপানি এবং ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ (সিওপিডি)— উভয় ক্ষেত্রেই কাশি, বুকে শাঁ শাঁ আওয়াজ এবং শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গ দেখা দেয়। রোগের বিস্তার এবং চিকিৎসার দিক থেকে এই দুই অসুখের মধ্যে স্পষ্ট ফারাক রয়েছে। লিখেছেন শিলিগুড়ির মণিপাল হাসপাতালের পালমনোলজি কনসালট্যান্ট ডাঃ রাজেশ আগরওয়াল

শ্বাসনালির প্রদাহের কারণেই প্রধানত অ্যাজমা দেখা দেয়। অ্যালার্জি, দূষণ, শ্বাসযন্ত্রে সংক্রমণ, শরীরচর্চা কিংবা আবহাওয়ার বদল এর অন্যতম কারণ। অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে ধূমপান, ঘরের ভেতরের দূষিত বাতাস, কাজের জায়গার ধুলোবালি বা রাসায়নিক ধোঁয়ার সংস্পর্শে থাকার ফলে ধীরে ধীরে সিওপিডি বাসা বাঁধে। সাধারণত শৈশবে বা অল্প বয়সেই অ্যাজমার সূত্রপাত ঘটে এবং এর সমস্যা মাঝে মাঝে দেখা দেয়। সিওপিডি প্রধানত বয়স্কদের আক্রমণ করে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর প্রকোপ ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

অ্যাজমার ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট, বুকে শাঁ শাঁ আওয়াজ বা কাশি নির্দিষ্ট কিছু

কারণে বাড়ে এবং ওষুধ প্রয়োগে তা কমেও যায়। উলটোদিকে, সিওপিডিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের একটানা কফ-কাশি থাকে, শ্বাসকষ্ট ক্রমশ বাড়ে এবং সামান্য পরিশ্রমেও ক্লান্তি আসে। অনেকেই বয়সজনিত সমস্যা বা ধূমপানের প্রভাব ভেবে এইসব লক্ষণ অবহেলা করেন, ফলে চিকিৎসা শুরু হতে অযথা দেরি হয়।

চিকিৎসকরা রোগীর পূর্ব ইতিহাস, শারীরিক পরীক্ষা এবং স্পাইরোমেট্রির মতো পালমোনারি ফাংশন টেস্টের মাধ্যমে রোগ শনাক্ত করেন। এছাড়া বুকের বিভিন্ন পরীক্ষা বা ইমেজিং করিয়ে রোগের তীব্রতা বোঝার চেষ্টা করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ ধরা পড়লে উপযুক্ত ওষুধ ও জীবনযাপনে কিছু পরিবর্তন এনে ফুসফুসকে বড়সড়ো জটিলতা থেকে রক্ষা করা যায়।

চিকিৎসকদের পরামর্শ— একটানা কাশি, বুকে শাঁ শাঁ আওয়াজ, কোনও কারণ ছাড়াই শ্বাসকষ্ট হওয়া বা প্রায়ই শ্বাসযন্ত্রে সংক্রমণকে হালকাভাবে নেওয়া অনুচিত। এই ধরনের কোনওরকম উপসর্গ দেখা দিলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

দ্রুত রোগ নির্ণয় করা গেলে চিকিৎসকদের পক্ষে অ্যাজমা ও সিওপিডি-র পার্থক্য বোঝা সহজ হয়। এতে সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু করে ফুসফুসের স্বাস্থ্য যেমন দীর্ঘদিন ভালো রাখা যায়, তেমনই রোগীর জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়।

৩০ মিনিটে সোনালি হ্যাটট্রিক

অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনে রূপকথা সুজিতের

আইচি, ২ অক্টোবর : দিন দুয়েক আগে ভারতীয় তিরন্দাজরা ২ ঘণ্টায় তিনটি সোনা জিতেছিলেন। শুক্রবারের দিনটা হয়তো এবারের এশিয়াডে ভারতের জন্য সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে থাকল। ৩০ মিনিটের মধ্যে সোনালি হ্যাটট্রিকের সঙ্গে এদিন মোট ছয়বার পোডিয়ামে জাতীয় সংগীত বাজল। লভলিনা বরগোহাঁই, পারভীন হুডা, অঙ্কুশ পাঙ্ঘালদের পাঞ্চে ধরাশায়ী হল প্রতিপক্ষ। কুস্তির ম্যাটে রূপকথা লিখলেন সুজিত কলকল। তিরন্দাজিতে দক্ষিণ কোরিয়ার অহংকার ভাঙলেন ভারতীয় মেয়েরা।

শুরুটা হয়েছিল ভারতীয় বক্সিংয়ে সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে বড় নাম লভলিনাকে দিয়ে। প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে টানা দুইবার এশিয়ান গেমসের ফাইনালে উঠে আগেই রেকর্ড করেছিলেন লভলিনা। এদিন আইচির নিশিয়ো জিমনাসিয়ামে মহিলাদের ৭৫ কেজি বিভাগে ফাইনালে চিনের জিয়ি বাওকে ৫-০ ব্যবধানে উড়িয়ে ২৯তম জন্মদিনে নিজেকেই সবচেয়ে দামি উপহার দিলেন তিনি। হ্যাংঝৌ এশিয়াডে রুপো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল লভলিনাকে। এদিন চ্যাম্পিয়ন হয়ে ২০১৪ সালে এমসি মেরি কমের পর প্রথম ভারতীয় মহিলা বক্সার হিসেবে এশিয়াডে সোনা জিতলেন অসমের লভলিনা।

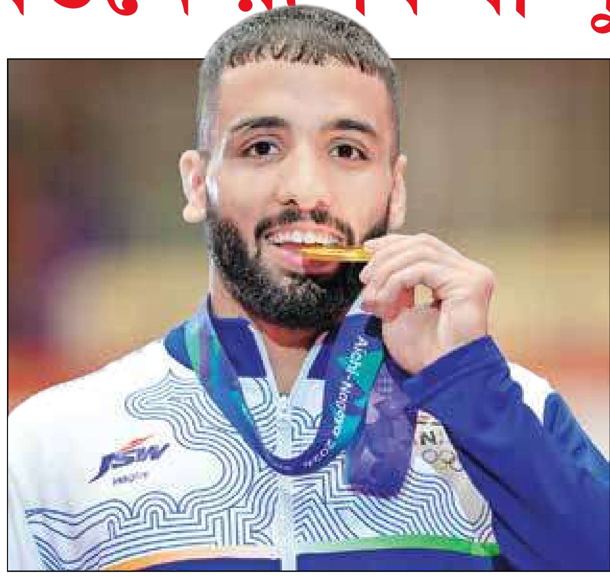

পুরুষদের ৬৫ কেজি বিভাগে কুস্তিতে সোনা জয়ের পর পদকে কামড় সুজিত কলকলের। নাগোয়াতে শুক্রবার। ছবি : পিটিআই

টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। কিন্তু প্যারিস থেকে খালি হাতে ফিরতে হয় লভলিনাকে। তারপর পেশাদার বক্সিং থেকে এক বছরের বিরতি নিয়েছিলেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় রাউন্ডে বিদায় নিয়ে ফিরে আসার রাস্তাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল অসমের এই বক্সারের জন্য। সব হতাশাকে পিছনে ফেলে এদিন পয়া জাপানেই ফের একবার পদকের স্বাদ পেলেন লভলিনা। বলেছেন, 'খুব কঠিন সময় কাটিয়েছি। বক্সিং ছেড়ে দেওয়ার কথাও মাথায় এসেছিল। আত্মবিশ্বাসের অভাব বোধ করছিলাম। কমনওয়েলথ গেমসে রুপো জিতলেও খুশি ছিলাম না। সবদিক থেকে আজকের এই সোনার পদক অনেক স্পেশাল। বিশ্বাস করতে সময় লাগবে, আমি সত্যিই সোনা জিতেছি। আজ সবার আগে মাকে ফোন করব। টেনশন হয় বলে আমার ম্যাচ উনি টিভিতে দেখেন না।'

লভলিনার পর ইতিহাসে নাম লেখায় ভারতীয় মহিলা তিরন্দাজি রিকার্ভ দল। কম্পাউন্ডে দেশের তিরন্দাজরা দলগত বিভাগে 'ক্লিন সুইপ' করেছিলেন। কম্পাউন্ড যদি ভারতের শক্তিশালী দিক হয়, তাহলে রিকার্ভে ১৯৮২ সাল থেকে কোরিয়ানরা রাজত্ব করছেন। রিকার্ভে মহিলাদের টিম ইভেন্টে ১৯৯৮ সাল থেকে গতবার পর্যন্ত টানা সাতটি সোনা রয়েছে তাদের। এদিন অঙ্কিতা ভকত, কীর্তি শর্মা, কুমকুম মোহদ কোরিয়ানদের দুর্গ ভেঙে দেশকে রিকার্ভ থেকে প্রথম সোনা এনে দিলেন। ফাইনালে তারা হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ৫-৩ পয়েন্টে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়েছে।

প্রথম দুই সেটে স্কোর সমান থাকায় পয়েন্ট ২-২ থাকে। তৃতীয় সেট জিতে ভারত প্রথমবার টাইয়ে এগিয়ে যায়। চতুর্থ সেটে কোরিয়া ৫৪ স্কোর করেছিল। ভারতকে সমান স্কোর করে ১ পয়েন্ট আনতে হলে শেষ তির ১০-এর ঘরে রাখতেই হত। ১৭ বছরের কুমকুমের 'বুলস আই হিট'-এ সমীকরণ মিলিয়ে দেন। এর আগে মিক্সড টিম ইভেন্টে কুমকুম-ধীরাজকে সন্তুষ্ট থাকতে হওয়ায় ভারত অল্পের জন্য ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের সরাসরি কোটা মিস করে।

কুমকুমদের ঐতিহাসিক সফরের পর শুরু হয় ভারতের ৩০ মিনিটের 'সোনালি র‍্যাপিড ফায়ার।' অঙ্কুশ পাঙ্ঘাল প্রথম ভারতীয় পুরুষ বক্সার হিসেবে এশিয়াডে সোনা জিতে ইতিহাসের পাতায় নাম তোলেন। ৮০ কেজি বিভাগে তিনি ৫-০ ব্যবধানে দক্ষিণ কোরিয়ার মিনেসং কিমকে উড়িয়ে দিয়েছেন। হ্যাংঝৌ এশিয়াডে ব্রোঞ্জ জয়ের পরও নিজের সম্পর্কে না জানানোয় সেই পদক কেড়ে নেওয়া হয়েছিল পারভীন হুডার থেকে। এমনকি এক বছরে তিনবার একই ঘটনা ঘটায় ২২ মাস নির্বাসন করা হয়েছিল রোহতকের ২৬ বছরের এই বক্সারকে। যার জেরে প্যারিস অলিম্পিকেও নামতে পারেননি তিনি। এদিন সবকিছুর জবাব দিলেন পারভীন। মহিলাদের ৬৫ কেজিতে এদিন তিনি ৩-২ ব্যবধানে চেন নিয়েন-চিনের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছেন।

এদিনের সেরা চমকটা দিলেন সুজিত। কুস্তিতে এবারের এশিয়াডে দেশকে প্রথম সোনা এনে দিলেন তিনি। পুরুষদের ৬৫ কেজি বিভাগের ফাইনালে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন তাজিকিস্তানের আব্দুলমাজহিদ কুদিয়েভের বিরুদ্ধে ২-৯ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়েছিলেন ২৩ বছরের সুজিত। সেখান থেকে অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনে টানা ৮ পয়েন্ট স্কোর করেন তিনি। সবমিলিয়ে ১০-৯ পয়েন্টে ম্যাচ জিতে নেন তিনি। দাঁত দিয়ে রক্ত বেরোলেও হার মানেননি সুজিত। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সুজিতের 'ওয়াইল্ড সেলিব্রেশন'-ই সবটা বলে দিচ্ছিল।

বক্সিংয়ে সোনালি সফরে লভলিনা বরগোহাঁই (৭৫ কেজি), পারভীন হুডা (৬৫ কেজি) ও অঙ্কুশ পাঙ্ঘাল (৮০ কেজি)। আইচিতে শুক্রবার পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

মহিলাদের রিকার্ভ তিরন্দাজিতে সোনা জয়ের পর অঙ্কিতা ভকত, কীর্তি শর্মা ও কুমকুম মোহদ। শুক্রবার।

ভারতের বদলার আগুনে পুড়ে ছাই চিন

৪৪ বছরের খরা কাটিয়ে সোনা হকিতে

কাকামিঘারা, ২ অক্টোবর : 'গোল্ড মেডেল আ গায়া হ্যায় প্রভু।' শুক্রবার বিকেলে শেষ হুটার বাজতেই সম্প্রচারকারী চ্যানেলের কমেন্ট্রি বক্সে সুনীল তানেজার স্বর কয়েকশো ডেসিবল ছাড়িয়ে গেল। সেটাই তো স্বাভাবিক। কারণ, চিনকে ১-০ গোলে হারিয়ে ৪৪ বছর পর এশিয়ান গেমসে মহিলাদের হকিতে সোনা জিতল ভারত। ১৯৮২ সালের পর প্রথমবার এশিয়াডে সোনার পদক গলায় ঝুলিয়ে ২০২৮ সালের অলিম্পিকে নামারও ছাড়পত্র পেয়ে গেল প্রমীলাবাহিনী।

১৯৯৮ সালের পর প্রথমবার এশিয়াড হকিতে ভারতের দুই দলই ফাইনালে উঠেছে। তবে সালিমা টেটে ব্রিগেডের কাছে এদিনের খেতাবি লড়াই ছিল চার দশকের আক্ষেপ ঘোচানোর, গত এশিয়াডের সেমিফাইনালে হারের বদলা নেওয়ার মঞ্চ। সেমিফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জয়ের ম্যাচে অসম লড়াই করেছিলেন ভারতের মেয়েরা। এদিনের ফাইনালেও যে ভারতের প্রতিটি খেলোয়াড়কে ১১০ শতাংশ দিতে হবে, সেটা জানাই ছিল। সালিমারাও তৈরি হয়ে নেমেছিলেন। সঙ্গে ছিল চলতি বছরের বিশ্বকাপে চিনকে আটকে দেওয়ার আত্মবিশ্বাস। প্রথম কোয়ার্টারে চিন একচেটিয়া আধিপত্য রেখেছিল ঠিকই। কিন্তু ভারতীয় ডিফেন্স সংগঠিত থাকায় কোনও বিপদ হয়নি। বরং ১০ মিনিটে লালরেমসিয়ামির বিদ্যুৎ গতির রিভার্স হিট ভারতকে ১-০ গোলে এগিয়ে দেয়।

এরপরই শুরু হয় চিনের অ্যাটাক বনাম ভারতীয় ডিফেন্সের লড়াই। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে চিন আক্রমণের ঝাঁঝ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। তবে সুশীলা চানু, জ্যোতি, ইশিকা চৌধুরী সমৃদ্ধ ভারতীয় ডিফেন্স আজ গোল হজম না করার পণ নিয়ে নেমেছিল। ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট আসে ২৩ মিনিটে। সুশীলা 'ডি'-এর ভিতরে ফাউল করায় পেনাল্টি স্ট্রোক পায় চিন। মুশকিল আসান করেন তারকা গোলকিপার সবিতা পুনিয়া। বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে ঝ্যাং ইয়েনের শট রুখে দেন তিনি। এই সেভে যেন দেশের হয়ে ৩২১টি ম্যাচ খেলার সব অভিজ্ঞতা ঢেলে দিলেন ৩৬ বছরের সবিতা। যার জন্যই ভারত লিড রেখে বিরতিতে যেতে পেরেছিল।

তৃতীয় ও চতুর্থ কোয়ার্টারে চিনের আক্রমণ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এমনকি তারা গোলকিপার তুলে নিয়ে একজন অতিরিক্ত ফিল্ড প্লেয়ারকে নামায়। যার সুযোগ ভারত নিতে ব্যর্থ হলেও সবিতা একাধিক সেভ করে দলের ঐতিহাসিক সোনা নিশ্চিত করেন। সবিতারা লক্ষ্যপূরণ করেছেন। টানা দ্বিতীয়বার সোনা জয়ের লক্ষ্যে শনিবার হরমনপ্রীত সিংরা মালয়েশিয়ার মুখোমুখি হবেন।

মহিলাদের হকিতে সোনা জয়ের পর কোচ শোয়েড মারিনকে আকাশে তুলে উচ্ছ্বাস নভনীত কাউর-সুশীলা চানুদের।

রিচাদের পর আজ বৈভবদের পালা

পাক-বধে সোনাই লক্ষ্য শ্রেয়সদের

নিশিন, ২ অক্টোবর : টানা দ্বিতীয়বার এশিয়ান গেমস খেতাবের হাতছানি। তাও আবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে। শনিবার নিশিনের কোরোগি স্পোর্টস পার্কের বাইশ গজের এক ঢিলে জোড়া পাখি মারার যে সুযোগ হাতছাড়ায় নারাজ ভিভিএস লক্ষ্মণ-শ্রেয়স আইয়ারদের দল।

ভারতীয় মহিলা দল ইতিমধ্যেই সোনা উপহার দিয়েছে দেশকে। এবার পালা শ্রেয়সদের। আরও একবার পাকিস্তান ক্রিকেটের অহমিকা চূর্ণ করে শ্রেষ্ঠত্বের ধ্বজা উড়িয়ে দেওয়া। মূল লক্ষ্য সোনালি পদকেই। সহকারী কোচ হৃষীকেশ কানিতকারও পরিষ্কার করে দিলেন, পোডিয়ামের এক নম্বর জায়গা দখল ছাড়া অন্য কিছুতে মাথা ঘামাতে রাজি নন তাঁরা।

সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে কার্যত গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারত। পাকিস্তান সেখানে বাংলাদেশকে হারায়। ফলস্বরূপ, ফাইনালে ভারত-পাক হাইভোল্টেজ মহারণ। এশিয়ান গেমসে প্রথমবার মুখোমুখি দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। বিশ্বকাপের মতো এশিয়ান গেমসেও পাকিস্তানের ওপর ছড়ি ঘোরানোর শুরুটা সূর্যোদয়ের দেশেই শুরু করতে চান অভিষেক শর্মা, বৈভব সূর্যবংশী, ঈশান কিষানরা।

ভারতের তুলনায় পাকিস্তান কিছুটা অনভিজ্ঞ কমজোরি। কিন্তু সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আয়ুবরা অনেক হিসেব বদলে দিতে পারেন। বিশেষত, স্পিন সমৃদ্ধ পাক বোলিংকে হালকাভাবে নেওয়ার উপায় নেই নিশিনের স্পিন-সহায়ক পিচে। জোড়া সেমিফাইনালেই স্পিনাররা দাপট দেখিয়েছে। জসপ্রীত বুমরাহ আঘাত হানার পর অক্ষর প্যাটেল, অভিষেক শর্মার স্পিন ধাক্কায় ৪৫ রানে টলে যায় শ্রীলঙ্কা। আগামীকাল বুমরাহর নেতৃত্ব পেস-স্পিনের মেলবন্ধনের প্রত্যাশা।

পরিসংখ্যানও ভারতের পক্ষে। দ্বিপাক্ষিক টক্করে শেষ ৬টি টি২০ ম্যাচেই পাকিস্তানকে হারিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। আগামীকাল 'সাত রাজার ধন মানিক' খোঁজার পালা। সবমিলিয়ে ভারতের পক্ষে স্কোরবোর্ড ১৩-৩! ভারত-পাক যুদ্ধে একপেশে যে ছবিটা বদলাতে মরিয়া পাক ব্রিগেডও।

> **এশিয়ান গেমস ক্রিকেটের ফাইনাল আজ**
> **ভারত বনাম পাকিস্তান**
> **সময় :** সকাল ১০.৩০ মিনিট
> **স্থান :** নিশিন
> **সম্প্রচার :** সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

সেক্ষেত্রে দলকে অনেকাংশে নির্ভর করতে হবে অধিনায়ক ফারহান ও আয়ুবের ওপর।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত খেতাব ধরে রাখতে শক্তিশালী দল পাঠিয়েছে এশিয়ান গেমসে। যা ভালোমতো টের পেয়েছে শ্রীলঙ্কা। আগামীকাল কী পাকিস্তানের পালা? ফেভারিট হিসেবে নামলেও ফাইনাল-যুদ্ধে আত্মতুষ্টিতে ভোগার জায়গা নেই। সেমিফাইনালের পর ম্যাচের নায়ক ঈশান সেই কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে উত্তেজক সেমিফাইনালে জিতলেও পাক ব্যাটিং প্রশ্নের মুখে। শেষদিকে আব্দুল সামাদ ১৫ বলে ৩০ রানের ঝোড়ো ইনিংস সামাল না দিলে ফলাফল অন্যরকম হতে পারত। ভারতীয় ব্যাটিং তুলনায় অনেক বেশি অভিজ্ঞ এবং শক্তিশালী। বৈভব, অভিষেক, সঞ্জু স্যামসন, ঈশানের সঙ্গে শ্রেয়স, তিলক-পাকিস্তানের অনভিজ্ঞ বোলিং লাইনআপের পক্ষে কঠিন চ্যালেঞ্জ।

অবশ্য ফাইনালের চাপ সবসময় আলাদা। ধারেভারে এগিয়ে থাকা বা অতীত রেকর্ড দিয়ে পূর্বাভাস সবসময় মেলে না। ভালো শুরুটা সেদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে কোরোগি স্পোর্টস পার্কের মন্থর উইকেটে। পাওয়ার প্লে কাজে লাগাতে না পারলে চাপ সামলানো কঠিন। আর কোণঠাসা পরিস্থিতিতে ঈশান বারবার ৪৬ বলে অপরাজিত ৮০-র মতো অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলে দেবে ভাবলে ভুল হবে।

টিমগেমে তাই বাজিমাতে জোর হেডকোচ ভিভিএসের। নিশিনের প্রতিকূল পিচে দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ থাকবে অভিষেক, সঞ্জু, শ্রেয়সদের। তবে বুমরাহ-অক্ষরের নেতৃত্বে বোলিং নিঃসন্দেহে স্বস্তির জায়গা। মূল টার্গেট থাকবে শুরুতে ফারহানকে (শেষ তিন ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে ৫৭, ৫৮ ও ৪০ করেছেন) ফেরানো।

স্বস্তির খবর ক্রিকেটমহলেও। আগামীকাল ভারত-পাক ফাইনাল যুদ্ধে উপস্থিত থাকতে পারছেন না পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড তথা এশিয়ান কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি। এশিয়া কাপে ট্রফি প্রদান ঘিরে নকভিকে নিয়ে তোলপাড় হয়েছে। শনিবার নকভি-বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে থাকতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন নকভি।

পদক তালিকা

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
১	চিন	১৬২	৮১	৭৩	৩১৬
২	জাপান	৭২	৮৩	৮৫	২৪০
৩	দক্ষিণ কোরিয়া	৩৩	৩৯	৬২	১৩৪
৪	উজবেকিস্তান	২০	২৩	২২	৬৫
৫	ভারত	১৬	২৫	৩৫	৭৬

'এ' সিরিজ জিতল ভারত

পুদুচেরি, ২ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের বেসরকারি টেস্ট সিরিজ জিতল ভারতীয় 'এ' দল। প্রথম ম্যাচ জিতে ১-০ এগিয়ে যায় দেবদত্ত পাডিক্কালের নেতৃত্বাধীন ভারত। দ্বিতীয় ম্যাচ এদিন অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়া 'এ' দল সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে থাকলেও আজ শেষদিনে যশ রাঠোর (৮০), তুষার দেশপান্ডের (৫২) লড়াইয়ে আটকে যায় অজিদের জয়। শেষদিকে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন টেল এন্ডাররাও। ৩৬৫-র জয়লক্ষ্যে খেলতে নেমে ভারতের স্কোর ৩১০/৯। যার সুবাদে ম্যাচ ড্র রেখে সিরিজ ১-০-তে জেতা।

> ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ
> **তৃতীয় ওডিআই আজ**
> **সময় :** দুপুর ২টা
> **স্থান :** নিউ চণ্ডীগড়
> **সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

অসমাপ্ত কাজ শেষের পরিকল্পনায় গিল

নিউ চণ্ডীগড়, ২ অক্টোবর : চলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ। তিন ম্যাচের সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচ জিতে শাই হোপদের বিরুদ্ধে সিরিজের দখল নেওয়া হয়ে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। শনিবার নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরের মাঠে সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ একদিনের ম্যাচ। বিপক্ষকে হোয়াইটওয়াশের লক্ষ্যে পরিকল্পনা শুরু হয়েছে ভারতীয় দলের অন্দরে। পাশাপাশি আগামীকাল শেষ একদিনের ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে কিছু বদল হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এমন অবস্থায় গতরাতে গুয়াহাটি থেকে চণ্ডীগড়ে পৌঁছানো টিম ইন্ডিয়া আজ পুরো দিনটা বিশ্রামে কাটিয়ে দিল। টানা ক্রিকেটের আবহে সেটাই স্বাভাবিক। আর সেই বিশ্রামের মধ্যেই টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে শুরু হয়ে গিয়েছে এক বছর পরের ওডিআই বিশ্বকাপের পরিকল্পনাও। সম্প্রচারকারী চ্যানেলে এক সাক্ষাৎকারে দলের অন্দরের এই মনোভাবের কথাই তুলে ধরেছেন অধিনায়ক শুভমান গিল। শুধু তাই নয়, দলের দুই সিনিয়ার ক্রিকেটার বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার অভিজ্ঞতা কীভাবে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে নির্ধারিত থাকা বিশ্বকাপের আসরে কাজে লাগাতে চান, সেকথাও দুনিয়ার দরবারে তুলে ধরেছেন গিল।

শেষ একদিনের বিশ্বকাপের আসর বসেছিল দেশের মাটিতে। যেখানে আগাগোড়া চ্যাম্পিয়নের মতো খেলার পরও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ফাইনালে হারতে হয়েছিল রোহিতের টিম ইন্ডিয়াকে। ট্রফি জয়ের কাজটা 'অসমাপ্ত' রয়ে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার। সেই অসমাপ্ত কাজ দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে এক বছর পরের বিশ্বকাপের আসরে করে দেখাতে চান অধিনায়ক শুভমান। তাঁর কথায়, 'আগেরবার বিশ্বকাপের আসরে আমরা আমাদের কাজ শেষ করতে পারিনি। পুরো প্রতিযোগিতায় দারুণ খেলেছিলাম আমরা। আমাদের সেরা দল ভাবা হচ্ছিল। কিন্তু ফাইনালের আসরে ছবিটা বদলে যায়। আসলে বিশ্বকাপের আসর এমনই।' ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বরের সেই রাতটা রোকো জুটির মতো আজও যন্ত্রণা দেয় বর্তমান অধিনায়ক শুভমানকে। ভারত অধিনায়কের কথায়, 'খেলোয়াড়রা খুব বেশি বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পান না। আমি ভাগ্যবান সেই সুযোগ অতীতে পেয়েছি। আবারও হয়তো পাব। আর তার জন্য সেরাটা দেওয়ার জন্য নিজেদের তৈরি করতে হবে। কিছু কাজ এখনও অসমাপ্ত রয়ে গিয়েছে।'

নিউ চণ্ডীগড়ে পৌঁছানোর পর ভারতীয় অধিনায়ক শুভমান গিল।

২০২৭ সালের ৭ অক্টোবর দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে শুরু হচ্ছে একদিনের বিশ্বকাপের আসর। গতরাতে সেই বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশও হয়ে গিয়েছে। আগামী বছরের ৭ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে টিম ইন্ডিয়া। দ্বিতীয় ম্যাচেই প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। তার আগে ভারত অধিনায়ক শুভমানের মনে হচ্ছে, ভারতীয় স্কোয়াডে রোকো থাকা আশীর্বাদের মতোই। গিলের কথায়, 'আমি অধিনায়ক ও একজন ক্রিকেটার হিসেবে ভাগ্যবান। কারণ, সতীর্থ হিসেবে দলে আমি বিরাট ও রোহিতভাইকে পেয়েছি। ওদের বিশাল অভিজ্ঞতা আগামী বিশ্বকাপে আমাদের দলকে নিশ্চিতভাবেই সাফল্যের দিশা দেবে। তাছাড়া আমার মনে হয়, বিরাটভাই একদিনের ক্রিকেটের সেরা ব্যাটার। আর রোহিতভাই সেরা ওপেনার। এমন দুইজনকে দলে পেলে সবারই কাজ সহজ হয়ে যায়।' ঠিক এক বছর পরই আগামীর একদিনের বিশ্বকাপ। তার আগে ভারতীয় ক্রিকেটে আরও কত কী ঘটবে, কারও জানা নেই। যদিও অধিনায়ক শুভমান তাঁর স্ট্র্যাটেজি থেকে সরছেন না। কী সেই স্ট্র্যাটেজি?

> খেলোয়াড়রা খুব বেশি বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পান না। আমি ভাগ্যবান সেই সুযোগ অতীতে পেয়েছি। আবারও হয়তো পাব। আর তার জন্য সেরাটা দেওয়ার জন্য নিজেদের তৈরি করতে হবে।
> **-শুভমান গিল**

সম্প্রচারকারী চ্যানেলে ভারত অধিনায়ক জানিয়েছেন, তিনি মাঠে সতীর্থদের থেকে পরামর্শ নিতে পছন্দ করেন। সকলের থেকেই শিখতে চান। শুভমানের কথায়, 'আমি সবসময় নিজে শিখতে চাই। বিশ্বাস করি, শেখার কোনও শেষ হতে পারে না। বিরাট ও রোহিতভাইয়ের থেকে মাঠে পরামর্শ তো নিয়েই থাকি আমি। সঙ্গে শ্রেয়স আইয়ার ও কেএল রাহুলদের সঙ্গেও কথা বলি। দলের বাকিদের সঙ্গেও ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করি আমি।' একদিনের ক্রিকেটে আইসিসির ব্যাটারদের র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থানে রয়েছেন শুভমান। ২০২৩ সালে প্রথমবার তিনি ওডিআই ব্যাটারদের তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছিলেন। আজও সেই মুহূর্তের কথা মনে রয়েছে শুভমানের। তাঁর কথায়, '২০২৩ সালের একদিনের বিশ্বকাপের সময়ই প্রথমবার ব্যাটারদের র‍্যাংকিয়ে শীর্ষস্থান পেয়েছিলাম আমি। ভালো লেগেছিল। হতে পারি আমি এখনও তালিকায় শীর্ষে রয়েছি। কিন্তু এখন আর এসব নিয়ে ভাবি না। দলের সাফল্যের চেয়ে বড় কিছু হয় না। আর মনে রাখতে হবে, কিছু অসমাপ্ত কাজ শেষ করতেই হবে আমাদের।'

আসলে শুভমানদের সামনে প্রতিপক্ষ হিসেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থাকলেও সাফল্যের লক্ষ্যে আগামীর প্রতিজ্ঞাটা সেরে ফেলেছেন ভারত অধিনায়ক। অসমাপ্ত থাকা কাজটা শেষ করতেই হবে এবার।

নমস্তের পর রায়ানের কথা ডন কার্লোর মুখে

ব্রাজিল ফুটবলারদের কাছে দায়বদ্ধতার প্রত্যাশা কোচের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ অক্টোবর : ভারতে ফুটবল সংস্কৃতি নেই। নিজের এই বক্তব্য থেকে এদেশে পা দিয়েও এক চুল সরলেন না যিনি সেই ব্রাজিল কোচই আবার বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছেন রায়ান উইলিয়ামসকে।

এক ঝাঁক দেশের মিডিয়া টিমের সদস্য থেকে ব্রাজিলীয়, থাই, ইংল্যান্ড, সব দেশের থেকে আসা সংবাদমাধ্যমে ভরা বাইপাসের ধারের হোটেল। এখানেই আছে ব্রাজিল দল। প্রথমে মার্কুইনহোস। ঠিক ঘড়ি ধরে তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন দলের সদস্যরা। এতটাই নিয়মানুবর্তিতা যে এক ইংল্যান্ডের সাংবাদিক শেষ প্রশ্নটা করার সুযোগ পেলেন না হাতে মাইক যাওয়ার পরেও। কারণ 'ডন কার্লো' ততক্ষণে হলে প্রবেশ করে ফেলেছেন। তিনি এসে শুরুতেই এদেশের রীতি মেনে বললেন, 'নমস্তে।' এরপর সবিনয়ে বললেন, 'এখানে আসতে পেরে আমরা সম্মানিত। আমরা জানি, এই অঞ্চলের মানুষ জাতীয় দল এবং ফুটবলকে কতটা ভালোবাসেন। তাই ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে এখানে আসতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। একইসঙ্গে আমাদের খেলোয়াড়দের মান এখানে তুলে ধরতে চাই। আমরা আশা করছি, ম্যাচটি দেখতে যাঁরা মাঠে আসবেন, তাঁদের জন্য এটি একটি উপভোগ্য এবং বিনোদনমূলক সন্ধ্যা হবে।' ভারতে এই প্রথম এলেন। বলেছেন, 'এখানে আসার পর দেখেছি, প্রচুর ফুটবলপ্রেমী রয়েছেন এবং ব্রাজিল এখানে এসেছে বলে তাঁরা যে কতটা উচ্ছ্বসিত, সেটাও বুঝতে পারছি।' শুনেটুনে যখনই মনে হচ্ছে যে যাক, এবার নিজের বোধহয় বক্তব্য থেকে সরলেন কার্লো আন্সেলোত্তি। না, তিনি সে বান্দাই নন। বরং ফের নিজের আগে বলা বক্তব্যে ফিরে গেলেন, 'আমি মনে করি, ভারতের সংস্কৃতির অংশ হিসেবে ফুটবল এখনও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলা নয়। তবে তার মানে এই নয় যে ফুটবলের গুরুত্ব নেই। ক্রিকেটের মতোই ফুটবলও পরিচিত ও পছন্দের। ক্রিকেটের সঙ্গে এখানকার মানুষ অনেক বেশি পরিচিত এবং সেটাই তাঁদের কাছে বেশি জনপ্রিয়।' ভারতের জন্য তাঁর শুভকামনা জানালেন। ব্রাজিলের মতো দল এলে ফুটবল সংস্কৃতিতে বদল আসবে কিনা না তিনি জানেন না, এটাও সঙ্গে সঙ্গে বললেন। আন্সেলোত্তির মতো ঠান্ডা মাথার প্রাজ্ঞ একজন কোচকে পেলে যে এদেশের ফুটবলের পরিস্থিতিতে বদল হয়তো আসত। এমন ভাবাটা অবশ্য আমাদের জন্য আকাশকুসুম কল্পনা। ঠিক সেটাই বললেন আন্সেলোত্তি, 'আমাদের মতো দলের এই ধরনের সফর ভারতের ফুটবল সংস্কৃতিতে কোনও পরিবর্তন আনতে পারে কি না, সেটা বলা কঠিন। তবে ভারত ফুটবলেও প্রতিযোগিতা করার চেষ্টা করছে, খেলাধুলোর বিভিন্ন ক্ষেত্রেও এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তাদের জন্য আমি শুভকামনা জানাই।'

> **ভারত বনাম ব্রাজিল**
> **প্রীতি ম্যাচ**
> **সময় :** সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
> **স্থান :** যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
> **সম্প্রচার :** সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

সারা বিশ্বেই ম্যাচ চলাকালীন কোচেরা যখন লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে স্নায়ুর চাপ সামলাতে লাফালাফি করেন তখন ব্রাজিল বসের উত্তেজনা বাইরে ধরাই পড়ে না। হয়তো খুব ঠান্ডা মাথায় পর্যবেক্ষণ করেন বলেই ভারতের মতো ধর্তব্যের মধ্যেই না থাকা দলেরও আক্রমণভাগ নিয়ে কাটাছেঁড়া করে ফেলেছেন। পরিষ্কার বললেন, 'আমরা ভারতের শেষ ম্যাচটি দেখেছি। পানামা খুবই ভালো দল। সেই রকম একটা দলের বিপক্ষে ভারতের অ্যাটাক লাইন খুব ভালো খেলেছে। দলে (রায়ান) উইলিয়ামস বলে একজন রয়েছেন, যিনি আমাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারেন। তাই অবশ্যই আমরা তাঁকে নিয়ে ভাবছি। প্রতিপক্ষকে সবসময়ই সম্মান করতে হয়। আর এই ক্ষেত্রে সেই প্রতিপক্ষ ভারত। তাই আমরা ভারতকে যথেষ্ট গুরুত্ব ও সম্মান দিয়েই ম্যাচটির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। শনিবারের ম্যাচটিও আমাদের জন্য একটা পরীক্ষা। আমি প্রথম ম্যাচে যে তরুণ খেলোয়াড়দের খেলাই, তাঁদের সবাইকে বলেছিলাম নিজেদের মান এবং সামর্থ্য রয়েছে, তা দেখানোর এটাই সুযোগ।' ভারত যতই ১৩৩ ধাপ পিছিয়ে থাক না কেন ম্যাচ নিয়ে গভীর ভাবনাচিন্তা করছেন আন্সেলোত্তি। শনিবার যাঁরা খেলবেন, তাঁদের মাথায়ও সেটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। বললেন, 'ধরুন পেড্রো মোরিসকো- ওঁর এবং বাকি নতুনদের কাছে নিজেদের মান ও দক্ষতা তুলে ধরার সুযোগ। তাই দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জন্যই বলব, এটা কোনও পরীক্ষা নয়। এটা নিজেদের প্রমাণ করার ম্যাচ। ব্রাজিলের কাছে কোনও ম্যাচই ফ্রেন্ডলি নয়। আমরা এখন ফুটবলার তৈরি করছি, দলটাকে উন্নত করার চেষ্টা করছি।'

ব্রাজিল কোচকে হাতের কাছে পেলে স্বাভাবিকভাবেই ২০০২ সালের পর কেন আর বিশ্বকাপ নেই এমন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তিনি ২০২৫ সালে দায়িত্ব নিয়ে শেষ বিশ্বকাপেও একইরকম ব্যর্থ। ব্যর্থতার প্রসঙ্গ উঠতে করুণ হাসি হেসে আমতা আমতা করে বললেন, 'আগে বা ২০১৪ সালে কী হয়েছিল তা তো বলতে পারব না। কারণ তখন আমি ছিলাম না। আমি দায়িত্ব নিয়ে বুঝেছি, কিছু সমস্যা আছে। যার সামাধান আমি এক বছরের মধ্যে করতে পারিনি। এখন চেষ্টা করছি ধীরে ধীরে সমাধানের। তবে এটুকু বলতে পারি, বিশ্বকাপ এখন আর আগের মতো সহজ নয়। ফুটবলে অনেক বদল এসেছে। অনেক দল উন্নতি করেছে। ২০০২ সাল পর্যন্ত ব্রাজিল অসাধারণত্ব দেখাতে পেরেছে। এখনও প্রতিভা আছে। কিন্তু এখন প্রতিভার পাশাপাশি সংগঠিত দল দরকার। ব্যক্তিগত প্রতিভা দিয়ে সাফল্য আসে না।' সাফল্যের জন্য তিনি আপাতত যে জিনিসটা সবথেকে দরকারি বলে মনে করেন, তা হল দায়বদ্ধতা। আর সেটাই তিনি চাইছেন বর্তমান ব্রাজিল ফুটবলারদের কাছ থেকে।

সাংবাদিক সম্মেলনে দেখা হতেই খালিদ জামিলকে জড়িয়ে ধরলেন কার্লো আন্সেলোত্তি। ছবি : ডি মণ্ডল

চাপেও ভীত নয় খালিদের ভারত

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

আনোয়ারের চোখে জীবনের সেরা ম্যাচ

কলকাতা, ২ অক্টোবর : দশকের পর দশক ধরে বাঙালির রন্ধ্রে মিশে রয়েছে ব্রাজিল ফুটবলের প্রতি প্রেম। সেই সেলেকাওরাই এবার ভারতে, প্রতিপক্ষ হয়ে।

ব্রাজিল ফিফা ক্রমতালিকায় ছয় নম্বরে, পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। সেখানে ভারতের কাছে বিশ্বকাপ এখনও অলিক স্বপ্ন। আপাতভাবে দেখলে এ-এক অসম লড়াই। তবে আনোয়ার আলিরা এই ম্যাচকেই নিজেদের প্রমাণ করার মঞ্চ হিসেবে দেখছেন। তাঁর চোখে এটাই এখনও পর্যন্ত খেলা 'জীবনের সেরা ম্যাচ' হতে চলেছে। কোচ খালিদ জামিলের বক্তব্যেও একই সুর। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ব্রাজিল ম্যাচ নিয়ে চাপ থাকলেও, ভীত নয় ভারতীয় শিবির।

শুক্রবার সকালে কলকাতায় বাইপাসের ধারে টিম হোটেলে তখনও ব্রাজিল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তির সাংবাদিক বৈঠক শেষ হয়নি। হঠাৎই চোখে পড়ল, সাংবাদিকদের ভিড়ের মধ্যেই একপাশে দাঁড়িয়ে খালিদ। শুনছিলেন আন্সেলোত্তির কথাগুলো। ওই সময় তাঁর মনের মধ্যে ঠিক কী চলছিল? প্রশ্ন ছুড়ে দিলেও, উত্তরটা গোপনই রাখলেন জাতীয় দলের হেড কোচ। তবে তার গালভরা হাসিটাই অনেক কথা বলে দিল। এদিন সকালে যুবভারতীর মূল মাঠেই ব্রাজিল ম্যাচের চূড়ান্ত মহড়া সেরে নেয় ভারত। ঘণ্টাখানেকেরও বেশি সময় কঠোর অনুশীলনে নিজেদের ডুবিয়ে রেখেছিলেন রায়ান উইলিয়ামস, আশিক কুরুনিয়ানরা। সিচুয়েশন প্র্যাকটিসের পাশাপাশি জোর দেওয়া হয় সেটপিসেও। খালিদ ভালোভাবেই জানেন, ব্রাজিলের শক্তিশালী রক্ষণে ভাঙন ধরাতে সেটপিসই তাঁর দলের অস্ত্র হতে পারে। তিনি নিজে অবশ্য জানালেন, প্রয়োজন মতো রক্ষণ ও আক্রমণে ভারসাম্য রেখেই খেলবে তাঁর দল।

অতীতে বয়সভিত্তিক জাতীয় দলের হয়ে সেটপিস থেকে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে গোল করেছিলেন আনোয়ার। ব্রাজিল ম্যাচের আগে তিনি বলছিলেন, 'এই দলে আমার থেকে ভালো ফ্রি কিক নেওয়ার মতো অনেকে আছে। তবে সুযোগ পেলে আমিও গোল করব।' তাঁর সংযোজন, 'পানামার বিরুদ্ধে আমরা বেশ ভালো খেলেছি। তবে এই মুহূর্তে শুধুমাত্র ব্রাজিল ম্যাচে মনোনিবেশ করছি। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে খেলা আমাদের জন্য বড় সুযোগ। একশো শতাংশ উজাড় করে দিতে চাই।'

ফিফা ক্রমতালিকায় ভারত-পানামার মধ্যে ব্যবধানটা ছিল ৯৪। আর শনিবারের ম্যাচে কাগজে-কলমে দুই দলের ফারাক কয়েক হাজার মাইলের। তবে কোচ খালিদ বলেছেন, 'প্রতিপক্ষ অনুযায়ী আমাদের পরিকল্পনা পরিবর্তন হলেও মানসিকতা একই থাকবে। ব্রাজিলের মতো দলের বিরুদ্ধে খেলা আমাদের জন্য সবসময়ই আনন্দের। ম্যাচটা নিয়ে আমাদের ওপর যে চাপ রয়েছে তা অস্বীকার করছি না। তবে আমরা একেবারেই ভীত নই। ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামতে হবে। ছোট ছোট ভুল নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। অতিরিক্ত কিছু করার প্রয়োজন নেই।' অর্থাৎ বার্তাটা স্পষ্ট, চাপ সামলে স্বাভাবিক ছন্দে খেলার ওপরই জোর দিচ্ছেন খালিদ। এই ম্যাচে ব্লু টাইগারদের হারানোর কিছু নেই। তবুও রায়ান, মনবীর সিংদের থেকে পানামা ম্যাচের মতোই লড়াকু ফুটবল আশা করছে আসমুদ্র হিমাচলের ফুটবলপ্রেমীরা।

ভিনিসিয়াস জুনিয়ারদের আটকানোর দায়িত্বে ডিফেন্ডার আনোয়ার আলি।- ডি মণ্ডল

অচেনা ভারতে চেনা সমর্থনের অপেক্ষায় ব্রাজিল

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ অক্টোবর : ভারতে প্রথমবার। তবুও এদেশ একেবারেই অচেনা নয় কার্লো আন্সেলোত্তির ব্রাজিলের কাছে। ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য নিয়েই কলকাতায় এসেছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

বৃহস্পতিবার রাতে বিমানবন্দরে ব্রাজিলকে স্বাগত জানাতে তেমন ভিড় চোখে না পড়লেও টিম হোটেলে পৌঁছানোর পর অনুরাগীদের উন্মাদনা দেখেছেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, এন্ড্রিকরা। শুক্রবার দুপুরের দিকেও আন্সেলোত্তি দল নিয়ে যখন অনুশীলনের জন্য যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের উদ্দেশে রওনা হচ্ছেন তখনও একই ছবি। টিম হোটেল চত্বরে হলুদ জার্সি গায়ে ব্রাজিল সমর্থকদের জমায়েত, ভিনিদের নিয়ে স্লোগান। তার মধ্যে দিয়েই বাসে উঠলেন কোচ কার্লো ও তাঁর দলের সদস্যরা। লবিতে অনুরাগীদের সঙ্গে হাসিমুখে হাত মেলালেন মার্কুইনহোস, এস্তেভাওরা। প্রিয় ফুটবলারদের হাতের কাছে পেয়ে যথারীতি অটোগ্রাফের আবদার এল। হাসিমুখে তা মেনেও নিলেন ভিনিসিয়াস থেকে দলের গোলকিপিং কোচ ক্লদিও তাফারেল। ১৯৯৪ বিশ্বকাপজয়ী দলের গোলরক্ষক তাফারেলের কাছেও একই আবদার রেখেছিলেন অনুরাগীরা।

এই ব্রাজিলে একাধিক তারকা থাকলেও ফুটবলপ্রেমীদের যাবতীয় উৎসাহ যে ভিনিসিয়াসকে ঘিরেই। তাঁকে একঝলক দেখার আশায় ভিড় জমল হোটেল থেকে টিমবাস হয়ে যুবভারতী। ভিনিও যে মুহূর্তগুলো বেশ উপভোগ করছেন তা বোঝা গেল তাঁর শরীরী ভাষায়। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুইটি প্রীতি ম্যাচেই খেলেছেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। কাজেই শনিবার আন্সেলোত্তি তাঁকে প্রথম একাদশে রাখবেন কি না তা নিয়ে বিস্তর ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে ব্রাজিল শিবিরের ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি, ভারতের বিরুদ্ধেও শুরু থেকেই খেলবেন ভিনি। আন্সেলোত্তির ব্রাজিলে তিনিই যে প্রাণভোমরা। যে মানুষগুলো মাঠে আসবেন, তার অধিকাংশই যে ভিনির পায়ের ঝলক দেখার আশা নিয়ে বসবেন গ্যালারিতে। হয়তো তাদের হতাশ করবেন না আন্সেলোত্তি।

এদিন সকালে সাংবাদিক বৈঠকে ব্রাজিল অধিনায়ক মার্কুইনহোস বলছিলেন, এদেশের মানুষের ব্রাজিল প্রেমের কথা তাঁদেরও অজানা নয়। প্যারিস সাঁ জাঁ তারকার কথায়, 'ব্রাজিলের বাইরে ভারতেই বোধহয় আমাদের সবচেয়ে বেশি সমর্থক রয়েছে। যা নিঃসন্দেহে এখানে খেলার সময় আমাদের আরও বেশি অনুপ্রাণিত করবে। এখানকার অভ্যর্থনাও অনেকদিন মনে থাকবে।' কলকাতায় বাইপাসের ধারের সাততারা হোটেলে ৯ ও ১০ নম্বর ফ্লোরে ৪০টিরও বেশি ঘর নিয়ে রয়েছে ব্রাজিল দল। ১ নম্বর ফ্লোরে তাঁদের খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্রাজিল ম্যানেজমেন্টের নির্দেশমতো রান্না হচ্ছে। এদিন স্যামোন মাছ সহযোগে মধ্যাহ্নভোজ সেরেছেন ভিনিরা।

এদিন রাতে ব্রাজিল, উরুগুয়ে ও ভারতীয় দলের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নৈশভোজ করার কথা থাকলেও তিনি আসেননি।

এদেশে খেলতে আসার আগে ভারত নিয়ে যে পড়াশোনা করেই এসেছেন মার্কুইনহোসরা তা তাঁর কথাতেই স্পষ্ট হয়ে গেল। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলছিলেন, 'আমি যতদূর জেনেছি ভারত এই বছর এখনও পর্যন্ত ছয়টা ম্যাচ খেলেছে। আমরা ওদের খেলা বিশ্লেষণ করেছি। এটা প্রীতি ম্যাচ হলেও আর পাঁচটা ম্যাচের থেকে গুরুত্ব আমাদের কাছে কোনও অংশে কম নয়।' ভারতীয় ফুটবলারদের নিয়েও অবগত মার্কুইনহোস। জানেন, ব্রাজিলের বিরুদ্ধে দেশের জার্সিতে ৯০তম ম্যাচ খেলবেন গুরপ্রীত সিং সান্ধু। এদিন বিকেলে যুবভারতীর মূল মাঠেই অনুশীলন করলেন ভিনিরা। সবমিলিয়ে ঘণ্টাখানেকের প্রস্তুতিতে ভারত-বধের মহড়া সেরে নেয় আন্সেলোত্তির ব্রাজিল। অনুশীলন শেষে ড্যানিলো, গাব্রিয়েল মাগালহায়েসরা যখন মাঠ ছাড়ছেন তখনও শ-খানেক ব্রাজিল অনুরাগীর ভিড় যুবভারতীর গেটের সামনে। আন্সেলোত্তি, ভিনিকে দেখে 'হালা মাদ্রিদ' স্লোগান তুললেন কিছু রিয়াল মাদ্রিদ সমর্থক। প্রাক্তন রিয়াল কোচ ও ভিনির মুখে তখন চওড়া হাসি।

আজ সব নজর থাকবে ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের দিকে। ছবি : ডি মণ্ডল

রোনাল্ডোকে ছাড়াই ছুটছে পর্তুগাল

কোপেনহেগেন, ২ অক্টোবর : নরওয়ে ম্যাচে ডাগআউটে বসিয়ে রাখায় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ক্ষোভে শিবির ছেড়েছিলেন। তাঁকে ছাড়াই উয়েফা নেশনস লিগের দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় পেল পর্তুগাল। বৃহস্পতিবার রাতে তারা ৪-২ গোলে জিতেছে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে। এদিন রোনাল্ডোর ৭ নম্বর জার্সি পরে নেমেছিলেন রাফায়েল লিয়াও। পর্তুগালের জোয়াও ক্যান্সেলো, গঞ্জালো র‍্যামোস, ভিটিনহা ও জোয়াও ফেলিক্স গোল করেন। ড্যানিশদের গোল দুইটি মিকেল ডামসগার্ড ও রাসমুস হোজলুন্ডের।

রোনাল্ডোর ৭ নম্বর জার্সি পরে মাঠে নামলেন রাফায়েল লিয়াও।

জুরগেন ক্লপের প্রশিক্ষণে প্রথম জয় তুলে নিয়েছে জার্মানি। ২-০ গোলে তারা হারিয়েছে সার্বিয়াকে। টম বিসচোফ ও ফ্লোরিয়ান রিৎজ গোল পেয়েছেন। লিগের অন্য ম্যাচে নরওয়ে ১-২ গোলে হেরে গিয়েছে ওয়েলসের কাছে। গ্রিস ও নেদারল্যান্ডসের ম্যাচ ড্র হয়েছে ২-২ গোলে।

জয়ী চাঁদমণি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার বিজয় ভৌমিক, গৌর সরকার ও ভবতোষ দে ট্রফি মহিলা ফুটবলে শুক্রবার চাঁদমণি ফুটবল কোচিং সেন্টার ৩-১ হারিয়েছে গ্রামীণ ইয়ুথ স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট অ্যাকাডেমিকে। ম্যাচের সেরা পায়েল খেরওয়ার জোড়া গোল করেন। তাদের অন্য গোলটি অনুষ্কা মুন্ডার। গ্রামীণের গোলস্কোরার রিয়া সিংহ। শনিবার খেলবে মিলনমোড় ফুটবল অ্যাকাডেমি-ডায়নামিক সিস্টার্স ও ভৌমিক ওয়ারিয়র্স-রায় ফুটবল কোচিং সেন্টার।

প্রথম ইনিংসে লিড নিল জম্মু ও কাশ্মীর

ইরানি ট্রফি

শ্রীনগর, ২ অক্টোবর : ব্যাট-বলের দুরন্ত লড়াই। দুই দলের নাছোড় মনোভাবে দ্বিতীয় দিনে জমজমাট ইরানি ট্রফির ম্যাচ। মুকেশ চৌধুরীর (৭৮/৫) সঙ্গে বাংলার দুই পেসার মুকেশ কুমার (৮৪/২), আকাশ দীপের (৪৩/৩) পালটা জবাব সত্ত্বেও প্রথম ইনিংসে গুরুত্বপূর্ণ লিড পেয়ে গেল জম্মু ও কাশ্মীর। অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশের ২৩৭ রানের জবাবে রনজি ট্রফি চ্যাম্পিয়নদের ২৭৮। একসময় ৩৭ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে খোড়াচ্ছিল জম্মু ও কাশ্মীর। কিন্তু কঠিন পরিস্থিতিতে পরশ ডোগরার (৭৫) অধিনায়কোচিত ব্যাটিং লড়াইয়ে ফেরায়। আব্দুল সামাদকে (৫৭) নিয়ে ১০১ রানের পার্টনারশিপ গড়েন পরশ। জম্মু ও কাশ্মীরের ইনিংসে মূল চমক দশ নম্বর ব্যাটার লোন নাসিরের অর্ধশতরান। ৫৮ বলে ৩টি ছক্কা ও ৮টি চারের সাহায্যে ৬৪ রান করেন। নাসিরের যে প্রচেষ্টার সুবাদে অবশিষ্ট একাদশের স্কোর পেরিয়ে যায় জম্মু ও কাশ্মীর। দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে অবশিষ্ট একাদশের স্কোর ২৪/১। সুদীপকুমার ঘরামি ও সনৎ সাঙ্গোয়ান, দুইজনেই ১০ করে খেলছেন। ওপেনার শিখর মোহনকে (২) ফেরান সুনীল কুমার।

হাজির ভিনিসিয়াসরা, কিন্তু বাড়ল না উন্মাদনা

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২ অক্টোবর : শুক্রবার দুপুর। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ভিতরে নিরাপত্তারক্ষীরা প্রচণ্ড ব্যস্ত। কারণ মূল মাঠে একটু পরেই অনুশীলন করবেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, মার্কুইনহোসরা। একই সময়ে স্টেডিয়ামের বাইরে টিকিট কাউন্টারগুলি রীতিমতো খাঁ খাঁ করছে।

প্রথমবার ভারতের মাটিতে ব্রাজিল সিনিয়ার দল কোনও ম্যাচ খেলবে। সেটাও কলকাতার যুবভারতীতে। বাংলার ফুটবলপ্রেমীদের মনে পাঁচবারের বিশ্বজয়ীরা সবসময়ই একটা বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। আশা করা হয়েছিল, ব্রাজিল ম্যাচের টিকিট নিয়েও চাহিদা থাকবে। কিন্তু কোথায় কী? ম্যাচের ২৪ ঘণ্টা আগেও টিকিট কাউন্টারগুলিতে দর্শকের দেখা মেলা ভার। অনলাইনেও বহু টিকিট পড়ে রয়েছে। ইচ্ছা থাকলেও টিকিটের দামের কারণে ম্যাচ থেকে মুখ ফিরিয়েছেন বহু ফুটবলপ্রেমী। টিকিটের দামে ছাড় দেওয়া হলেও সেভাবে টিকিট বিক্রি হয়নি।

যুবভারতীর সামনে জার্সি, পতাকার পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন রবিন রায়। পরিচিত সাংবাদিকদের দেখে একরাশ হতাশ গলায় বলছিলেন, 'সকাল থেকে বসে আছি। কোনও বিক্রিবাট্টা হয়নি। দর্শকই আসছে না টিকিট কিনতে। কে আর জার্সি কিনবে?' স্টেডিয়ামের কাছেই থাকেন সমীরণ বিশ্বাস। ব্রাজিল ম্যাচ নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেছেন, 'ব্রাজিলকে এনে কী লাভ হবে? এই ম্যাচ খেলতে গিয়ে যে টাকা খরচ হচ্ছে, সেই টাকা দেশের ফুটবল ডেভেলপমেন্টে খরচ করা যেত।'

শুধু টিকিট বিক্রি হয়নি তা নয়। ম্যাচকে ঘিরে অব্যবস্থার ছবি ফুটে উঠেছে। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা বৃহস্পতিবার নিজেদের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ডই হাতে পেলেন না। এই ধরনের ম্যাচে অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ছাড়া কেউ অনুশীলন দেখতে পারেন না। এদিন নিয়মবিরুদ্ধভাবেই কার্ড ছাড়াই সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের অনুশীলন দেখতে হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, সম্প্রচারকারী সংস্থার বিশেষজ্ঞ রবিনকে মাঠকর্মীদের কার্ড নিয়ে মাঠে ঢুকতে হয়। এই ম্যাচে কে কোন বিষয়ের দায়িত্বে আছে কেউ জানে না। সব বিষয়টাই নিজেদের কাছে কুক্ষিগত করে রেখেছেন এআইএফএ সভাপতি কল্যাণ চৌবে ও ভারতীয় ফুটবল দলের ডিরেক্টর সুব্রত পাল। এখনও পর্যন্ত ম্যাচকে ঘিরে সামান্যতম পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার ছাপ নেই।

বৃহস্পতিবার রাতে যুবভারতীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সাংবাদিককে দেখে এক বাইকচালক জিজ্ঞেস করছিলেন, 'স্টেডিয়ামে এত তৎপরতা কীসের?' উত্তরে ভারত-ব্রাজিল ম্যাচের কথা শুনে বেশ অবাক গলাতেই বলেছেন, 'ভারতের বিরুদ্ধে ব্রাজিল খেলবে, এটা জানা ছিল না।' এই টুকরো ঘটনাতেই ব্রাজিল ম্যাচ নিয়ে প্রচারের ছবিটা বেশ ফুটে উঠেছে। সব মিলিয়ে পাঁচবারের বিশ্বজয়ীদের নিয়ে উন্মাদনা বেশ স্তিমিত তা বলাই যায়।

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট থেকে অবসর চাহালের

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর : আক্ষেপ নিয়েই অবসর ঘোষণা করলেন। স্বপ্ন ছিল দেশের হয়ে টেস্ট খেলার। সেই স্বপ্নপূরণ হয়নি যুযবেন্দ্র চাহালের। সমাজমাধ্যমে আজ একটি পোস্ট করে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণার কথা জানিয়েছেন চাহাল। লাল বলের ক্রিকেট থেকে সরে গেলেও টি২০ ও একদিনের ক্রিকেট চালিয়ে যাবেন তিনি। সাদা বলের ক্রিকেটে এখনও টিম ইন্ডিয়ার হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখা চাহাল আজ বলেছেন, 'লাল বলের ক্রিকেট আমার কাছে শুধু একটা ফরম্যাট ছিল না। ছিল স্বপ্ন। দেশের হয়ে টেস্ট খেলার স্বপ্ন। সেই স্বপ্নপূরণ হয়নি আমার।

তবে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, আমার মধ্যে এখনও ক্রিকেট বেঁচে রয়েছে। সাদা বলের ক্রিকেটে ফের জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার জন্য নিজেকে উজাড় করে দেব।' উল্লেখ্য, হরিয়ানার হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৪৯ ম্যাচে ১৪৮টি উইকেট রয়েছে চাহালের।

তরাইয়ের রোড রেসে প্রথম প্রদীপ, নিশা

তরাই কোচিং সেন্টারের প্রতিযোগিতায় পুরস্কার নিচ্ছে সফল অ্যাথলিট।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : তরাই অ্যাথলেটিক কোচিং সেন্টারের ১৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত পুরুষদের ৭ কিলোমিটার রোড রেসে প্রথম হয়েছেন উত্তরপ্রদেশের প্রদীপ মাহাতো। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে রাজস্থানের সন্দীপ যাদব এবং দার্জিলিংয়ের বিকাশ ভুজেল। মহিলা বিভাগে প্রথম তিনটি স্থান গিয়েছে খড়গপুরের নিশাকুমারী শা, উত্তরপ্রদেশের আকাঙ্খা সিং ও দার্জিলিংয়ের সঞ্জনা সুব্বার দখলে। শুক্রবার সকাল ৭টায় তরাই স্কুল মাঠ থেকে শুরু দৌড় প্রতিযোগিতায় ৪২৩ জন অংশ নিয়েছিল। এক ঝাঁক প্রাক্তন অ্যাথলিটের উপস্থিতিতে দৌড়ের সূচনা করেন কোচিং সেন্টারের সভাপতি তপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রাক্তন কাউন্সিলার স্বপন দাস, ডাক্তার ইন্দ্রনাথ ঘোষ ও অ্যাথলেটিক্স কোচ দেবকুমার দে। পরে দুপুরে তরাই স্কুল মাঠেই অনূর্ধ্ব-১৫ ও ১৫ বছর ঊর্ধ্বদের দুইটি বিভাগে শট পাট ও লং জাম্প হয়। দুই ইভেন্টে মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ১৩৩।

রেফারি, আম্পায়ার পরীক্ষায় ৩৭

কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থার দপ্তরে চলছে পরীক্ষা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর: শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থার বার্ষিক পরীক্ষায় শুক্রবার ৩৭ জন বসেছিল। সংস্থার সচিব রানা দে সরকার জানিয়েছেন, ক্রিকেটে ১১, ফুটবলে ২১ ও ভলিবলে ৫ জন ম্যাচ পরিচালনার জন্য সংস্থার দপ্তরে পরীক্ষা দেয়। ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সি শিলিগুড়ি মহকুমার ছেলেমেয়েরা এদিন লিখিতর সঙ্গে মৌখিক পরীক্ষাও দিয়েছে। পাস করলে ডাক পড়বে প্র্যাকটিকালের জন্য।

এদিন সন্ধেবেলায় সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভায় কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন চত্বরে দপ্তর পাওয়ার জন্য সদস্যরা রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ ও পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এছাড়াও সর্বসম্মতিক্রমে দুই মন্ত্রীকে সাম্মানিক আজীবন সদস্যপদ দেওয়ার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন মুম্বাই-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, মুম্বাই - এর একজন বাসিন্দা

মঞ্জু আশীষ আগরওয়াল - কে 28.06.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 83E 87731 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "যখন আমরা বিশ্বাস রাখি এবং আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করি তখন ডিয়ার লটারি একটি উন্নত জীবনযাপনের জন্য যা প্রয়োজন তা সরবরাহ করে। নিয়ম দ্বারা পরিচালিত ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার এই বিশাল পুরস্কার জিতে আমি জীবনের সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত পার করেছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।